

নবম খণ্ড

---

ঋগ্বেদীয়  
ঐতরেয়োপনিষদ্

শাংকরভাষ্য-সম্মেতা।

---



মহামহোপাধ্যায়  
পণ্ডিত ঐদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

কর্তৃক  
অনুদিত ও সম্পাদিত।

---

প্রকাশক  
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার  
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড  
২১, বামাপদকুর লেন, কলিকাতা-৯।  
১৩৯৭  
৩

## বর্ণানুক্রমে মন্তসূচী

বাক্য ।	অধ্যায় । খণ্ড । মন্ত ।	বাক্য ।	অধ্যায় । খণ্ড । মন্ত ।
অগ্নিবর্ণাঙ্কভূত্বা	... ১।২।৪	কা এতা দেবতাঃ	... ১।২।১
আত্মা বা ইদমেক	... ১।১।১	তাভ্যো গামানয়ৎ	... ১।২।৩
এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র	... ৩।১।৩	তাভ্যঃ পদ্রুযমানয়ৎ	... ১।২।২
কোহয়মাত্মোতি	... ৩।১।৩	পদ্রুবে হবা অয়ম্	... ২।১।১
তচ্চক্ষুর্ষাজিঘৃক্ষৎ	... ১।৩।৫	যদেতচ্ছৃদয়ম্	... ৩।১।২
তচ্ছিনেনা	... ১।৩।৯	স ইমাম্লোকানসৃজত	... ১।১।২
তচ্ছৈত্র্যেণা	... ১।৩।৬	স ঈক্ষত কথং ন্বিদম্	... ১।৩।১১
তৎষচা	... ১।৩।৭	স ঈক্ষতেমে ন্দ লোকাঃ	... ১।১।৩
তৎপ্রাণেনা	... ১।৩।৪	স ঈক্ষতেমে ন্দ লোকাঃ	... ১।১।৩
তৎশ্রিয়া আত্মভূয়ম্	... ২।১।২	স এতমেব সীমানম্	... ১।৩।১২
তদপানেনা	... ১।৩।১০	স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনা	... ৩।১।৪
তদুক্তমৃষিণা	... ২।১।৫	স এবং বিম্বানস্মা	... ২।১।৫
তদেনদাধিসৃষ্টম্	... ১।৩।৩	স জাতো ভূতান্যভি	... ১।৩।১৩
তস্মনসাজিঘৃক্ষৎ	... ১।৩।৮	স ভাবয়িত্বী	... ২।১।৩
তমভ্যতপৎ	... ১।১।৪	সোহপোহভ্যতপৎ	... ১।৩।২
তমশনারা-পিপাসে	... ১।২।৫	সোহস্যায়মাশ্বা	... ২।১।৪
তস্মাদিদম্ভো	... ১।৩।১৪		

মন্তসূচী সমাপ্ত ।

# ঐতরেয়োপনিষদের বিষয়-সূচী

## প্রথম অধ্যায়

বিষয়

খণ্ড । মন্ত্র

- ১। সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় আত্মার অস্তিত্ব, এবং সেই আত্মার (ব্রহ্মের) লোকসৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা ... ১।১
- ২। লোকসিদ্ধি ব্রহ্মকর্তৃক অন্তঃ ও মরীচি প্রভৃতি চতুর্বিধ লোকের সৃষ্টি ... ১।২
- ৩। পুনর্বার লোকপালসৃষ্টিবিষয়ে ঈশ্বর ও অল হইতে পুরুষ-সৃষ্টি নির্মাণ ... ১।৩
- ৪। উক্ত পুরুষবিষয়ে ঈশ্বরের চিন্তা, এবং তদীয় চিন্তার ফলে ইন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠান (গোলক) ও দেবতাগণের উৎপত্তি ১।৪
- ৫। সৃষ্ট দেবতাগণের ক্ষুধা-পিপাসাবোধ ও ভোগায়তন প্রার্থনা ২।৫
- ৬। পরমেশ্বরকর্তৃক সেই দেবতাগণের নিকট ভোগায়তনরূপে গো-অশ্বাদি দেহ উপস্থাপন ও দেবতাগণ কর্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যান ২।৩
- ৭। অবশেষে মনুষ্যসৃষ্টি দর্শনে আনন্দপ্রকাশ এবং পরমেশ্বরকর্তৃক তন্মধ্যে প্রবেশের আদেশ ... ২।৩
- ৮। সুখাদি ইন্দ্রিয়স্থানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রবেশ ২।৪
- ৯। পরমেশ্বরের নিকট ক্ষুধা ও পিপাসা কর্তৃক ভোগ্যপ্রার্থনা এবং তদ্বিষয়ে ঈশ্বরকৃত ব্যবস্থা ... ২।৫
- ১০। লোক ও লোকপালদিগের অন্নসৃষ্টি-বিষয়ে পরমেশ্বরের আলোচনা এবং পঞ্চভূত হইতে অন্নসমুৎপাদন ও ভক্ষকদর্শনে ঈশ্বরের পলায়নোত্তম ... ৩।১—৩
- ১১। পলায়মান অন্নকে ধরিবার জন্য দেবতাগণের বাক্প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা গ্রহণের চেষ্টা ও নিষ্ফলতা; এবং অবশেষে অপানবায়ুর সাহায্যে গ্রহণ ... ৩।৪—১০
- ১২। পরমেশ্বরের উক্ত দেহমধ্যে আত্ম প্রবেশের আবশ্যকতা চিন্তা ও প্রবেশের পথনিরূপণ এবং সুধীনীমা-পথে দেহমধ্যে প্রবেশ ৩।১১—১২

১৩। জীবরূপে বেদপ্রতিষ্ঠা পরমেশ্বর সমস্ত ভূতবর্গ অবগত  
হইলেন এবং আশনাকেই ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া ব্রহ্মের 'ইদম্' 'ইত্ৰ'নাম  
নির্বাচন করিলেন। ... ৩। ১৩—১৪

সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বর অপর কোনও বস্তুর সাহায্য  
না লইয়াই স্বীয় শক্তিবলে আকাশাদিক্রমে অগৎ সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টির পর  
স্বাশ্বোপলব্ধির জন্ত নিজেই প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়া তিনি  
'ইৎ ব্রহ্মাস্মি' রূপে স্বথাবধভাবে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনিই  
সর্বশরীরে এক অদ্বিতীয় আত্মা, তন্ত্রিণ আর কিছু নাই। এই সমুদয় বিষয় এই  
অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ভোগশেষে চক্ষুঃশব্দ হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর্ম্মী পুরুষের  
অনুক্রম ও তাহার বিবরণ ... ১। ১—৩

২। সুসূক্তকর্তৃক পুত্রকে আত্মপ্রতিনিধিরূপে স্থাপন এবং অন্যান্তর-  
গ্রহণের উদ্ভব ... ২। ১। ৪.

৩। গর্ভবধ্যে অবস্থিত বামনদেহে ঋষির তত্ত্বজ্ঞানলাভ-কীর্তন, এবং  
তত্ত্ববর্ণনার বেদান্তে অমৃতত্বপ্রাপ্তি-কথন ... ১। ৫—৬.

### তৃতীয় অধ্যায়

১। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিগণের উপাস্ত আত্মার স্বরূপনিরূপণার্থ  
পদম্পর স্মিচ্ছাশা ও বিচার প্রবৃত্তি ... ১। ১.

২। আত্মার জ্ঞানসাধন হৃদয় ও মনের একত্বপ্রতিপাদন এবং  
সংজ্ঞান, আজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলির প্রজ্ঞানাত্মকতা-  
প্রদর্শন ... ১। ২

৩। প্রজ্ঞানরূপী ব্রহ্মের উপাধিবোকে ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি  
বিবিধ রূপভেদ প্রদর্শন ... ১। ৩

৪। প্রজ্ঞাপ্রভাবে জীবের ইহলোক ত্যাগের পর পূর্ণকায় ও  
অমৃতত্বলাভ-কথন ... ১। ৪

বিষয়-সূচী সমাপ্ত।

# ঐতরেয়োপনিষদ্

## শান্তিপাঠঃ

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমা-  
বিরাবীর্ম এধি । বেদস্ত ম আগী স্বঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ ।  
অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ৎসন্দধাম্যতং বদিষ্যামি । সত্যং বদিষ্যামি ।  
তন্মামবতু । তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

অর্থ শান্তিমন্ত্রার্থঃ । [ অগ্নিন্ উপনিষৎপাঠে প্রবৃক্তস্ত ] মে (মম) বাক্  
(বাগিজ্জিয়ং) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনোরুস্ত্যম্মগুণধেন অবস্থিতা) [ ভবতু ] ।  
তথা মে (মম) মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতং [ ভবতু ], (উপনিষৎপাঠে, তাৎপৰ্য্যবধারণে  
চ মম বাঙ্মেনসে পরস্পরান্নগ্রহতস্ত্রে ভবতাম্ ইতি ভাবঃ) ।

আবিঃ (স্বপ্রকাশম্ আত্ম-চৈতন্যম্) ; হে আবিঃ (চৈতন্যরূপিন্ আত্মনঃ)  
[ অং ] মে (মদর্থং) আবিঃ (আবিঃ—আবিভূতম্) এধি (ভব) । [ হে  
বাঙ্মেনসে ] [ যুবাম্ ] মে (মদর্থং) বেদস্ত আগী (আনয়ন-সমর্থং) স্বঃ  
(ভবতম্) । [ হে মনঃ, অং ], মে (মম) শ্রুতং (শ্রবণেন অবগতং গ্রন্থং  
তদর্থজাতঞ্চ) মা প্রহাসীঃ (ন পরিত্যজ—তন্মে বিশ্বতং মা ভূদিত্যর্থঃ) । অনেন  
অধীতেন (গ্রন্থেন তদর্থেন চ, অধ্যয়নেন বা) অহোরাত্রান্ (দিবারাত্রং)  
সন্দধামি (সংযোজয়ামি ; অধ্যয়নেনৈব দিবারাত্রম্ অতিবাহয়েয়ম্) । শ্রুতং  
(বাচিকং সত্যং) বদিষ্যামি ; সত্যং (মানসং সত্যং) বদিষ্যামি (পাঠকালৈ  
মনসা সত্যমর্থং সঙ্কল্প্য বাচাপি তথৈব অভিলপামি ইতি ভাবঃ) । তৎ (ময়া  
বক্ষ্যমাণং ব্রহ্ম) মাং (শিষ্যম্) অবতু (রক্ষতু, সমাধায়নবিয়ং বিনিহন্ত) ; তথা  
তৎ (ব্রহ্ম) বক্তারং (ব্যাখ্যাতারম্ আচার্য্যম্) অবতু (প্রবোধনশামর্থ্য-দানেন

পালয়তু)। [ পুনরপি কলপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়তে— ] যাম অবতু (মহাজ্ঞানবিলাসঃ নশ্বতু ইতি ভাবঃ); তথা বক্তারম্ (আচার্য্যামপি) অবতু (আচার্য্যাস্তাপি বিজ্ঞানসম্প্রদানতঃ পরিতোষঃ নশ্বতু)। [ 'অবতু বক্তারম্' ইতি পুনরুক্তিঃ অধ্যায়সমাপ্তার্থ্য ] ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। [ উপনিষৎপাঠকালে ] আমার বাগিত্ত্বিয় মনে অবস্থিত হউক, আমার মনও বাগিত্ত্বিয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক, অর্থাৎ আমার বাক্য ও মন পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হউক। হে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, তুমিও আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে বাক্য ও মনঃ, তোমরা আমার নিমিত্ত বেদ আনয়ন কর অর্থাৎ বেদগ্রহণ ও তাহার অর্থবোধে সমর্থ হও; আমার অধীত গ্রন্থ যেন আমি বিস্মৃত না হই; আমি যেন এই অধীত গ্রন্থের সহিত দিব্যরাত্রকে সংযোজিত করিতে পারি, অর্থাৎ দিব্যরাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি সত্য কথা বলিব; আমি সত্য চিন্তা করিব; আমি যে ব্রহ্মবিজ্ঞা অধ্যয়ন করিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্টকে) রক্ষা করুন; তিনি বক্তাকে—আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন।

[ এই শাস্তি-মন্ত্রটি এই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের শেষে পঠিত আছে; অধ্যায়শেষে পঠিত বাক্যের শেষাংশের দ্বিরুক্তি করিতে হয়; এইজন্য 'অবতু বক্তারম্' বাক্যটি দুইবার পঠিত হইয়াছে ॥ ]

---

# ঋগ্বেদাঙ্গাঙ্গার্যাকাণ্ডান্তর্গত-দ্বিতীয়ারণ্যকস্থা

## ঐতরেয়োপনিষদ্

### শাকরভাষ্য-সমেতা

( প্রথমোধ্যায়ে-প্রথমঃ খণ্ডঃ )

আশাস-ভাষ্যম্।—ওঁ নমঃ পরমায়নে ॥ পরিসমাপ্তং কৰ্ম স্হাপন-  
ব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন । সৈষা কৰ্মণো জ্ঞানসহিতস্ত পরা গতিরূপবিজ্ঞানদ্বারে-  
ণোপসংহৃতা । এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যম্ । এষ একো দেবঃ । এতশ্চৈষ প্রাণস্ত  
সর্কে দেবা বিভূতয়ঃ । এতস্ত প্রাণস্তাত্ত্ব্যভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতীত্বাক্তম্ ।  
সোহয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ ; এষ মোক্ষঃ । স চায়ং যথোক্তেন  
জ্ঞান-কৰ্মসমূচ্চরেন সাধনেন প্রাপ্তব্যঃ, নাৎ: পরমন্তীত্যেকো প্রতিপন্নঃ । তান্  
নিরাচিকীৰ্ত্তয়ন্তরং কেবলাজ্ঞানবিধানার্থম্ “আত্মা বা ইদম্” ইত্যাত্মাহ ॥১

কথং পুনরকৰ্মসম্বন্ধি কেবলাজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরো গ্রহ ইতি গম্যতে ?  
অত্মার্থানবগম্যাৎ । তথাচ পূর্বোক্তানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং সংসারিত্বং দর্শয়িত্বাতি  
অশনান্নাদিদোষবৎসন “তমশনারাপিপানাত্যামস্ববর্জং” ইত্যাদিনা । অশনান্না-  
দিমৎ সর্কং সংসার এব, পরস্ত তু ব্রহ্মণোহশনান্নাত্যত্যাশ্রতে: । ভবত্বেবং  
কেবলাজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্, ন ত্বত্রাকৰ্ম্যোবাধিক্রিয়তে ; বিশেষাশ্রবণাৎ ।  
অকস্মিণ আশ্রম্যন্তরশ্চেহাশ্রবণাৎ । কৰ্ম চ বৃহতীসহস্রলক্ষণং প্রস্তুত্যা অনন্তর-  
মেবাজ্ঞানং প্রাপ্তভ্যতে । তস্মাৎ কৰ্ম্যোবাধিক্রিয়তে ॥২

ন চ কৰ্ম্যাসম্বন্ধ্যাজ্ঞানং, পূর্ববদন্তে উপসংহার্যাৎ । যথা কৰ্মসম্বন্ধিনঃ  
পুরুষস্ত সূর্য্যাত্মনঃ স্বাবরজ্জন্মাদি সর্কপ্রাণ্যাজ্ঞানমুক্তং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ চ  
“সূর্য্য আত্মা” ইত্যাদিনা, তথৈব “এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্রঃ” ইত্যাদ্যশ্চক্রম্য সর্ক-  
প্রাণ্যাজ্ঞানম্ । “যচ্চ স্বাবরং, সর্কং তৎ প্রজ্ঞানেতম্” ইত্যুপংগহরিত্বাতি । তথাচ

সংহিতোপনিষদি “এতৎ হেব বহুব্চো মহত্বক্থে নীমাংসন্তে” ইত্যাদিনা  
কৰ্মসম্বন্ধিযুক্তা। “সৰ্কেষু ভূতেষেতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে” ইত্যুপসংহরতি। তথা  
তশ্চৈব “যোহয়মশরীঃ প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যুক্তম্ “যশাসাবাদিত্য একমেব তদ্বিতি  
বিভাৎ” ইত্যেকত্বমুক্তম্; ইহাপি “কোহয়মাত্মা” ইত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাত্মমেষ  
“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি দর্শয়িষ্যতি। তস্মান্নাকৰ্মসম্বন্ধ্যাঅজ্ঞানম্ ॥৩

পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ—“প্রাণো বা অহমস্মায়ে” ইত্যাদি ব্রাহ্মণেন  
“সূর্য্য আত্মা” ইতি চ মন্ত্ৰেণ নির্ধারিতস্তাত্মন “আত্মা বা ইদম্” ইত্যাদিব্রাহ্মণেন  
“কোহয়মাত্মা” ইতি প্রম্পূৰ্ণকং পুনর্নির্ধারণং পুনরুক্তমনর্থক্যমিতি চেৎ; ন,  
তশ্চৈব ধর্ম্মান্তরবিশেষনির্ধারণার্থত্বাৎ পুনরুক্ততাদোষঃ। কথম্? তশ্চৈব  
কৰ্মসম্বন্ধিনো জগৎসৃষ্টিস্থিতি-সংহারাদিধর্ম্মবিশেষনির্ধারণার্থত্বাৎ কেবলোপাত্ত্য-  
র্থত্বাৎ; অথবা, আত্মেত্যাধিঃ পরো গ্রহসন্দর্ভ আত্মনঃ কৰ্ম্মিণঃ কৰ্ম্মণোহন্ত্রত্ৰো-  
পাসনাপ্রাপ্তৌ কৰ্ম্মপ্রত্যাবে বিহিতত্বাৎ কেবলোহপ্যাত্মোপাত্ত ইত্যেবমর্থঃ।  
ভেদাভেদোপাত্তত্বাচ্চ “এক এবাত্মা” কৰ্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্; স এবাকৰ্ম্মকালে  
অভেদেনোপ্যুপাত্ত ইত্যেবমপুনরুক্ততা ॥৪

“বিজ্ঞানবিজ্ঞানং যত্তদ্বোধোভয়ং সহ। অবিজ্ঞান্য মৃত্যুং তীৰ্ণা বিজ্ঞান-  
মৃতমশ্রুতে” ইতি, “কুর্স্মেবেহ কৰ্ম্মাণি জিহ্বীবিষেচ্ছতং সমাঃ” ইতি চ  
বাজিনাম্। ন চ বর্ষশতাৎ পরম্ আয়ুৰ্জ্যোতিষাৎ যেন কৰ্ম্মপরিত্যাগেনাত্মান-  
মুপাসীত। দর্শিতঞ্চ “তাবন্তি পুরুষায়ুৰ্যোহিহাং সহস্রাণি ভবন্ত” ইতি। বর্ষ-  
শতকাযুঃ কৰ্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। দর্শিতশ্চ ব্রহ্মঃ “কুর্স্মেবেহ কৰ্ম্মাণি” ইত্যাদিঃ; তথা  
“যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” “যাবজ্জীবং দর্শপৌর্নমাসাত্যাং যজ্ঞেত”  
ইত্যাত্মাশ্চ; “তং যজ্ঞশাট্রেদহন্তি” ইতি চ। ঋগত্রয়শ্চেতশ্চ। তত্র হি পারি-  
ব্রাজ্যাধিশাস্ত্রং “বুধ্যমাণ ভিক্ষাচর্য্য চরন্তি” ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতিপরোহর্থবোধোহন-  
ধিক্তার্থো বা ॥৫

ন, পরমার্থাত্মবিজ্ঞানে ফলাদর্শনে ক্রিয়ানুপপত্তেঃ—যত্বেকং কৰ্ম্মিণ এষ  
চাত্মজ্ঞানং কৰ্ম্মসম্বন্ধি চেত্যাধি, তন্ন; পরং হ্যাপ্তকামং সৰ্ব্বসংসারদোষবর্জিতং  
ব্রহ্মাধমস্বীত্যাশ্রয়েন বিজ্ঞানে, কৃতেন কর্তব্যেন বা প্রয়োজনম্ আত্মানোহপশুতঃ  
ফলাদর্শনে ক্রিয়া নোপপত্তে। ফলাদর্শনেইপি নিযুক্তত্বাৎ করোতীতি চেৎ;  
ন; নিয়োগাবিব্রাহ্মণবর্ণনাৎ। ইষ্টযোগমনিষ্টবিয়োগং বাস্বদনঃ প্রয়োজনং পশুন্  
তদুপায়ার্ণী যো ভবতি, স নিয়োগস্ত বিবরো দৃষ্টৌ লোকে, ন তু তদ্বিপন্নীত-  
নিয়োগাবিব্রাহ্মণাত্মবর্ণনী। ব্রহ্মাত্মব্রহ্মণী সন্ চেদ্বিযুক্তোভ, নিয়োগাবিবরো-



হপি সন্ন কশ্চিৎ ন নিযুক্ত ইতি সর্বং কৰ্ম সৰ্বেণ সৰ্বদা কৰ্তব্যং প্রাপ্নোতি,  
তচ্চানিষ্টম্ ॥৬

ন চ স নিষোকুং শক্যতে কেনচিৎ ; আশ্রয়স্থাপি তৎপ্রভবত্বাৎ । ন হি  
স্ববিজ্ঞানোথেন বচসা স্বয়ং নিযুক্ত্যতে ; নাপি বহুবিৎ স্বাম্যবিবেকিনা ভূত্যেন  
আশ্রয়স্থ নিত্যে নতি স্বাতন্ত্র্যাৎ সৰ্বান্ প্রতি নিয়োক্তৃষ্যামর্থ্যমিতি চেৎ ;  
ন, উক্তদোষাৎ । তথাপি সৰ্বেণ সৰ্বদা সৰ্বমবিশিষ্টং কৰ্ম কৰ্তব্যমিত্যুক্তো  
দোষোহপরিহার্য্য এব । তদপি শাস্ত্রেণৈব বিধীয়ত ইতি চেৎ—যথা কৰ্মকৰ্তব্যতা  
শাস্ত্রেণ কৃত্য, তথা তদপ্যাত্মজ্ঞানং তন্ত্ৰৈব কৰ্মিণঃ শাস্ত্রেণ বিধীয়ত ইতি চেৎ ;  
ন ; বিরুদ্ধার্থবোধকত্বানুপপত্তেঃ । ন হে কস্মিন্ কৃতাকৃতসদৃশিত্বং তদ্বিপন্নীতত্বঞ্চ  
বোধয়িতুং শক্যম্, শীতোষ্ণত্বমিবায়েঃ ॥৭

ন চেষ্টবোগচিকীৰ্ষা আত্মনোহনিষ্টবিয়োগচিকীৰ্ষা চ শাস্ত্রকৃত্য, সৰ্বপ্রাণিনাং  
তদদর্শনাৎ । শাস্ত্রকৃতক্ষেৎ, তদ্বভয়ং গোপালাধীনাং ন দৃশ্যেত, অশাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ  
তেষাম্ । যদ্বি স্বতোহপ্রাপ্তং, তচ্ছাস্ত্রেণ বোধদ্বিতব্যম্ । তচ্চেৎ কৃত-কৰ্তব্যতা-  
বিমোধ্যাত্মজ্ঞানং শাস্ত্রেণ কৃতং, কথং তদ্বিরুদ্ধং কৰ্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়েৎ  
শীততামিবায়ে, তম ইব চ ভানৌ ? ন বোধয়তোবেতি চেৎ ; ন ; “স ম আশ্বেতি  
বিদ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি চোপসংহারাত্ । “তদাত্মানমেবাবেৎ তত্ত্বমসি”  
ইত্যেবমাবিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ । উৎপন্নশ্চ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্তাবাধ্যমানাত্মানুপন্নং  
ব্রাহ্মণং বেতি শক্যং বক্তুম্ ॥৮

ত্যাগেহপি প্রয়োজনাতাবশ্য তুলাত্বমিতি চেৎ ; “নাকুতেনেহ কশ্চন” ইতি  
স্বভূতেঃ—য আহৰ্ষিকিষা ব্রহ্ম ব্যুত্থানমেব কুর্য্যাৎ ইতি ; তেষামপোষ সমানো  
দোষঃ প্রয়োজনাতাব ইতি চেৎ ; ন, অক্ৰিয়ামাত্রবাদব্যুত্থানশ্চ । অবিত্তানিমিত্তো  
হি প্রয়োজনশ্চ ভাবঃ, ন বস্তুধর্মঃ, সৰ্বপ্রাণিনাং তদদর্শনাৎ ; প্রয়োজন-তুল্যত্বাৎ  
চ প্রার্থ্যমাণশ্চ বাজ্ঞনঃকাঠৈঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ ; “সোহকাময়ত জায়ামে ত্বাং”  
ইত্যাদিনা পুত্রবিত্তাদি পাঙ্কুললক্ষণং কাম্যমেবেতি উভে হেতে সাধ্য-সাধনলক্ষণে  
এষণে এবেতি বাজ্ঞসনেত্রিভাঙ্গণেহবধারণাৎ ॥৯

অবিত্তাকামবোধনিমিত্তায়া বাজ্ঞনঃকায়প্রবৃত্তেঃ পাঙ্কুললক্ষণায়া বিহৃষোহ-  
বিত্তাদিদোষাতাবাদনুপপত্তেঃ ক্রিয়াতাবমাত্রং ব্যুত্থানম্, ন তু যোগাদিবদনু-  
ষ্টেয়লক্ষণং ভাবাত্মকম্ । তচ্চ বিত্তাবৎপুরুষধর্ম ইতি ন প্রয়োজনমবেষ্টব্যম্ ; ন  
হি তমসি প্রবৃত্তশ্চ উদিত আলোকে যদগন্তপঙ্কটকটাক্রান্তনম্, তৎ কিং-  
প্রয়োজনমিতি প্রশ্নার্থম্ ॥১০

ব্যাখ্যানং তর্হ্যর্থপ্রাপ্ত্যায় চোদনার্হম্ ইতি । গার্হস্থ্যে চেৎ পরং ব্রহ্মবিজ্ঞানং  
জাতম্, তত্রৈবাস্তু অকুর্তত আসনং ন ততোহতত্ত্ব গমনমিতি চেৎ; ন,  
কামপ্রযুক্তত্বাদগার্হস্থ্যম্ । “এতাবান্ বৈ কামঃ” ইতি, “উভে হ্যেতে এষণে এব”  
ইত্যবধারণাৎ কামনিমিত্ত-পুত্রবিভাদিসম্বন্ধনিয়মাত্মবমাত্রম্; ন হি ততোহতত্ত্ব  
গমনং ব্যাখ্যানমুচ্যতে । অতো ন গার্হস্থ্য এবাকুর্তত আসনমুৎপন্নমিতি । এতেন  
শুকশ্রীষাতপসোরপ্যপ্রতিপত্তির্কিঙ্কঃ সিদ্ধা ॥১১

অত্র কেচিৎগৃহস্থা ভিক্ষাটিনাদিতয়াৎ পরিভবাক ত্রয়মানাঃ স্পষ্টদৃষ্টিতঃ  
দর্শয়ন্ত উত্তরমাহঃ—ভিক্ষোরপি ভিক্ষাটিনাদিনিয়মদর্শনাৎ বেহধারণমাত্রা-  
র্থিনো গৃহস্থ্যাপি সাধ্যসাধনৈবগোভয়বিনির্মুক্তস্য দেহমাত্রধারণার্থমশনা-  
চ্ছাদনমাত্রমুপজীবতো গৃহ এবাঙ্গাসনমিতি; ন স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিয়মস্ত  
কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্তরমেতৎ । স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহাভাবে চ শরীর-  
ধারণমাত্র প্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্থিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষভাবেহর্থাস্তিকৃত্যমেব ।  
শরীরধারণার্থায়াং ভিক্ষাটিনাদিষু প্রবৃত্তৌ যথা নিয়মো ভিক্ষাঃ শৌচার্থো চ,  
তথা গৃহিণোহপি বিদ্রবোহকামিনোহস্ত নিত্যকর্মস্ব নিয়মেন প্রবৃতির্থাংজ্জীবাদি-  
শ্রুতিনির্মুক্তত্বাৎ প্রত্যবাপরিহার্যমিতি । এতন্নিয়োগাবিষয়তেন বিদ্রবঃ,  
প্রত্যুক্তমশক্যানিবোধ্যতাক্কেতি ॥২

যাবজ্জীবাদিনিত্যচোদনার্থক্যমিতি চেৎ; ন, অবিদ্রববিষয়তেনার্থবত্বাৎ ।  
যতু ভিক্ষাঃ শরীরধারণমাত্রপ্রবৃত্তস্য প্রবৃত্তেন্নিয়তত্বম্, তৎ প্রবৃত্তেন্ন প্রযোজ্যকম্ ।  
আচমনপ্রবৃত্তস্য পিপাসাপগমবদ্যাত্তপ্রয়োজন্যার্থত্বমবগম্যতে । ন চাগ্নিহোতাদীনাং  
তদর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তি নিয়তত্বোপপত্তিঃ ॥৩

অর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোহপি প্রয়োজন্যভাবেহনুপপন্ন এবেতি চেৎ; ন ।  
তন্নিয়মস্ত পূর্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধতাস্তদতিক্রমে যত্তগোরবার্থপ্রাপ্তস্ত ব্যাখ্যানস্ত পুন-  
র্কচনাষিদ্ধো মুহুক্ষোঃ কর্তব্যত্বোপপত্তিঃ ॥৪

অবিদ্রবাপি মুহুক্ষুণা পারিত্রাজ্যং কর্তব্যমেব; তথা চ “শান্তো দাত্তঃ”  
ইত্যাদিবচনং প্রমাণম্; শমদমাদীনাঞ্চাত্মদর্শনসাধনানামত্যাশ্রমেহনুপপত্তেঃ ।  
“অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসজ্জুইম্” ইতি চ ধেতান্বতরে  
বিজ্ঞায়তে । “ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানসঃ” ইতি চ  
কৈবল্যশ্রুতিঃ । “জাত্বা নৈকর্য্যমাচরেৎ” ইতি শ্রুতঃ । “ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ” ইতি চ  
ব্রহ্মচর্যাদিবিভাসাধনানাঞ্চ সাকল্যোনাতিশ্রমিষুপপত্তের্গার্হস্থ্যসম্ভবাৎ ॥৫

ন চ অসম্পন্নং সাধনং কথংচিৎপদ্য সাধনারালম্ । বদ্বিজ্ঞানোপ-

যোগীনি চ গার্হস্থ্যশ্রমকর্মানি, তেবাং পরমফলমুপসংহৃতং দেবতাপ্যয়লক্ষণং  
সংসারবিষয়মেব। যদি কর্মিণ এব পরমাত্মবিজ্ঞানমভিয্যৎ, সংসারবিষয়শ্চৈব  
ফলশ্রোতাপসংহারো নোপাপংহৃত। অঙ্গকলং তদ্বিতি ৫৭; ন, তদ্বিরোধাত্মা-  
বস্ত্তবিষয়ত্বাভাববিজ্ঞানঃ। নিরাকৃতসর্বনামরূপকর্ম-পরমার্থাত্মবস্ত্ত-বিষয়-  
শাস্ত্রজ্ঞানমমৃতত্বসাধনম্।

গুণকলম্বন্ধে হি নিরাকৃতসর্ববিশেষাত্মবস্ত্ত-  
বিষয়ত্বং জ্ঞানশ্চ ন প্রাপ্নোতি; তচ্চানিষ্টম্, “যত্র ত্বম্ সর্বমাত্মৈবাত্মং” ইত্যধিকৃত্য  
ক্রিয়া-কারক-কলাধিসর্বব্যবহারনিরাকরণাদিহঃ; তদ্বিপরীতস্তাবিহঃ “যত্র  
হি দ্বৈতমিষ ভবতি” ইত্যুক্ত্য ক্রিয়াকারকফলরূপশ্চ সংসারশ্চ দর্শিতত্বাচ্চ  
বাঞ্ছনেন্নিব্রাহ্মণে। তথেষাপি দেবতাপ্যয়ং সংসারবিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদি-  
মদ্বস্ত্তাত্মকম্, তদুপসংহৃত্য কেবলং সর্বাত্মকবস্ত্তবিষয়ং জ্ঞানমমৃতত্বায়  
বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে। ১৬

ঋণপ্রতিবন্ধশ্চাবিহঃ এব মনুষ্য-পিতৃ-দেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিহঃ;  
“সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুন্ড্রৈণৈব” ইত্যাদিলোকত্রয়সাধননিয়মশ্রুতেঃ। বিহঃচ  
ঋণপ্রতিবন্ধাভাবো দর্শিত আত্মলোকার্থিনঃ “কিং প্রজ্ঞয়া করিষ্যামঃ” ইত্যা-  
দিনা। তথা “এতচ্চ স্ম বৈ তদ্বিবাংস আহবঃ কাবষেয়াঃ” ইত্যাদি,  
“এতচ্চ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসোহয়ংহোত্রং ন জুহবাঞ্চকুঃ” ইতি চ কোষী-  
তকিনাম্। ১৭

অবিহঃবস্ত্তহি ঋণানপাকরণে পারিত্রাজ্যামুপপত্তিরিতি ৫৭; ন, প্রাগ্-  
গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঋণিত্বাসম্ভবাৎ; অধিকারানারূঢ়োহপি ঋণী ৫৭ ত্যাং, সর্বশ্চ  
ঋণিত্বস্তিত্যনিষ্টং প্রসঙ্গেত। প্রতিপন্নগার্হস্থ্যশ্চাপি “গৃহাদনৌ ভৃত্বা প্রব্রজেৎ  
যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদা বনাদা” ইতি আত্মদর্শনোপায়-  
সাধনত্বেনৈশ্চ এষ পারিত্রাজ্যম্। যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিদ্বদমুখুঃবিষয়ে  
কৃতার্থতা। ছান্দোগ্যো চ কেবলিদ্ দ্বাদশরাত্রমগ্নিহোত্রং হত্বা তত উর্দ্ধং  
পরিত্যাগঃ শ্রয়তে। ১৮

যশ্বনধিকৃতানাং পারিত্রাজ্যমিতি; তন্ন, তেবাং পৃথগেব “উৎসন্নগ্নি-  
রনগ্নিকো বা” ইত্যাদিশ্রবণাৎ সর্বস্বত্বিষু চাবিশেষেণোশ্রমবিকল্পঃ প্রসিদ্ধঃ,  
সমুচ্চদ্রষ্ট। যত্নু বিহঃবোহর্থপ্রাপ্তং ব্যাখ্যানমিত্যশ্রাব্যার্থত্বে, গৃহে বনে বা  
তিষ্ঠতো ন বিশেষ ইতি; তদসৎ; ব্যাখ্যানশ্চৈবার্থপ্রাপ্তত্বান্নাত্মবাহনং  
শ্রাৎ। অন্তত্বাবস্থানশ্চ কামকর্মপ্রযুক্তত্বং হবোচাম; তদভাবমাত্রং  
ব্যাখ্যানমিতি চ। ১৯

যথাকামিত্ত্বং বিদ্বদেহিত্যন্তমপ্রাপ্তম্ অত্যন্তমূঢ়বিষয়ভেনাবগমাৎ। তথা শাস্ত্রবিহিতমপি কৰ্ম্মাশ্রবিদোহপ্রাপ্তং গুরুভারতয়াবগম্যতে; কিমুত্যা-  
তাস্ত্রাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্ত্বম্? ন হ্যাস্মাদতিমিরদৃষ্ট্যাপলক্যং বস্তু  
তদপগমেহপি তথৈব জ্ঞাৎ, উস্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তবাদেব তস্মা। তস্মা-  
দাশ্রবিদো ব্যাখ্যানব্যতিরেকেণ ন যথাকামিত্ত্বম্, ন চাত্ৰং কৰ্ত্তব্যমিত্যেতৎ  
সিদ্ধম্।২০

যত্ন “বিজ্ঞানবিজ্ঞানং যত্নদেদোভয়ং সহ” ইতি ন বিজ্ঞাবতো বিজ্ঞা  
সহাবিজ্ঞাপি বৰ্ত্তত ইত্যয়মর্থঃ; কন্তুহি একস্মিন পুরুষে এতে ন সহ  
সম্বোধ্যাতামিত্যর্থঃ; যথা শুক্তিকার্য্যং রজত-শুক্তিকাজ্ঞানে একম্ পুরুষম্।  
“দূষমেতে বিপরীতে বিষুচী অবিজ্ঞা যা চ বিজ্ঞেতি জ্ঞাতা” ইতি হি কাঠকে।  
তস্মান্ন বিজ্ঞায়ং সত্যামবিজ্ঞায়ঃ সম্ভবোহস্মি। “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব” ইত্যাদি-  
শ্রুতেঃ। তপাদি বিজ্ঞোৎপত্তিসাধনং গুরুপাসনাহি চ কৰ্ম্মবিজ্ঞাত্মকত্বাদ-  
বিজ্ঞোচ্যতে; তেন বিজ্ঞায়ংপাণ্ড মুত্যাং কামমতিভয়তি। ততো নিকাম-  
স্ত্যাকৈষণো ব্রহ্মবিজ্ঞানমুত্তমশ্রুত ইত্যেতমর্থঃ দর্শয়মাহ—“অবিজ্ঞান মৃত্যুস্তীৰ্ণ  
বিজ্ঞানমুত্তমশ্রুত”।২১

বস্তু পুরুষায়ুঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্ “কুর্ক্সেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজ্ঞীষিষেচ্ছতং  
সমাঃ” ইতি, তদ্বিষয়বিষয়ভেন পরিহৃতম্, ইত্যয়ংসম্ভবাৎ। যত্ন বক্ষ্যমাণ-  
মপি পূৰ্ব্বোক্ত-তুল্যাৎ কৰ্ম্মণ্য অধিক্রমাশ্রয়ানমিতি, তৎ সবিশেষ-নির্দিষ্টেষাশ্র-  
বিষয়তয়া প্রত্যুক্তম্; উত্তরত্র ব্যাখ্যানে চ দর্শয়িত্বামঃ। অতঃ কেবলনিগ্রহ-  
ব্রহ্মাত্মকত্ববিজ্ঞাপ্রবৰ্ণনামর্থমুত্তরো গ্রহ আয়ভ্যতে—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—ও উচ্চারণ পূৰ্ব্বক পরমাত্মাকে প্রণাম করিতেছি।  
অপর-ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রয়োজন  
শেষ হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের যাহা পরম গতি বা সর্বোৎকৃষ্ট  
ফল, তাহাও উক্ত-বিজ্ঞানের নিরূপণপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই ‘সত্য’  
ব্রহ্ম, যাহার নাম প্রাণ। ইনিই (প্রাণই) শ্রেষ্ঠ দেবতা। অপর দেবতাগণ এই  
দেবতারই বিভূতি বা মহিমাস্বরূপ। যে লোক এই প্রাণাত্ম্য ভাব লাভ করেন,  
তিনিই দেবতাকে প্রাপ্ত হন (প্রাণস্বরূপ হন), এই সমুদয় কথা সেখানে উক্ত  
হইয়াছে। এই যে, প্রাণ-দেবতাতে বিলয় বা একীভাবপ্রাপ্তি, ইহাই জীবনের  
পরম পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষ। উল্লিখিত এই মোক্ষ ফলটি এক সঙ্গে অসম্ভব  
জ্ঞান ও কৰ্ম্মরূপ সাধন দ্বারা পাইতে হইবে; ইহার অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু

নাই; যাহারা এই প্রকার বিকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদিগের ভ্রম দূর করার জন্য অতঃপর কৰ্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান-বিধানের জন্য ‘আত্মা বা ইদম্’ ইত্যাদি পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ করা হইতেছে— ১১

ভাল, পরবর্তী গ্রন্থ যে কৰ্ম্মসম্পর্কশূন্য কেবলই আত্মজ্ঞানের বিধানার্থ আরম্ভ করা হইতেছে, তাহা জানা যায় কিরূপে? [ উত্তর— ] যেহেতু উহার অত্র প্রকার অর্থ বা উদ্দেশ্য জানা যায় না; বিশেষতঃ “তন্ম অশনায়্যাপিপাসাত্যাম্ অববার্জ্যং” ইত্যাদি বাক্যে অশনায়্যা (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পূর্বোক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণের সংসারিত্ব ফলও প্রদর্শন করিবেন। ‘পরব্রহ্ম ক্ষুধা-পিপাসার অতীত’ এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাদি ধর্ম্ম বা গুণসমূহ সংসারেরই অন্তর্গত। ভাল, কৰ্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান মোক্ষ-সাধন হয় হউক, তথাপি একমাত্র কৰ্ম্মত্যাগী লোকই যে ইহাতে অধিকারী হইবে, একথা ত বলা যাইতে পারে না; যেহেতু এ বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি নাই; অর্থাৎ কৰ্ম্মহীন অপর আশ্রমীর সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা ত এখানে নাই। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণেও ‘বৃহতীসংহত্ৰ’ নামক কৰ্ম্মের অবতারণা করিয়া, তাহার ঠিক পরেই আত্মজ্ঞানের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কৰ্ম্মী পুরুষই এই আত্ম-বিজ্ঞান অধিকারী (কৰ্ম্মত্যাগী নহে)। ১২

আর কৰ্ম্মের সহিত যে আত্মজ্ঞানের একেবারেই সম্বন্ধ নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, পূর্বের ত্রায় এখানেও কৰ্ম্মকাণ্ডের শেষেই [ আত্মজ্ঞানের ] উপসংহার করা হইয়াছে; [ আত্মজ্ঞানের সহিত কৰ্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলে, এরূপ উপসংহার করা সম্ভব হইত না ]। পূর্বে যেমন, সূর্য্যাত্মভাবাপন্ন (সূর্য্যের স্বরূপপ্রাপ্ত) কৰ্ম্মী পুরুষকে স্থাবরজঙ্গমাগ্নিক সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে “সূর্য্য আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেই প্রকারই ‘ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র’ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপক্রমের পর [ উপাসককে ] সর্বপ্রাণীর আত্মভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং পরেও, ‘যাহা স্থাবর পদার্থ, তাহা প্রজ্ঞানেন্দ্র, অর্থাৎ প্রজ্ঞা-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকর্তৃক পরিচালিত’ এই বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইবে। এইরূপ ঐতরেয় সংহিতার অন্তর্গত উপনিষদেও ‘ঋগ্বেদী পণ্ডিতগণ ইহাকেই মহা-উক্ণে সিদ্ধাস্ত করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মার কৰ্ম্মসম্বন্ধিতা প্রতি-পাদন করিয়া, পরে আবার, ‘ইহাকেই সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থিত

ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন' এইরূপে বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন। এই প্রকার 'এই যে শরীরসংস্কৃতি প্রজ্ঞাত্মা'—এই বাক্যে [পূর্বে যাহার কথা উক্ত হইয়াছে], তাহারই উপক্রম বা উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ 'এবং ঐ যে আদিত্য, উভয়কেই এক বলিয়া জানিবে' এই বাক্যে উভয়ের একত্ব বা অভিন্নভাব বলা হইয়াছে। পূর্বের শ্রাব্য এখানেও 'এই আত্মা বস্তুটি কি?'—এইরূপে প্রশ্ন করিয়া 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ' বলিয়া আত্মারই প্রজ্ঞাত্বাভাব প্রদর্শন করিবেন। অতএব এই আত্মবিজ্ঞা কখনই কৰ্ম্মসংস্কৃতি হইতে পারে না।

যদি বল, আত্মবিজ্ঞা কৰ্ম্মসংস্কৃতি হইলে, তাহা ত পূর্বেই কথিত হইয়াছে; [এখানে তাহার] পুনরুক্তি করা নিরর্থক হইয়া পড়ে? অভিপ্রায় এই যে, 'প্রাণস্বরূপে আমি স্পর্শ করিয়াছি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে, এবং 'সূর্য্যই [স্বাবর-জগতের] আত্মা' ইত্যাদি মন্ত্রে, যে আত্মা নির্দ্বারিত হইয়াছে, এখানে আবার "আত্মা বৈ ইদম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যে যদি "কোহমম্ আত্মা" ইত্যাদি প্রশ্নপূর্ব্বক আবার সেই আত্মারই স্বরূপ নির্দ্বারিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটিত; কিন্তু এখানে লোক পুনরুক্তির কোনও প্রয়োজনই নাই। উত্তর এই যে—না, তাহা বৃথা পুনরুক্তি নহে; কেন না, পূর্বে যে আত্মার সংস্কৃতি কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহারই বিশেষ ধর্ম্মগুলির নির্দ্বারিতার্থ পুনরুক্তি করা হইয়াছে; সুতরাং এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। কি প্রকার? পূর্ব্বোক্ত কৰ্ম্মসংস্কৃতি আত্মারই যে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি আরও ধর্ম্ম আছে, সে সমুদায় স্থির করিবার জন্ত কিংবা কেবলই আত্মোপাসনার নিরূপণের জন্ত প্রকরণ আরম্ভ হওয়ার এখানে পুনরুক্তি দোষের হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখন কৰ্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট, তখন কৰ্ম্মসংস্কৃতি ভিন্ন অর্থাৎ কৰ্ম্মাধীনরূপে বিহিত উপাসনা ভিন্ন আত্মার উপাসনাই সম্ভবপর হইতে পারে না; এমনত অবস্থায়, কৰ্ম্মপ্রস্তাবে বিহিত নয় বলিয়া কৰ্ম্মসংস্কৃতি-রূপেও যে আত্মার উপাসনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায় জানাইবার জন্তই 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে বলিতে পারা যায় (১)। বিশেষতঃ ভেদাভেদরূপে উপাস্ত বলিয়াও উল্লিখিত দোষ ঘটিতে পারে না,

(১) তাৎপর্য—এখানে উপাসনার এই প্রকার দুইটি বিভাগ বৃত্তি হইবে, এক শুদ্ধোপাসনা, অপর কৰ্ম্মাধীন উপাসনা। যেখানে সাক্ষাৎ সংস্কৃতি কেবল আত্মার উপাসনা, তাহা শুদ্ধোপাসনা, আর বাগাদি কৰ্ম্মের অঙ্গরূপে যে উপাসনা, তাহা কৰ্ম্মাধীন উপাসনা।

—একই আত্মা কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ভেদদৃষ্টির বিষয় হয়, অর্থাৎ ভিন্নভাবে আত্মাধনীয় হয়, আবার সেই আত্মাই অকর্ম্মের সময়ে অভিন্নভাবেও (‘অহং’ রূপেও) উপাত্ত হইয়া থাকে; এই ভাবে পুনরুক্তি হইতেছে না।

[ অতঃপর কর্ম্মত্যাগপক্ষে প্রতিবিবোধ প্রদর্শন করিতেছেন— ] বাজসনেয়ি উপনিষদে কথিত আছে—‘যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কে একসঙ্গে অবগত হন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন, এবং অবশেষে বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন।’ ‘ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে।’ একশত বৎসরের অধিক ত আয়ু হইতে পারে না, যে, শত বৎসর কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া আত্মার উপাসনা করিবে। অতএব প্রদর্শিতও হইয়াছে যে, ‘পুরুষের আয়ুষ্কালের দিবস সংখ্যা তত সহস্র অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার (৩৬০০০) হইয়া থাকে’ (২)। সেই একশত বৎসর আয়ুর সময় ত কর্ম্ম দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিল। একশত বৎসর যে কর্ম্ম করিতেই হইবে, সে বিষয়ে ‘কুর্স্নেবেহ কর্ম্মাণি’ ইত্যাদি মন্তব্যাকা, এবং ‘যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে’ ‘যাবজ্জীবন দর্শপোর্ণমাশ যাগ করিবে’ ইত্যাদি

‘কর্ম্মাঙ্গ’ উপাসনা আবার দুইপ্রকার; এক কর্ম্মাঙ্গ বস্তুর অবয়বে উপাসনা, যেমন—অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বে ‘উষা’ প্রভৃতি কাল-চিন্তা। দ্বিতীয়—কর্ম্মোপযোগী স্তবস্তোত্রাদিতে বিভিন্নপ্রকার চিন্তা; যেমন—হালোগোপনিষদে বিহিত ‘উদ্ধ’ ও উদ্গীধাদি চিন্তা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মা যখন কর্ম্মসংস্পৃষ্ট, তখন কোনরূপ শান্ত্রিবিহিত কর্ম্মের সহযোগেই তাহার উপাসনা হইতে পারে, কর্ম্মসম্পর্ক ছাড়া কেবল আত্মার উপাসনা কখনই হইতে পারে না। ‘আত্মা বৈ’ ইত্যাদি বাক্য সেই আশঙ্কানিবারণপূর্ব্বক বলিয়া দিতেছে যে, কর্ম্মপ্রকরণ শেষ করিয়া বস্তুত্বভাবে যখন এখানে আত্মোপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ছাড়াও কেবল আত্মার উপাসনা করিতে পারা যায়, এবং এখানে তাহাই কর্তব্য।

(২) তাৎপর্য—এই ঐতরের ব্রাহ্মণের মধ্যেই ‘বৃহতীসহস্র’ নামক একটি শব্দের (স্তোত্রের) উল্লেখ আছে। তাহার অক্ষর-সংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, “তাবন্তি পুরুষায়ুষ্মোহস্রাং সহস্রাণি” অর্থাৎ উক্ত বৃহতীসহস্রস্তোত্রের অক্ষর-সংখ্যা যেমন ছয়ত্রিশ হাজার; মনুষ্যের আয়ুর দিন-সংখ্যাও সেই পরিমাণ অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া তাহার তিনশত ষাটদিনে যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে ‘সাবন’ বৎসর বলে। এই সাবন বৎসর ধরিয়াই আয়ুর্গণনা করা হইয়া থাকে। মনুষ্যের আয়ু একশত বৎসর হইলেই তাহার দিনসংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার হইতে পারে, কিন্তু কমবেশী হইলে তাহা হইতে পারে না। মনুষ্যের যে একশত বৎসর আয়ু, ইহা সাধারণ নিয়মমাত্র।

বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও আছে—‘সেই পুরুষকে যজ্ঞপাত্রের সহিত দৃঢ় করিবে’ ইত্যাদি। তিনপ্রকার ঋণবোধক শ্রুতিও এপক্ষে অপর প্রমাণ (৩)। তবে যে সন্ন্যাসবিধায়ক ‘এষণাত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অনন্তর ভিক্ষার্চ্যা আচরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে’, ইত্যাদি শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপ্রকাশক স্তুতিমাত্র; অথবা তাহাদের কর্মাহুষ্ঠানের অধিকার নাই—অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, শাস্ত্র তাহাদের জন্তই সন্ন্যাস বিধান করিতেছে, কিন্তু কর্মক্ষমদিগের সন্ন্যাস বিধানের জন্ত নহে।

[অতঃপর ভাষ্যকার নিজের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে,] না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, কোন ফলই তাহার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না; সুতরাং সেজ্ঞাত ক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে বলিয়াছ, আত্মজ্ঞান কর্মীর পক্ষেই বিহিত এবং কর্মের সহিত সংসৃষ্টও বটে ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, ‘আমি হইতেছি—আপ্তকাম সংসারের সর্ববিধ দোষবর্জিত ব্রহ্মস্বরূপ,’ এই প্রকার আত্মজ্ঞান জন্মিলে পর, সে ব্যক্তি কৃত বা কর্তব্য কর্ম দ্বারা আপনায় লভ্য কোনও ফল দেখিতে পায় না। যে লোক ক্রিয়াতে কোনপ্রকার ফল দর্শন করে না, তাহার পক্ষে ক্রিয়াহুষ্ঠান সম্ভবপরই হয় না। যদি বল, ফল দর্শন না থাকিলেও শাস্ত্র যখন তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কেন না, সে যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে আত্মা ত কখনও নিয়োগের বিষয়ীভূত নহে অর্থাৎ সে আত্মাকে কখনও কোন কর্মে নিযুক্ত করা যায় না। যে লোক ইষ্টলাভ ও অনিষ্টের অভাব দর্শন করে, সেই লোকই তাহার উপযুক্ত উপায়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, এবং সেই প্রকার লোককেই জগতে নিয়োগের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তদ্বিপরীত—নিয়োগের অবিসয়ীভূত ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষকে নিয়োগের বিষয় হইতে কখনও দেখা যায়

(৩) তাৎপৰ্য্য—শ্রুতি বলিয়াছেন—“সারমানো বৈ ব্রাহ্মণ্যিত্তিৰ্গণা জায়েত।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়ই তিনটি ঋণ (দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ) লইয়া জন্মধারণ করেন ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—“যপানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো যোকে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য যোকে তু দেবমানো ব্রহ্মত্যাঃ।” অর্থাৎ দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ, এই তিন প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া মুক্তিপথে মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু ঋণ শোধ না করিয়া যোক্ষপথে মন দিলে সে অযোগ্যমী হয়।



না। পক্ষান্তরে, নিয়োগের অযোগ্যকেও যদি নিযুক্ত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ত নিয়োগের অবিষয় (অযোগ্য) অর্থাৎ অনিযোজ্য হইলেও, কোন ব্যক্তিকেই ‘অনিযুক্ত’ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না; সুতরাং সকলকেই নিযুক্ত মনে করিতে হয়। তাহার ফলে সকলের পক্ষেই সর্বদা সকল কর্ম অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে; তাহা ত কাহারও অভিলষিত নহে। ৬

বিশেষতঃ সেরূপ আত্মাকে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেও পারে না; কেন না, নিয়োগকর্তা স্বয়ং বেদও তাহা হইতেই (চিদ্ৰূপ আত্মা হইতেই) সমুৎপন্ন; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ বেদবাক্য কখনই আত্মাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। বিবেক-বিচারবিহীন ভৃত্য কখনই বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রভুকে আদেশ করিতে পারে না। যদি বল, বেদ যখন নিত্য (কাহারও দ্বারা রচিত নহে), তখন সকলের উপরই তাহার স্বাতন্ত্র্য (প্রভুত্ব) থাকিতে পারে? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ পক্ষে, যে দোষ ঘটে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে,—তাহা হইলেও, বিহিত কর্ম্মশাস্ত্রই যে একই ভাবে সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে, পূর্বে যে এই দোষ উক্ত হইয়াছে, সে দোষের ত নিশ্চয়ই পরিহার হইল না (তাহা রহিয়াই গেল)। যদি বল, ঐরূপ অসম্বদ ব্যবস্থা ত শাস্ত্র দ্বারা বিহিত, অর্থাৎ শাস্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, তেমনই কর্ম্মী পুরুষের জ্ঞাত আত্মজ্ঞানেরও বিধান করিয়াছেন; [সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দোষক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।] না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্র কখনই বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতে পারে না; কেন না, একই পুরুষের পক্ষে কৃতাকৃত-সম্বন্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানযোগ এবং তাহার বিপরীতভাব কখনই উপদেশ হইতে পারে না,—যেমন অগ্নির শীতোষ্ণভাবের উপদেশ। ৭

বিশেষতঃ আত্মার যে অভীষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টত্যাগের ইচ্ছা হয়, তাহা শাস্ত্রদ্বারা সৃষ্ট নহে; [উহা স্বাভাবিক]; যেহেতু উহা সর্বপ্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট ত্যাগের ইচ্ছা যদি শাস্ত্রজনিতই হইত, তাহা হইলে [শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য] গোপালকদিগের সম্বন্ধে উহা কখনই দৃষ্ট হইত না; কারণ, তাহার ত শাস্ত্রজ্ঞ নহে। [প্রকৃত কথা এই যে,] যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত নয়, (উপদেশ-সাপেক্ষ), শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়া দিবে। অতএব শাস্ত্র যদি কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার বিরোধী আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রই আবার তাহার বিরোধী—অগ্নিতে শীতলতা ও সূর্য্যে অন্ধকারের সম্ভাব্য প্রতিপাদনের হ্রাস কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন (যুক্তিদ্বারা বুঝান)

করিবে কি প্রকারে? যদি বল, শাস্ত্র নিশ্চয়ই যে ঐরূপ বিরুদ্ধভাব প্রতিপাদন করিতেছে, না, তাহা নহে; কারণ, উপসংহার স্থলে কথিত—‘ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ’, ‘তাহাই আমার আত্মা, এইরূপে জানিবে’ ইত্যাদি। ‘সেই আত্মাকেই জানিবে’, ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, এই জাতীয় বৈদ্যবাক্য সমূহের ঐরূপ অর্থেই তাৎপর্য। বিশেষতঃ একবার উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যখন অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন ঐরূপ জ্ঞান যে উৎপন্ন হয় না, অথবা ভ্রমাত্মক, তাহাও বলিতে পারা যায় না। ৮

যদি বল, [ আত্মজ্ঞের প্রয়োজন নাই বলিয়া ব্রহ্ম কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির অসম্ভব, তজ্জন ] কৰ্ম্মত্যাগেও ত তাহার কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং অপ্রবৃত্তির কারণ উভয় পক্ষেই সমান। কারণ, স্মৃতিতে ( ভগবদ্গীতার উক্ত ) আছে—‘কৰ্ম্মত্যাগেও জ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নাই’। অতএব বাহ্যিক বলেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্যুত্থানই ( কৰ্ম্মত্যাগ ) করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষেও প্রয়োজনান্ধারূপ দোষ সন্ধানই রহিয়াছে; না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, ‘ব্যুত্থান’ কথার অর্থ—অক্রিয়া—ক্রিয়ানিবৃত্তিমাাত্র ( কিন্তু কোন প্রকার অসুষ্ঠান নহে )। তাহার পর, প্রয়োজনের যে সন্দেহবোধ অর্থাৎ প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ, তাহাও অবিচারই যল, উহা কখনই বস্তুধর্ম বা বস্তুস্বভাব নহে; কারণ, প্রত্যেক প্রাণীতেই প্রয়োজনবুদ্ধি দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রয়োজনের প্রলোভনে প্রলুপ্ত লোকেরই কারিক বাচিক ও মানসিক কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখা যায়। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে—‘সেই আদি পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার জয় হউক’ ইত্যাদি বাক্যে দ্বিগ্ন হইয়াছে যে, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি পাণ্ডুর (১) কৰ্ম্মগুলি নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষ্য কৰ্ম্ম। এষণা বা কামনা কেবল দুইপ্রকার; এক সাধ্য—ফলবিষয়ক, অপর সাধন-বিষয়ক ইত্যাদি। ৯

আত্মজ পুরুষের অবিচারি বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অবিচার ও কাশাদিবোধ হইতে উৎপন্ন পাণ্ডুর বর্ম্ম—বাক্ মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তি, কখনই

(১) তাৎপর্য—‘বাজসনেয়ি’ শব্দে এখানে ‘বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ও যজুর্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বৃক্ষিতে হইবে। তাহাতে ‘পাণ্ডুর’ কথার বিবরণ রহিয়াছে। পাঁচটি বিষয়ের বোগ থাকায় কাম্য ‘বিষয়কে’ পাণ্ডুর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই পাঁচটি বিষয় এই—(১) জ্ঞান, (২) পুত্র, (৩) দৈববিত্ত, (৪) মামুস্বিত্ত ও (৫) বর্ম্ম, এই পাঁচটির সহিত বাহ্যের সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই নাম পাণ্ডুর। এইরূপে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই ‘পাণ্ডুর’ মধ্যে পরিগণিত।

তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সেই কারণেই ‘ব্যুত্থান’ কথার অর্থ—গুরু ক্রিয়ায় অভাবমাত্র, কিন্তু বজ্র ইত্যাদির দ্বারা অন্তর্ধানযোগ্য কোনও ভাব পদার্থ (বস্তু) নহে। উক্ত ক্রিয়ায় অভাবস্বরূপ ব্যুত্থান হইতেছে বিদ্বান্ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম; অতএব তাহার অত্র অত্র কোনরূপ প্রয়োজনের অন্বেষণ করা আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে গমনকারী ব্যক্তির আলোক লাভ হইলে যে গর্ত, পক্ষ ও কণ্টকাदिতে পতন হয় না, তাহাতেও কি ‘কেন পতন হয় না’ এই প্রশ্ন উঠিতে পারে? ১০

ভাল কথা, ব্যুত্থান যদি স্বাভাবিক ধর্মই হয়, তাহা হইলে, সে বিষয়ে ত বিধিও আবশ্যক হয় না; অথচ ব্যুত্থানবিষয়ে যদি কোন বিধিই না থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমেই বাহার ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার গৃহস্থাশ্রমেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করা উচিত, অত্ৰ (সন্ন্যাসে) বাইবার প্রয়োজন কি? একথা যদি বল, তদন্তরে বলিতেছি যে, না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা হইতেছে কাম্য (কামনার অধীন), অর্থাৎ বাহার দ্বয়ে কামনা আছে, গার্হস্থ্যাশ্রম তাহারই অত্র, নিকামের অত্র নহে। ‘এই পর্য্যন্ত কামনার বিষয়’ ‘কেবল এই দুই প্রকারই এষণা’ এইরূপ স্থিরনিশ্চয় থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কামনাহেতু যে পুত্র-বিস্তাদির সম্বন্ধ (আমার পুত্র, আমার বিত্ত ইত্যাকার বোধ), তাহার অভাবই ‘ব্যুত্থান’; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া অত্ৰ গমনকে ‘ব্যুত্থান’ বলা হয় নাই। অতএব বাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করাই সম্ভব হয় না। একথা দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে যে গুরুশ্রদ্ধা ও তপস্যার অনুপপত্তি (অর্থাৎ প্রয়োজন নাই), তাহাও বলা হইল। ১১

এ বিষয়ে কোন কোন গৃহস্থ, সন্ন্যাসে ভিক্ষার্চ্যাদি-ক্লেশের ভয়ে এবং পরকৃত অবজ্ঞাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, আপনাদের স্মৃষ্ণদর্শিতা (বিচারনৈপুণ্য) প্রদর্শন করত উত্তরে বলিয়া থাকেন যে,—সন্ন্যাসীর যখন দেহধারণের অত্র ভিক্ষার্চ্যাদির (ভিক্ষা করা ইত্যাদির) নিয়ম প্রতিপালন দেখা যায়, তখন কেবল দেহধারণমাত্র বাহার প্রয়োজন, সেরূপ গৃহস্থেরও সাধ্য-সাধনাত্মক ‘এষণা’ (চেষ্টা) পরিত্যাগপূর্বক কেবল দেহরক্ষার নিমিত্ত ভোজন ও আচ্ছাদনমাত্র অবলম্বন করিয়া গৃহেই অবস্থান করা উচিত; গৃহত্যাগ করিয়া অত্ৰ গমনের কোন প্রয়োজন নাই। না, তাহা সঙ্গত হয় না; কেননা, এ কথার উত্তরে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নিজের গৃহবিশেষে যে বাস

করা, তাহাও কামনারই ফল; স্মৃত্যায় তাহার পক্ষে নিষেধ গৃহে বাস করা সম্ভবই হইতে পারে না। আর নিষেধ বলিয়া কোন গৃহবিশেষে বাস না করিয়া যদি কেবলই দেহধারণের উদ্দেশ্যে ভোজন ও আচ্ছাদনের আবশ্যক করে, এবং ‘আমার’ বলিয়া কোন বিষয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে ত ফলতঃ তাহার ভিক্ষুকত্বই সিদ্ধ হইল। ভিক্ষুর যেরূপ শরীর রক্ষার জন্য ভিক্ষা করা ইত্যাদি কার্য্যে ও শুচিতার নিয়ম পরিপালনের আবশ্যকতা আছে, নিকাম বিদ্বান্ গৃহীরও সেইরূপ ‘স্বাভিজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতির বিধান বলে, প্রত্যযার-পরিহারের (পাপ বর্জনের) নিমিত্ত সঙ্ঘাতবন্দনাদি নিত্যকর্মে নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু জানী পুরুষ এই প্রকার নিয়োগবিধির বিষয় অর্থাৎ পাত্র নয় বলিয়াই ক্রিয়াতে নিয়োজ্য হইতে পারেন না; স্মৃত্যায় তাহার পক্ষে উহা নিষিদ্ধই হইতেছে। ১২

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত জীবনব্যাপী নিত্যানুষ্ঠানবোধক বাক্যসমূহ নিমর্থক হইয়া পড়ে না—নিমর্থক হয় না; কারণ, বিবেকজ্ঞানবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধেই সেই সমস্ত বিধির সার্থকতা রহিয়াছে। ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) যে কেবল শরীর রক্ষার জন্য প্রবৃত্তির (ভিক্ষার্থ্যাদির) নিয়ম, তাহাও তাহার প্রবৃত্তির (কর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রযোজক (কারণ) নহে। জল দ্বারা আচমন করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভিক্ষুর নিয়ম-প্রতিপালনও ঠিক সেইরূপ; ইহার অর্থ কোনও প্রয়োজন বুঝা যায় না। স্বাভিজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও, আচমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পিপাসা-শান্তির তায় প্রবৃত্তির নিয়মকে অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ ফলদ্বারা স্বীকৃত বলিলেও সঙ্গত হইতে পারে। ১৩

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রয়োজন না থাকিলে কেবল অর্থপ্রাপ্ত (ফলস্বরূপে লব্ধ) প্রবৃত্তির নিয়মও নিশ্চয়ই বুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ সেরূপ নিয়ম পালনে যে তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার পূর্বাভ্যাসনিক, অর্থাৎ সাধকদ্বারা তাঁহাকে ঐ সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনে এতই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল যে, এখন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা আর্পনা হইতেই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বাভ্যাস নিয়মগুলি পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় চেষ্টা করিতে হয়; তৃতীয়তঃ বিনা উপদেশেই ব্যুত্থানের (সমাধিভঙ্গের) প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যুত্থানের জন্য পুনরুপদেশ করা হইয়াছে। এই সমুদয় কারণেই জানী বুদ্ধ (বুক্তিকামী) ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা (বুক্তিবৃত্ত) হইতেছে। ১৪

বিশেষতঃ যাহার স্বরূপে মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে, বিদ্বান্ না হইলেও যে তাহাকে অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, এবিষয়ে ‘শাস্ত্র (শমগুণান্বিত) ও বাস্ত (সমগুণান্বিত) হইয়া—’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। আত্মদর্শনের উপায়স্বরূপ শমাদি গুণ লাভ করা অথ আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও হয় না। তাহার পর ‘পরম পবিত্র এবং ঋষিসমূহকর্তৃক সেবিত আত্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (যাহারা ব্রহ্মচর্যাदि তিনটি আশ্রম অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে) বলিয়াছিলেন’, উক্ত ‘স্বৈতাশ্রমতর’ উপনিষদেও এই তত্ত্বই জানা যাইতেছে। কৈবল্যোপনিষদেও বলিতেছেন—‘কোন কোন ঋষি—কর্ম দ্বারা নহে, প্রজ্ঞা দ্বারা নহে, ধন দ্বারা নহে, একমাত্র সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) উপভোগ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। শ্রুতিশাস্ত্রেও রহিয়াছে—‘জ্ঞানোদয়ের পর নৈষ্কর্ম্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে’ ইত্যাদি, এবং ‘ব্রহ্মাশ্রমপদে (সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিবে’ ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্যা প্রভৃতি যে সমুদয় বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায় বিদ্যমান আছে, একমাত্র অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসীতেই সেগুলির সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ হইতে পারে; পক্ষান্তরে গার্হস্থ্যাশ্রমে সেগুলির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানও হইতে পারে না। ১৫

আর সাধনা অর্পণ থাকিলে, তাহা কোন প্রয়োজন সাধনেই সমর্থ হয় না বিশেষতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমে করণীয় যে সমস্ত কর্ম বিজ্ঞান-সাধনরূপে বিহিত, উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, সে সমুদয় কর্মেরও শেষ ফল হইতেছে—দেবতাতে লয় প্রাপ্তি; সূত্রাং উহাও সংসারেরই অন্তর্গত। যদি কেবল কর্ম্মীর পক্ষেই পরমাত্মবিজ্ঞান বিহিত হইত, তাহা হইলে কখনই সংসারান্তর্গত ফলের উপসংহার করা সম্ভব হইত না। যদি বল, উহা (দেবতালয়) অক্ষফল মাত্র অর্থাৎ দেবতাতে যে লয়প্রাপ্তির কথা আছে, তাহা কর্ম্মের মুখ্য ফল নহে, গোণ ফল মাত্র। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল হইতেছে উহার বিরোধী আত্মবস্তু; [সূত্রাং উহাদের মধ্যে গোণ-মুখ্যভাব হইতেই পারে না]। যাহার সঙ্ক্ষে সর্বপ্রকার নাম, রূপ ও কর্ম্মসম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই পরমার্থ সত্য আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানই মুক্তিসাধন। বিশেষতঃ অক্ষফলের সঙ্ক্ষে কল্পনা করিলে, নির্বিশেষ আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের সম্ভবই হইতে পারে না; তাহাও ত তোমার অভীষ্ট নহে। কারণ, ‘যে সময় এই মুমুক্শুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর সঙ্ক্ষে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই নিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং তাহার

বিপরীত অবস্থানের সম্বন্ধে আবার 'যে অবস্থায় যেন দৈতের স্থায় হয়' ইত্যাদি বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে, সাংসারিক ক্রিয়াকারকাদি সমস্ত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেও ঠিক সেই প্রকারই বৃত্তিতে হইবে যে, প্রথমতঃ কামনা-সংযুক্ত সংসারবিষয়ক দেবতাপায় (দেবতাতে লয়রূপ) ফলের উপসংহার করিয়া অবশেষে মুক্তিলভের উপায়স্বরূপ সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিব—এই উদ্দেশ্যনিষ্কির জ্ঞানই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৬

তাহার পর, পূর্বে যে তিনপ্রকার ঋণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অজ্ঞ লোকদিগেরই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক প্রাপ্তির বাধাজনক হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বিধানের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাই ঘটাইতে পারে না; কারণ, 'পুত্র দ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনুষ্যাদি লোকপ্রাপ্তির পক্ষে পুত্রাদিকেই বলা হইয়াছে সাধন অর্থাৎ উপায়। পক্ষান্তরে, যিনি জ্ঞানী আত্ম-লোকপ্রার্থী, তাহার সম্বন্ধে 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব?' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিন প্রকার ঋণ জ্ঞানীর পক্ষে কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। কৌমোতকী শ্রুতিতে আছে—'যাবতীন্ বিদ্বান্ ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই প্রাচীন জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র বোধ করিতেন না' ইত্যাদি। ১৭

ভাল কথা, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, অবিদ্বান্ লোক যতকাল তিনপ্রকার ঋণ হইতে মুক্ত না হয়, তত কাল ত তাহার আর পারিত্রাণ্য বা সন্ন্যাসগ্রহণ হইতেই পারে না। না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কেন না, কোন লোকই গার্হস্থ্য ধর্ম্য অবলম্বন করিবার পূর্বে ঋণগ্রস্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বনই ঋণ-সম্বন্ধের কারণ। আর যদি উপযুক্ত অধিকার লাভ না করিয়াও ঋণগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ত নিরীক্শেবে সকলকেই ঋণী হইতে হয়; এরূপ হইলে ত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহার পর 'গৃহস্থপ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক শেষে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে, অথবা সম্ভব হইলে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে, গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বেশ বৃত্তিতে পারা যায় যে, যে লোক গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষেও আত্মবর্শনের উপায়রূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করা অভ্যুদয় বটে। আর যে, সাংজীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবার বিধান দিয়াছে এমন শ্রুতি বৈরিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞাবিহীন অমুদ্বুদ্ধ সম্বন্ধেই তাহা সার্থক হইতে পারে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কোন কোন শাখাধারীর সম্বন্ধে কেবল দ্বাদশরাত্র মাত্র হোমের পরই অগ্নি পরিত্যাগের (বিধিদানকারী) ঋতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাবজ্জীবাদি ঋতি কখনই সন্ন্যাসের বিরোধিনী হইতে পারে না। ১৮

আর যে, কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারীদিগের পক্ষেই পারিত্রাজ্য কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কেন না, তাহাদের সম্বন্ধে ‘উৎসন্ন্যাসি কিংবা নিরগ্নি’ ইত্যাদি বিশেষ ঋতিরই উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার পর, সমস্ত স্তুতিশাস্ত্রেই সাধারণভাবে আশ্রমের বিকল্পবিধি (যে কোন একটি করা) ও সমুচ্চয়বিধি (সব কয়টি করা) প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও যে, বলা হইয়াছে—জ্ঞানীর যে ব্যাখান বা সন্ন্যাস-গ্রহণ, তাহা অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাহা আপনা হইতেই হইয়া পড়ে, তাহার জ্ঞান আর বিধানের আবশ্যক হয় না; স্তুতরাং উহা শাস্ত্রার্থ বা বৈধ নহে; অতএব সেরূপ লোক গৃহে বনে কিংবা যেখানে ইচ্ছা থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। সে কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যাখান যদি অর্থপ্রাপ্তই (স্বতঃসিদ্ধ) হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞানীর পক্ষে অত্র কোন আশ্রম-বিশেষে অবস্থান করাই সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, আশ্রমবিশেষে অবস্থানের একমাত্র কারণ হইতেছে কামনা ও তৃপ্তি কৰ্ম্মানুষ্ঠান; অথচ এই দুইটির নিবৃত্তির নাম হইতেছে ব্যাখান। ১৯

কামচার-প্রবৃত্তি (ইচ্ছা মত কার্য্য করা) যখন অত্যন্ত মুঢ়লোকদিগের বেলাতেই দেখা যায়, তখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ত সেই কামচার-প্রবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই যখন আত্মজ্ঞের পক্ষে গুরু ভার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তখন অত্যন্ত অজ্ঞানের ফল কামচার-প্রবৃত্তি যে গুরুভার হইবে, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে। উন্মাদ বা তিমির রোগের দরূণ যে বস্তু যে প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই উন্মাদ ও তিমির রোগ দূর হইলেও সেই বস্তু সেই প্রকারে কখনই দৃষ্ট হয় না; কেন না, উন্মাদ ও তিমির রোগই ঐ প্রকার বিকৃত দর্শনের কারণ ছিল, এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, আত্মজ্ঞ পুরুষের ব্যাখান ভিন্ন ইচ্ছামত অবস্থান করা হইতেই পারে না, এবং তাহার অত্র কিছু কর্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না। ২০

তাহার পর, “বিভাং চাবিভাং চ বস্তুদ্বৈদোভয়ং সহ” এই ঋতি বচনেরও এরূপ অর্থ নয় যে, জ্ঞানীর সম্বন্ধেও বিভার সহিত অবিভা বিद्यমান থাকে; পরন্তু উহার অর্থ এই যে, যেমন একই শুক্লিতে একই পুরুষের একই সময়ে রজত (রূপা) ও শুক্লি (বিকূল) বিষয়ে জ্ঞান ঘন্যে না, তেমনি একই পুরুষে

পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বিত্তা ও অবিত্তা একদা কখনও স্থান পাইতে পারে না। কঠোপনিষদে আছে—‘এই যে বিত্তা ও অবিত্তা, ইহারা উভয়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব, ও বিপরীত পথগামী’। অতএব বিত্তা থাকিলে কখনও অবিত্তা’র সম্ভব হয় না। ‘তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা ও গুরুশ্রদ্ধাদি কর্ম সাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; একপ স্থলে শাস্ত্র-বিহিত ও বিদ্যোৎপত্তির উপায়স্বরূপ এই তপঃপ্রভৃতি ও গুরু-শ্রদ্ধাদি কর্মগুলিই অবিত্তাত্মক বলিয়া অবিত্তা নামে কথিত হইয়া থাকে। [ ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ] লোকে এই তপঃপ্রভৃতি সাধন ( উপায় ) দ্বারা প্রথমে বিত্তালাভ করিয়া কামনারূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম হইয়া সর্বপ্রকার এষণা ( চেষ্টা বা কর্ম ) পরিত্যাগ করিয়া বিত্তাপ্রভাবে অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ অভিপ্রায় জানাইবার জন্তই বলিয়াছেন যে,—‘অবিত্তা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিত্তা দ্বারা অমৃত ( মোক্ষ ) ভোগ করিয়া থাকে’ ইতি। ২১

আরও যে, বলা হইয়াছে—“কুর্স্মৈবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।” এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল কর্ম্মানুষ্ঠানেই পরিসমাপ্ত অর্থাৎ পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। [ ইহার উত্তর— ] এই শ্রুতি অবিধান পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বলিয়া সে আপত্তিরও খণ্ডন করা হইয়াছে। একপ না বলিলে, ঐ শ্রুতির অর্থসঙ্গতিই সম্ভব হয় না। আর যে উক্ত শ্রুতির অমুরূপ বিষয়ে, বক্ষ্যমাণ ( বাহা পরে বলা হইবে ) আত্মজ্ঞানকেও কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ ও নির্দ্বিধা আত্মভেদে বিষয়ব্যবহা দ্বারা নির্বিক্ত হইয়াছে; ইহা আমরা পরেও ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রশর্শন করিব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল নিজের শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মকত্ব-বিত্তা প্রকাশনের জন্তই যে পরমবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ করা হইতেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আনীৎ ।

নাশ্চৎ কিঞ্চন মিষৎ ।

স ঈক্ষত লোকানু নু সৃজা ইতি ॥ ১ ॥



প্রণম্য গুরুপাদাঙ্গং সৃষ্টা শঙ্কর-ভাষিতম্ ।

ঐতরেয়শ্রুতি-ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতত্ততে ॥

সরলার্থঃ । ইদং (নামরূপাভ্যামভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টে: প্রাক্) একঃ (সর্বথা ভেদশূন্যঃ) আত্মা (ব্যাপকং ব্রহ্ম) বৈ (অবধারণে—আত্মৈব) আসীৎ; অতঃ (সজ্জাতীয়ং বিজ্জাতীয়ং বা) কিঞ্চন (কিমপি বস্তু) মিতং (ব্যাপারবৎ, সক্রিয়ম্) ন (নাসীদিত্যর্থঃ); সঃ (আত্মা) ঈকত (ঐকত—আলোচয়ামাস)—লোকান্ (অন্তঃপ্রভূতানি ভোগস্থানানি) হু (বিতর্কে) সৃষ্টে (সৃজে) [অহম্] ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক মাত্র আত্মাই ছিল, অর্থাৎ নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল; তাহা ছাড়া সক্রিয় অণু কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—আমি অন্তঃপ্রভূতি লোক সৃষ্টি করিব ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । আত্মেতি । আত্মা—আগোতেরাদন্তেররন্তেরততের্বা, পরঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরশনায়াদিসর্বসংসারধর্মবজ্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোহঙ্কো-হঙ্কোহমরোহমতোহভয়োহদয়ঃ বৈ । ইদং যদুক্তং নামরূপকর্মভেদভিন্নং জগৎ আত্মৈব একঃ, অগ্রে জগতঃ সৃষ্টে: প্রাক্ আসীৎ । কিং নেনানীং স এবৈকঃ ? ন । কথং তর্হি আসীদিত্যুচ্যতে ? যতপীদানীং স এবৈকঃ, তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনাম-রূপভেদমাস্মভূতম্ আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং জগৎ, ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদমাদনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরম্ আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়-গোচরকেতি বিশেষঃ । যথা সলিলাৎ পৃথক্ ফেননামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ সলিলৈক-শব্দ-প্রত্যয়গোচর এব ফেনঃ, যদা সলিলাৎ পৃথুত্বনামরূপভেদেন ব্যাকৃতো ভবতি, তদা সলিলং ফেনশ্চেতি অনেকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ সলিলমেবেতি চৈকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ চ ফেনো ভবতি, তদ্বৎ । ১

ন অতঃ কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি, দ্বিতং নিমিষদ্ব্যাপারবদিতরহা । যথা সাজ্যানা-মনাশ্রুপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্, যথা চ কাণাদানামধবঃ, ন তদ্বদিতাহাতদাশ্রনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিত্ততে । কিং তর্হি ? আত্মৈবৈক আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২

সঃ সর্বজ্ঞস্বাভাব্যায়া এক এব সন্ ঈকত । নহু প্রাগুৎপত্তেরকার্য্যকরণ-ত্বাৎ কথমীক্ষিতবান্ ? নায়ং দোষঃ, সর্বজ্ঞস্বাভাব্যাৎ । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

“অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা” ইত্যাদিঃ। কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ—লোকান্  
অন্তঃপ্রভূতীন্ প্রাণিকর্ষ-ফলোপভোগস্থানভূতান্ হু সৃষ্টে সৃষ্টিহমিতি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। ‘আত্মা’ ইত্যাদি। প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তিবোধক ‘আপ্’ ধাতু  
হইতে, বা গ্রহণার্থক আ-দা ধাতু হইতে কিংবা ভক্ষণার্থক ‘অদ্’ ধাতু হইতে,  
অথবা সতত গমনবোধক ‘অৎ’ ধাতু হইতে নিম্ন ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ,—সর্ব্বজ্ঞ,  
সর্ব্বশক্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংসার-ধর্ম্মবজ্জিত, নিত্য জ্ঞ, নিত্যবুদ্ধ,  
নিত্যযুক্ত, জ্ঞানময়শূন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় (দ্বিতীয় শূন্য) পরমেশ্বর।  
‘ঐব’ অর্থ [অবধারণ]। ‘ইদং’ অর্থ—নাম রূপ ও কর্ম্মভেদবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত  
জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তবে এখন কি  
তিনি একমাত্র সৎ নহেন? না, সে কথা নয়; [এখনও তিনিই একমাত্র সৎ]।  
ভাল, তাহা হইলে ‘ছিল’ (আসীৎ) বলা হইতেছে কি প্রকারে? হাঁ, যদিও  
আত্মা এখনও একই বটে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে  
যখন জগতের নাম-রূপাকারে ভেদ (পার্থক্য) ব্যক্ত হয় নাই, সেই সময়ে  
আত্মস্বরূপে বীজভাবে অবস্থিত এই জগৎ একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্য-  
য়েই বিষয় ছিল অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন শব্দ ছিল না, সে বিষয়ে  
কোন বোধও ছিল না; আর এখন সেই জগৎই নাম রূপাকারে অভিব্যক্ত  
(প্রকাশিত) হইয়া কখনও অনেক প্রকার শব্দ ও বোধের বিষয় হইয়া  
থাকে, আবার কখনও বা কেবলই আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েই বিষয়ী-  
ভূত হইয়া থাকে; [ইহাই উভয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ]; এবং সেই বিশেষ  
ভাবে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে ‘আসীৎ’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।  
যেমন জল হইতে পৃথগ্ভাবে আকৃতি ও নামবিশিষ্ট, ফেন প্রকাশিত হইবার  
পূর্ব্বে একমাত্র জল শব্দ ও জল বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার সেই ফেনই  
যখন আকৃতি ও নাম লইয়া জল হইতে পৃথগ্ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন  
যেমন ‘সলিল’ (জল) ও ‘ফেন’ ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার শব্দ ও বোধের বিষয় হইয়া  
থাকে, কখনও বা কেবল ‘সলিল’ বলিয়াই ব্যবহৃত ও প্রতীত হইয়া থাকে,  
ইহাও ঠিক সেইরূপ। ১

সে সময়ে কিংবা—ব্যাপারযুক্ত (ক্রিয়ালীল) কিংবা তাহার বিপরীত (নিষ্ক্রিয়)  
অন্ত কোনও পদার্থ ছিল না। [অভিপ্রায় এই যে,] সাংখ্যমতে যেরূপ আত্মা  
হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি), এবং কণাদমতে যেরূপ পরমাণুসূহ

[সৃষ্টির অগ্রেও বিত্তমান ছিল বলা হয়], বেদান্তমতে সেরূপ আত্মাভিন্ন স্বতন্ত্র কোনও বস্তু বিত্তমান ছিল না। তবে, কি ছিল? না, একমাত্র আত্মাই ছিল। ২

সেই আত্মা স্বভাবতঃই সৰ্ব্বজ্ঞ; এইজন্ত এককই (অন্তের সাহায্য না লইয়াই) ঈক্ষণ (চিন্তা) করিয়াছিলেন—। ভাল কথা, সৃষ্টির পূর্বে যখন জ্ঞানসাধন (জ্ঞানলাভের উপায়) দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিলেন কি প্রকারে? না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, সৰ্ব্বজ্ঞতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ; [সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের জন্ত দেহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক হয় না]। দেখ, মন্তও একথা বলিতেছে, ‘তিনি পদরহিত, অথচ ক্ষতগামী; হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা’ ইত্যাদি। তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—প্রাণিগণের কর্মানুযায়ী ফলোপভোগের আশ্রয়স্বরূপ অন্তঃপ্রভৃতি লোক (স্থান) সমূহ আমি সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে ॥১॥

স ইমাল্লোকানসৃজত ।

অন্তো মরীচীশ্মরগাপোহদোহন্তঃ পরেণ

দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তুরিক্ষং মরীচয়ঃ ।

পৃথিবী মরো যা অধস্তান্তা আপঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা) [এবমোক্ষিত্বা] ইদান্ (বক্ষ্যমাণান্ অন্তঃ, মরীচয়ঃ, মরঃ, আপঃ ইত্যেতান্) লোকান্ (ভোগভূমিঃ) অসৃজত (সৃষ্টবান্); [সৃষ্টিরিয়ং ব্রহ্মাণ্ডস্থানস্বরূপং বিজ্ঞেয়া]। [অন্তঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপাণ্যাহ—] অদঃ (পূর্বেক্লম্) অন্তঃ (অন্তোধারণাৎ তদাখ্যো লোকঃ) পরেণ দিবং (দ্যালোকাৎ পরস্তাদ্ উর্দ্ধমিত্যর্থঃ); দ্যৌঃ (দ্যালোকঃ) প্রতিষ্ঠা (অন্তোলোকজ আশ্রয়ঃ, দ্যালোকাশ্রয়োহন্তো লোক ইত্যর্থঃ)। [দ্যালোকাদধস্তাৎ] অন্তুরিক্ষং মরীচয়ঃ (মরীচিশব্দাৎ মরীচিশব্দবাচ্যম্); পৃথিবী মরঃ (ত্রিষন্তে ভূতানি অগ্নিন্ ইতি পৃথিবী মর উচ্যতে)। বাঃ অধস্তাৎ (পৃথিব্যা অধোদেশে বর্তন্তে), তাঃ আপঃ (অববাহন্যাৎ আপ উচ্যন্তে) ॥২॥

মূলানুবাদ। সেই আত্মা [ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের পর] অন্তঃ, মরীচি, মর ও অপ্ এই চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। ঐ অন্তোলোকটি দ্যুলোকের উপরে এবং দ্যুলোকে অবস্থিত; এই

অন্তরিক্ষ বা আকাশই মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক, এবং পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় ‘অপ্’ লোক নামে অভিহিত ॥২॥

শাক্তরভাষ্যম্।—এবমীক্ষিত্বা আলোচ্য সঃ আত্মা ইমান্ লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যথেষ্ট বুদ্ধিমান্ তক্ষাদিঃ এবশ্চাকারান্ প্রাসাদাদীন্ সৃজে—ইতীক্ষিত্বা, ঈক্ষানস্তরং প্রাসাদাদীন্ সৃজতি, তদ্বৎ ৷১

নহু সোপাদানস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তম্; নিরুপাদানস্ত আত্মা কথং লোকান্ সৃজতি? ইতি। নৈব দোষঃ। সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে নাম-রূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে ব্যাকৃতফেনস্থানীয়স্ত জগত উপাদানভূতে সম্ভবতঃ। তস্মাদাত্মভূত-নামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সৰ্ব্বজ্ঞো জগন্নির্মিস্রীতে ইত্যবিরুদ্ধম্ ৷২

অথবা, যথা বিজ্ঞানবান্ মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেব আত্মাস্তরত্বেন আকাশেন গচ্ছন্তমিষ নির্মিস্রীতে, তথা সৰ্ব্বজ্ঞো দেবঃ সৰ্ব্বশক্তির্ন্যহামায় আত্মানমেব আত্মাস্তরত্বেন জগদ্রূপেণ নির্মিস্রীত ইতি যুক্ততরম্। এবঞ্চ সতি কার্যাকারণোভয়াসম্বাদিপক্ষাচ্চ ন প্রসজ্যন্তে, সুনিরাকৃত্যচ্চ ভবন্তি ৷৩

কন্ লোকানসৃজতেত্যাহ—অস্তো মরীচীর্ধরমাপ ইতি। আকাশাদিত্রৈম-  
পাণ্ডুংপাণ্ড অস্তঃপ্রভৃতীন্ লোকানসৃজত। তত্র অস্তঃপ্রভৃতীন্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে  
ঋতিঃ,—অধঃ তৎ অস্তঃশব্দবাচ্যো লোকঃ, পরেণ দিবং দ্রালোকাৎ পরেণ পরন্তাৎ,  
সঃ অস্তঃশব্দবাচ্যঃ, অস্তোভরণাৎ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্মাস্তসো লোকস্ত।  
দ্রালোকাধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ, তৎ মরীচয়ঃ। একোহপ্যনেকস্থানভেদত্বাহ-  
বচনভাক্—মরীচয় ইতি, মরীচিভির্কী। রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী মরঃ—  
ত্রিস্তেহস্মিন্ ভূতানীতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ, তা আপ উচ্যন্তে, আপ্নোভেঃ,  
লোকাঃ। যস্তপি পঞ্চভূতায়কত্বং লোকানাম্, তথাপি অবাহল্যাৎ অব্-নামভি-  
রেব অস্তোমরীচীর্ধরমাপ ইত্যাচ্যন্তে ৷২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্বোক্ত আত্মা এই প্রকার আলোচনার পর এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জগতে বুদ্ধিমান্ স্রজধর (ছুতার) প্রভৃতি যেমন ‘আমি এইপ্রকার প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করিব’, এই প্রকার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়া তাহার পর প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ ৷১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, স্রজধর প্রভৃতি কর্মকর্তৃগণ যে, কার্যোপযোগী

উপকরণ-সহযোগে প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হয়, কিন্তু আত্মার ত সেরূপ কোনও উপকরণ সংগৃহীত নাই; স্ততরাং নিরূপকরণ আত্মা কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য করিবেন? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না, জল হইতে অভিন্ন অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) ফেনের আশ্রয় আত্মা হইতে অনতিরিক্ত (অধিঃ)—স্ততরাং আত্মশব্দবাচ্য অব্যাকৃত (স্বাক্ষরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপই, অভিব্যক্ত (প্রকাশিত) ফেনের তুল্য জগতের উপাদান হইতে পারে। অতএব সর্বজ্ঞ আত্মা যে, আপনারই স্বরূপভূত নাম ও রূপকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকেন, ইহা বিরুদ্ধ হইতেছে না।২

অথবা, বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মায়াবী পুরুষ যে রূপ কোনপ্রকার বাহিরের উপাদান না লইয়াই, আপনাকে অপর ব্যক্তিরূপে দেখাইয়া, সেই আত্মা যেন আকাশপথেই গমন করিতেছে, এইরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্বজ্ঞ সর্ববক্তি মহামায়াসমবিত পরমেশ্বরও যে, আপনাকেই জগতের অন্তর্গত অপর আত্মারূপে নির্মাণ (প্রকাশিত) করিয়া থাকেন, একথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে অসংকার্য্যবাদী, অসংকারণবাদী ও কার্য্য-কারণ উভয়ের অসম্বাদী (কার্য্য ও কারণ কিছুই নাই এই মত পোষণকারী) প্রভৃতির সিদ্ধান্তেরও আর সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু সে সমুদায় 'বাদ'গুলিও খণ্ডিত হইয়া যায়।৩

তিনি কোন্ কোন্ লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—অন্তঃ, মরীচি, মর (মর্ত্য) ও অপ্। [এখানে বুলিতে হইবে যে,] প্রথমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ক্রমশঃ সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়া, এই অন্তঃ-প্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন শ্রুতি নিজেই অন্তঃপ্রভৃতি লোক সমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—সেই যে এই অন্তঃশব্দবাচ্য লোক, তাহা ছালোকেরও পরে অর্থাৎ ছালোকেরও উপরে অবস্থিত; অন্তঃ (জল) ধারণ করে বলিয়া উহার নাম 'অন্তঃ'। ছালোক হইতেছে ঐ অন্তোলোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ঐ ছালোকের নিম্নে অবস্থিত যে অন্তরিক্ষ (ভুবলোক), তাহাই মরীচিনামক লোক। মরীচি লোকটি এক হইলেও বিভিন্নপ্রকার বহু স্থানযুক্ত বলিয়া উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে—'মরীচয়ঃ', অথবা মরীচিসমূহের—বহু সৌর কিরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [বহুবচন হইয়াছে]। জীব সকল ইহাতে মৃত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পৃথিবীই 'মর' লোক। পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত যে সমস্ত লোক, সে সমস্ত লোক অপ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।

যদিও সমস্ত লোকই পঞ্চভূতাত্মক সত্য, তথাপি জলই বেশীর ভাগ থাকায় জলের নামেই 'অস্তঃ' শব্দ কথিত হইয়াছে। মরীচি প্রভৃতি লোক সম্বন্ধেও সেই কথা ॥২॥

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালানু সৃজা ইতি ।

সোহন্ত্য এব পুরুষং সমুচ্ছৃত্যামুচ্ছ্রয়ৎ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা ঈশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত—ইমে (মরা সৃষ্টাঃ) লোকাঃ, হু (বিতর্কে) [পালকভাবাৎ বিনশ্চেয়ঃ; অতঃ] লোকপালান্ (অস্তঃপ্রভৃতিলোকপালান্) সৃজৈ ইতি । [এবমীক্ষিত্বা] সঃ অস্ত্যঃ (জল-প্রধানেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ) এব পুরুষং সমুচ্ছৃত্য (সমুৎপাত) অমুচ্ছ্রয়ৎ (স্বাবয়ব-সংযোজনেন পিণ্ডিতমকরোৎ) ইত্যর্থঃ ॥৩॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে লাগিলেন :—[পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক] বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। তিনি [এইরূপ আলোচনার পর] জলপ্রধান পঞ্চ ভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া ও অবয়বাদি-সংযোজন করিয়া তাহার বৃদ্ধি সাধন করিলেন ॥৩॥

শাক্তরভাষ্যম্। সৰ্ব্বপ্রাণিকৰ্ম্মকলোপাধানাদিষ্ঠানভূতান্ চতুরো লোকান্ সৃষ্টা স ঈশ্বরঃ পুনরেব ঈক্ষত—ইমে হু অস্তঃপ্রভৃত্যো মরা সৃষ্টা লোকাঃ পরিপালয়িতৃবজ্জিতা বিনশ্চেয়ঃ; তস্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ লোকানাং পালয়িতৃন্ হু সৃষ্টৈ সৃজেহহমিতি । এবমীক্ষিত্বা সঃ অস্ত্যঃ এব অপ্প্রধানৈভ্য এব পঞ্চভূতেভ্যঃ, বেভ্যোহস্তঃপ্রভৃতীন্ সৃষ্টবান্, তেভ্য এবৈত্যর্থঃ। পুরুষং পুরুষাকারং শিরঃপাণ্যাবিসমুৎ সমুচ্ছৃত্য অস্ত্যঃ সমুপাধায়, মৃৎপিণ্ডমিব কুলালঃ পৃথিব্যাঃ, অমুচ্ছ্রয়ৎ মুচ্ছিতবান্ সম্পিণ্ডিতবান্ স্বাবয়ব-সংযোজনেনেত্যর্থঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই ঈশ্বর সৰ্ব্বপ্রাণীর কৰ্ম্মকল ও তাহার উপায়-সমূহের আশ্রয় স্বরূপ অস্তঃপ্রভৃতি চারিপ্রকার লোক সৃষ্টি করিয়া, আবার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়াছিলেন—আমি যে, এই অস্তঃপ্রভৃতি লোক-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমূহের লোক নিশ্চয়ই পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব এই সমূহের লোকের রক্ষার জন্ত আমি লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব।

এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া তিনি জনসমূহ হইতে অর্থাৎ জনপ্রধান পঞ্চভূত হইতে—তিনি যে সমুদয় ভূত হইতে অন্তঃপ্রভৃতি লোকসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় লোক হইতেই পুরুষ—হস্তমন্তকাদি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড—কুন্তকার যেরূপ পৃথিবী ( মাটি ) হইতে মৃৎপিণ্ড নির্মাণ করে, সেইরূপ জন হইতে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপযুক্ত অবয়ব-সংযোজনা করিয়া নংপিণ্ডিত ( স্থূলভাবাপন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ) করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তমভ্যতপত্তস্ত্যভিতপ্তস্ত্য মুখং নিরভিগত যথাগুম্,  
মুখাদ্ভাগ্‌বাচোহগ্নিনাসিকে নিরভিগতোতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ  
প্রাণাদ্ভায়ুরক্ষিণী নিরভিগতোতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ  
কর্ণৌ নিরভিগতোতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদিশস্বত্‌নিরভিগত  
ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পত্যয়ো হৃদয়ং নিরভিগত  
হৃদয়ান্মনো মনস্‌চন্দ্রমা নাভির্নিরভিগত নাভ্যা অপানোহপানান্-  
মাত্যুঃ শিশ্নং নিরভিগত শিশ্নাদ্রেতো রेतস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ । [ ম ঈশ্বরঃ ] তং ( পুরুষবিধং পিণ্ডং ) [ লক্ষ্যীকৃত্য ]  
অভ্যতপৎ ( তদ্বিশেষে ধ্যানং—সঙ্কল্পং কৃতবান্ ) । অভিতপ্তস্ত্য ( ধ্যানপরস্ত্য ) তস্ত্য  
( পুরুষাকারপিণ্ডস্ত্য ) যথা অণ্ডং ( পক্ষিণঃ অণ্ডমিব ) মুখং ( মুখাকারং হিঙ্গ্রং )  
নিরভিগত ( নির্ভিন্নম্ অভূৎ, মুখরন্ধ্রম্ অন্মায়ত ইত্যর্থঃ ) । এবং মুখাং বাক্  
( বাগিল্লিয়ং ), বাচঃ অগ্নিঃ ( বাগধিষ্ঠাতা ) [ নিরভিগত ] ; তথা, নাসিকে  
( ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং ) নিরভিগতোতাং ; নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ ( পঞ্চবৃত্ত্যায়ুকঃ ) ; প্রাণাং  
বায়ুঃ ( তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ; [ এবং চ অধিষ্ঠানং, করণং, তদধিদেবতা চেতি  
ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি ভাবঃ ] । অক্ষিণী ( চক্ষুর্গোলকে ) নিরভিগতোতাং ;  
অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ ( ইন্দ্রিয়ং ), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ ( চক্ষুর্দেবতা ) ; তথা কর্ণৌ  
নিরভিগতোতাং ; কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং ( শ্রবণেন্দ্রিয়ং ), শ্রোত্রাং দিশঃ ( কর্ণয়োর্দেবতাঃ )  
[ নিরভিগত ] ; [ অনন্তরং ] ত্বচ্ নিরভিগত, ত্বচঃ লোমানি, লোমভ্যঃ ওষধি-  
বনস্পত্যয়ঃ [ নিরভিগত ], [ ততশ্চ ] হৃদয়ং ( অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং ) নিরভিগত ;  
হৃদয়াং মনঃ ( অন্তঃকরণং ), মনসঃ চন্দ্রমাঃ ( তদধিদেবতা ) [ নিরভিগত ] ;

নাভিঃ নিরভিত্তত ; নাভ্যাঃ অপানঃ (পায়ুনাংকমিল্লিয়ং), অপানাং মূত্ৰাঃ (পায়ুধিবেবতা) [নিরভিত্তত] ; শিশ্নঃ নিরভিত্তত ; শিশ্নাং রেতঃ ( শুক্রং ), রেতসঃ আপঃ ( তদধিদেবতা বরুণঃ ) [নিরভিত্তত] । [ ইহ সৰ্বত্র অধিষ্ঠানং, তদধিষ্ঠেয়মিল্লিয়ং, তদধিদেবতাশ্চ ক্রমেণ সমজ্ঞায়ন্ত ইতি বিজ্ঞেয়ম্ ] ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ । পূর্বোক্ত ঈশ্বর সেই পূর্ববর্ষ্য পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প ( চিন্তা ) করিয়াছিলেন । ঈশ্বরকৃত সংকল্পের ফলে, পক্ষীর ডিম্বের স্থায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটির প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন অর্থাৎ জাত হইল, অর্থাৎ তাহার মুখবিবর দেখা দিল । মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ার পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত ( জাত ) হইল । পরে নাসিকার ছিদ্র দুইটি প্রকাশ পাইল ; নাসিকার পর প্রাণ অর্থাৎ শ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু প্রকাশিত বা জাত হইল । তারপর দুইটি চক্ষুর গোলক দেখা দিল ; তাহার পর চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা আদিত্য প্রকাশ পাইল । অতঃপর দুইটি কর্ণবিবর প্রকাশিত হইল ; কর্ণের পর শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইল । অনন্তর ত্বক্ প্রকাশিত হইল, এবং ত্বকের পর লোমসমূহ ( স্পর্শনেন্দ্রিয় ) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল জাত হইল । তাহার পর হৃদয় প্রকাশিত হইল, এবং তাহা হইতে অন্তঃকরণ বা মন ও মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল । অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়স্বরূপ নাভি উৎপন্ন হইল ; নাভির পর অপান ( পায়ু—মলদ্বার ) ও তদধিদেবতা মূত্ৰা প্রকাশ পাইল । তাহার পর শিশ্ন ( জননেন্দ্রিয় ) প্রকাশ পাইল ; শিশ্নের পর রেতঃ অর্থাৎ শুক্রসময়িত ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অপ্ ( জল ) উৎপন্ন হইল ॥৪॥

ইতি প্রথম খণ্ডানুবাদ ॥১॥

শাক্তরভাস্যম্ । তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্दिष्ट অভ্যতপং, তদধিষ্ঠানং সংকল্পং কৃতবানিত্যর্থঃ, “বস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । তদ্ব্যভিত্তপুস্ত ঈশ্বরসঙ্কল্পেন তপসাত্তিতপুস্ত পিণ্ডস্ত মুখং নিরভিত্তত মুখাকারং শুদ্বিরমজ্ঞায়ত ;



যথা পক্ষিণোহুং নির্ভিগতঃ, এবম্। তস্মাচ্চ নির্ভিন্নানুখাং বাক্ করণমিচ্ছিয়ং  
নিরবর্তত ; তদধিষ্ঠাতা অগ্নিঃ, ততো বাচঃ, লোকপালঃ। তথা নাসিকে  
নিরভিগতেষাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণান্নাঘুঃ ; ইতি সৰ্ব্বত্রাধিষ্ঠানং করণং  
দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি। অগ্নিগী, কর্ণো, ত্বক্, হৃদয়ম্  
অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং মনঃ অন্তঃকরণং ; নাভিঃ সৰ্ব্বপ্রাণবদ্ধনস্থানম্,  
অপানসংযুক্তহৃদয়পান ইতি পাণ্ডুলিঙ্গমুচ্যতে ; তস্মাৎ তস্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুঃ।  
যথাশ্রুত, তথা শিল্পং নিরভিগতং প্রজননেচ্ছিয়স্থানম্। ইচ্ছিয়ং রেতঃ  
রেতোবিসর্গার্থিত্বাং সহ রেতসোচ্যতে। রেতস আপ ইতি ॥৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পরমেশ্বর সেই পুরুষকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা  
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেবিষয়ে ধ্যান (সংকল্প) করিয়াছিলেন। এখানে ‘তপস্যা’  
অর্থ—সংকল্প (ধ্যান) ; কারণ, অত্র শ্রুতিতে আছে—‘জ্ঞানই ইহার তপস্যা’  
ইত্যাদি। সেই পিণ্ডটি অভিতপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সংকল্পাত্মক ধ্যানের বিষয়ীভূত  
হইলে পর, তাহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ মুখাকার গর্ত উৎপন্ন হইল ; পক্ষীর  
অণ্ড বেরূপ নির্ভিন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ।

সেই উৎপন্ন মুখবিষয় হইতে বাক্—করণ বাগিল্লিয় এবং সেই ইচ্ছিরের  
অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইল ; সেই বাগিল্লিয় হইতে প্রকাশিত  
অগ্নিই এখানে লোকপাল। সেইরূপ নাসিকারন্ধ্রদ্বয় নির্ভিন্ন অর্থাৎ উৎপন্ন হইল ;  
নাসিকা হইতে প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এবং লোকপাল বায়ু প্রকাশ পাইল। এখানে  
সৰ্ব্বত্রই প্রথমে অধিষ্ঠান (ইচ্ছিয়গোলক), পরে ইচ্ছিয়, এবং তাহার পর  
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই তিনটির পর পর প্রকাশ বৃত্তিতে হইবে। অগ্নিদ্বয়,  
কর্ণদ্বয়, ত্বক্, [ইহার ইচ্ছিয়স্থান—গোলক] ; হৃদয় অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থান ;  
মন হইতেছে অন্তঃকরণ। নাভি হইতেছে সমস্ত প্রাণের আশ্রয়স্থান। ‘অপান’  
অর্থ ‘পানু’ (মলদ্বার) ইচ্ছিয় ; কারণ, অপানবায়ুর সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে ;  
অপান হইতেই উহার অধিদেবতা মৃত্যু [প্রকটিত হইল]। অত্যাশ্রয়স্থানের  
ত্রয় ক্রমে শিল্পও নির্ভিন্ন হইল ; শিল্প অর্থ জননেচ্ছিয়স্থান, ‘রেতঃ’ অর্থ  
শিল্পের ইচ্ছিয়। রেতঃ ত্যাগ করাই উহার উদ্দেশ্য ; এইজন্ত ‘রেতঃ’ শব্দে  
উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই রেত ইচ্ছিয় হইতে অপ্ অর্থাৎ অধিদেবতা  
জল হইল ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥

## দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্গবে প্রাপতংস্তমশ-  
নায়া-পিপাসাভ্যামন্ববাজ্জৎ তা এনমব্রুবন্মায়তনং নঃ প্রজানীহি,  
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥৫৥১॥

সরলার্থঃ। তাঃ (পূর্বোক্তাঃ লোকপালরূপেণ) সৃষ্টাঃ এতাঃ  
(অগ্নিপ্রভৃত্যঃ) দেবতাঃ অস্মিন্ মহতি (দুঃস্বপ্নে) অর্গবে (সংসারসাগরে)  
প্রাপতন্ (পতিতবত্যঃ)। তং (প্রথমোৎপন্নং পিণ্ডং) অশনায়াপিপাসাভ্যাম্  
অন্ববাজ্জৎ (ক্ষুধা-পিপাসাভ্যাং সংযোজিতবান্) [পরমেশ্বরঃ]। তাঃ (অগ্নাদয়ো  
দেবতাঃ) এনং (পরমকারণং পরমেশ্বরম্) অব্রুবন্ (কথিতবত্যঃ)—নঃ  
(অন্নভ্যাং) আয়তনং (আশ্রয়স্থানং) প্রজানীহি (বিধেহি); [বয়ং] যস্মিন্  
(আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিতাঃ সত্যঃ) অন্নং (ভোগ্যম্) অদাম  
(ভক্ষ্যাম) ইতি ॥৫৥১॥

মূলানুবাদ। সেই এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরমেশ্বরকর্তৃক  
সৃষ্ট হইয়া মহার্গবে অর্থাৎ অপার সংসার-সাগরে নিপতিত হইলেন।  
তখন পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত সংযোজিত  
করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পর তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইল।  
ক্ষুধা-পিপাসাসমযিত সেই দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিলেন—“আপনি  
আমাদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান নির্মাণ করুন, যে স্থানে অবস্থান  
করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারি।” ইতি ॥৫৥১॥

শাক্তরভাষ্যম্। তা এতা অগ্নাদয়ৌ দেবতা লোকপালভেন  
সকল্য সৃষ্টা ঈশ্বরেণ, অস্মিন্ সংসারার্গবে সংসারসমুদ্রে মহতি অবিজ্ঞা-  
কামকর্ম্মপ্রভব-দুঃখোৎসবে তীব্ররোগজরামৃত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনস্তে অপারে  
নিরালম্বে বিষয়েন্দ্রিয়জনিত-সুখলবলকণবিশ্রামে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থতৃণ্ণাকৃত-  
বিকোভোখিতানর্থশত-মহোৎসে মহারৌরবাগ্নেনকনিরয়গত-হাহেত্যাধি-  
কৃষ্ণিতাক্রোশনোভূতমহারবে সত্যার্জব দানদয়াহিংসামধমধুত্যাগাশ্রুগুণ-  
পাথেরপূর্ণ-জ্ঞানোড়ুপে। সংসার-সর্বকাত্যগমার্গে মোক্ষতীরে এতস্মিন্মহত্যর্গবে  
প্রাপতন্ পতিতবত্যঃ। ১১

তস্মাদ্ধ্যাদিদেবতাপায়লক্ষণাপি যা গতির্কর্যাখ্যাতা জ্ঞান-কর্মসমুচ্চরানুষ্ঠান-ফলভূতা, সাপি নালং সংসারদুঃখোপশমায়ৈত্যং বিবক্ষিতোহর্থোহত্র । যত এবম্, তস্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্ম, আত্মা আত্মনঃ সর্বভূতানাঞ্চ, যো বক্ষ্যমাণ-বিশেষণঃ প্রকৃতশ্চ জগদ্ব্যপ্তিস্থিতিসংহারহেতুত্বেন, স সর্বসংসারদুঃখো-পশমনায় বেদিতব্যঃ । তস্মাৎ “এষ পস্থা এতৎ কর্মৈতত্ত্ব ক্রৈতৎ সত্যম্” যদেতৎ পরব্রহ্মজ্ঞানম্, “নাত্তঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নার্হ” ইতি মন্তব্যর্গাৎ । ২

তৎ স্থান-করণ-দেবতাৎপত্তিবীজভূতং পুরুষং প্রণমোৎসাদিতং পিণ্ডমাত্মান-মশনারাপিপাসাত্যাম্ অববাক্ত্বং অনুগমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ । তস্য কারণভূতস্ত অশনারাদিদোষবত্বাৎ তৎকার্যভূতানামপি দেবতানামশনারাদি-মত্বম্ । তাঃ ততঃ অশনারাপিপাসাত্যাং পীড়্যমানা এনং পিতামহং শ্রষ্টারম্ অক্রবন্ উক্রবত্যঃ । আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অন্যত্যাং প্রজানীহি বিধৎস্ব, যস্মিন্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সত্যঃ অন্নম্ অদাম ভক্ষ্যাম ইতি ॥৫১॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা, পরমেশ্বর বাহাদিগকে লোকপাল করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সংসাররূপ মহাসাগরে—অবিজ্ঞা ও তজ্জনিত কাম-কর্ম হইতে উৎপন্ন দুঃখরাশি বাহার জলপ্রবাহ, ভীষণ ব্যাধি ও জরা-মরণ বাহার গ্রাহ (জলচর হিংস্র জন্তু), বাহার আদি, অন্ত বা পার নাই, বিষয়েন্দ্రిয়সম্বন্ধজনিত ক্ষুদ্র সুখই যেখানে বিশ্রাম-স্থান, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে কর্ণপ্রভৃতি পঞ্চবিধ ইন্দ্రిয়ের তৃষ্ণারূপ প্রবল বায়ুর তাড়নে সমুৎপন্ন শত শত অনর্থরাশি বাহার তরঙ্গমালা ; মহারৌরব প্রভৃতি নরকগত প্রাণিগণের হাহাকার ও ক্রন্দনাদি ধ্বনিই বাহার মহানির্দোষ (শব্দ) ; সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণ-রূপ পাথেরপূর্ণ জ্ঞান বাহার ভেলা অর্থাৎ পারগমনের উপায়, সাধুসঙ্গ ও সর্বদ্ব-ত্যাগই বাহা পার হইবার প্রকৃষ্ট পথ, এবং শ্রুতি বাহার তীর বা শেষ, সেই আশ্রয়বিহীন মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়াছিলেন । ১

অতএব, এখানে এইরূপ অর্থ ই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে যে, পূর্বে যে, জ্ঞান ও কর্মের একযোগে অনুষ্ঠানের ফলে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে অপ্যায় বা লয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংসার-দুঃখ দূর করার উপায় নহে । যেহেতু জ্ঞান ও কর্মের একত্র অনুষ্ঠানের ফল এই প্রকার,

সেই হেতুই যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া, নিজে এবং সমস্ত ত্বতের (প্রাণীর) যে আত্মা, যাহার পরিচয় বা লক্ষণ পরে বলা হইবে, এবং এখানেও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সর্বদুঃখ দূর করার জ্ঞান তাহাকেই জানিতে হইবে। অতএব ‘ইহাই প্রকৃত পথ, ইহাই কৰ্ম্ম, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সত্য’ বাহা এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, [তাহাই দুঃখনিবৃত্তির যথার্থ উপায়]। মন্ত্রেও আছে—‘মোক্ষধামে বাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই’। ২

যথোক্ত স্থান (ইন্দ্রিয়-গোলক), ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের উৎপত্তির মূল সেই প্রথমোক্তপাদিত পিণ্ডাকার পুরুষকে তিনি অশনাত্মা (ক্ষুধা) ও পিপাসা দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ সেই পিণ্ডে অশনাত্মাদি দোষ থাকায় তৎকার্য্য (সেই পিণ্ড হইতে উৎপন্ন) দেবতা-গণেরও অশনাত্মাদি দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দেবতাগণ অশনাত্মা ও পিপাসা দ্বারা পীড়িত হইয়া নিজেদের স্রষ্টা পিতামহকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ আয়তন অর্থাৎ অবস্থানের যোগ্য স্থানের ব্যবস্থা করুন, যে স্থানে থাকিয়া আমরা শক্তিক্রান্ত করিব ও অন্ন ভক্ষণ করিব ॥৫॥১॥

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অক্রেবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি ।

তাভ্যোহশ্বমানয়ৎ তা অক্রেবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি ॥৬॥২॥

সরলার্থঃ। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) গাম্ আনয়ৎ (গবাকৃতিং পিণ্ডং বশিতবান্)। তাঃ (দেবতাঃ) অক্রেবন্ (উক্তবতাঃ) অয়ং (স্বয়া আনীতঃ গবাকৃতিঃ পিণ্ডঃ) নঃ (অশ্বভ্যঃ) ন বৈ (নৈব) অলং (ভোগায় পর্য্যাপ্তঃ) ইতি। [অনন্তরং] তাভ্যঃ অশ্বং (অশ্বাকৃতিং পিণ্ডং) আনয়ৎ; তাঃ (দেবতাঃ) [পুনঃ] অক্রেবন্—অয়ং নঃ (অশ্বভ্যঃ) ন বৈ অলম্ ইতি ॥৬॥২॥

মূলানুবাদ। [দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর, ঈশ্বর] তাহাদের জ্ঞান গোঁর আকৃতিবিশিষ্ট (গরুর মত) একটি পিণ্ড আনয়ন করিলেন; [তাহা দেখিয়া] দেবতারা বলিলেন, এটি

আমাদের পক্ষে যথেষ্ট [ভোগোপযুক্ত] নহে। অনন্তর তাঁহাদের জ্ঞাত্ব অশ্ব আনয়ন করিলেন ; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ বলিলেন— ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে ॥৬॥২॥

শাক্তরভাষ্যম্। এবমুক্ত ঈশ্বরঃ তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং গবাকৃতি-  
বিশিষ্টং পিণ্ডং তাভ্য এবাভ্যঃ পূর্ব্ববৎ পিণ্ডং সমুদ্ভূত্যা মুচ্ছসিত্বা আনয়ৎ  
দর্শিতবান্। তাঃ পুনর্গবাকৃতিং দৃষ্ট্বা অক্রবন্—ন বৈ নঃ অশ্বদর্থম্ অধিষ্ঠায়  
অন্নমন্তুময়ম্ পিণ্ডঃ অলম্ ন বৈ। অলং পর্যাাপ্তঃ। অত্ৰুং ন যোগ্য ইত্যর্থঃ।  
গবি প্রত্যাখ্যাতে তথৈব তাভ্যঃ অশ্বমানয়ৎ। তা অক্রবন্—ন বৈ নোহয়মলমিতি,  
পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। দেবতাগণ এইরূপ বলিলে পর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের  
নিমিত্ত একটি গো—গরুর মত আকৃতিসম্পন্ন দেহ-পিণ্ড পূর্ব্বের তায় জল  
হইতেই উদ্ধৃত করিয়া এবং সংবদ্ধিত করিয়া আনয়ন করিলেন, অর্থাৎ তাঁহা-  
দ্বিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা সেই গবাকৃতি পিণ্ডটি দেখিয়া বলিলেন—  
এই গবাকৃতি পিণ্ডটি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা  
নিবৃত্তির জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে গোপিণ্ডটি গ্রহণ না  
করিলে পর, ঈশ্বর পুনশ্চ তাঁহাদের জ্ঞাত্ব পূর্ব্ববৎ অশ্ব আনয়ন করিলেন।  
তদর্শনে দেবগণ বলিলেন, না, ইহাও আমাদের জন্য যথেষ্ট নহে ॥৬॥২॥

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অক্রবন্ স কৃতং বতেতি পুরুষো বাব  
স্কৃতম্। তা অব্রবীদযথায়তনং প্রবিশতেতি ॥৭॥৩॥

সরলার্থঃ। [এবং প্রত্যাখ্যানানন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ)  
[পূর্ব্ববৎ] পুরুষম্ আনয়ৎ ; [তৎ দৃষ্ট্বা] তাঃ (দেবতাঃ) অক্রবন্—স কৃতং  
(শোভনম্ ইদমধিষ্ঠানং কৃতম্), বত (হর্ষে) ইতি। [তস্মাৎ হেতোঃ] পুরুষঃ  
বাব (এব) স্কৃতং (পুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ পুণ্যায়কম্)। [অনন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাঃ  
(দেবতাঃ) অব্রবীৎ—যথায়তনং (বস্ত্র স্বকর্ম্মযোগ্যং যদায়তনং, তৎ) প্রবিশত  
[যুগ্মম্, ইতি ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটি  
পুরুষাকৃতি পিণ্ড (দেহ) আনয়ন করিলেন ; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ  
আহ্লাদ-সহকারে বলিলেন, স্কৃত—সুন্দর অধিষ্ঠান করা হইয়াছে ;

সৎকৰ্ম্ম-সাধনের নিদান (যাহা দ্বারা সৎকৰ্ম্ম করা যায়) বলিয়া পুরুষই যথার্থ স্কৃত। অতঃপর ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন— তোমরা নিজ নিজ কৰ্ম্মোপযোগী অধিষ্ঠানে (স্থানে) প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাস্তম্।—সৰ্বপ্রত্যখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ং স্বধোনিভূতম্। তাঃ স্বধোনিং পুরুষং দৃষ্ট্বা অখিন্নাঃ সত্যঃ স্তু কৃতং শোভনং কৃতম্ ইদমধিষ্ঠানং বত ইত্যব্রবন্। তস্মাৎ পুরুষো বাব পুরুষ এব স্কৃততম্, সৰ্বপুণ্যকৰ্ম্মহেতুত্বাৎ; স্বয়ং বা স্বেনৈবান্ননা স্বমায়াভিঃ কৃতত্বাৎ স্কৃততমিত্যুচ্যতে। তা দেবতাঃ ঈশ্বরঃস্বাত্ববীং—ইষ্টমাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা—সৰ্কে হি স্বধোনিম্ ইমন্তে; অতঃ যথায়তনং যন্ত যৎ বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনম্, তৎ প্রবিশতেতি ॥৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। গো অথ প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যখ্যান করা হইলে পর, পরমেশ্বর তাঁহাদের অস্ত্র বিরাট পুরুষের সজাতীয় পুরুষমূর্ত্তি আনয়ন করিলেন। তখন দেবতাগণ আপনাদের উৎপত্তির মূল (বিরাটপুরুষের সজাতীয়) পুরুষদেহ দর্শন করিয়া বিবাহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচ্ছাদ-সহকারে বলিলেন— ‘স্তু কৃত’ অর্থাৎ আশ্রয়ের অস্ত্র এটি উত্তম অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান) করিয়াছেন। দেবতাগণ পুরুষ-দেহকে লক্ষ্য করিয়া ‘স্কৃত’ শব্দ প্রয়োগ করায়, এখনও পুরুষই যথার্থ ‘স্কৃত’ পদবাচ্য; কারণ, পুরুষই সমস্ত পুণ্য কৰ্ম্ম সম্পাদনের মূল; অথবা, পরমেশ্বর স্বয়ংই অপরের সাহায্য না লইয়া নিজ মায়াক্রিয়প্রভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষকে স্কৃত বলা হইয়াছে (১)। সাধারণতঃ সকলেই স্বকারণে (নিজের বাহা হইতে উৎপত্তি তাহার প্রতি) বা সজাতীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উক্ত অধিষ্ঠানটি দেবতাগণের মনোমত হইয়াছে, বৃত্তিতে পারিয়া, পরমেশ্বর দেবতাগণকে বলিলেন—ইহা যেহেতু তোমাদের মনঃপূত হইয়াছে, সেই হেতু তোমরা যথায়তনে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বাহার যেটি শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি নিজ নিজ কৰ্ম্মযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর ॥৭॥৩॥

(১) ভাণ্ডার্য—প্রথমে ‘হ’ ও ‘কৃত’ এই উভয়পদের যোগে ‘হকৃত’ শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, ‘হ’—স্বর্গ উত্তম, ‘কৃত’—নির্মিত—উত্তমরূপে নির্মিত, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এখন ‘বঃ’ ও ‘কৃত’ শব্দের যোগে ‘হকৃত’ পদটি নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর ‘স্বয়ং’ই এই পুরুষদেহ নির্মাণ করিয়াছেন; অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে ইহা ‘হকৃত’ শব্দবাচ্য। এখানে পূর্বোক্তাদির স্তায় নিপাতনে ‘স্বয়ং’ শব্দ স্থানে ‘হ’ হইয়াছে।

অগ্নিৰ্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে  
প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুৰ্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশদিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণে  
প্রাবিশান্নোষধিবনস্পত্যয়ো লোমানি ভূত্বা হৃৎ প্রাবিশাংস্চন্দ্রমা  
মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ যতুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশ-  
দাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥৮॥৪॥

সরলার্থঃ । [ এবমীশ্বরাজ্জালাতানন্তরম্ ] অগ্নিঃ ( বাগভিমানিনী দেবতা )  
বাক্ ভূত্বা ( বাগিন্দ্রিয়মাপ্রিত্য ) মুখং ( স্বগোলকং ) প্রাবিশৎ ( প্রবিষ্টঃ ) ;  
তথা বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ ; আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী  
( চক্ষুর্গোলকদ্বয়ং ) প্রাবিশৎ ; দিশঃ ( দিগ্-দেবতাঃ ) শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণে  
প্রাবিশন্ ; ওষধি-বনস্পত্যয়ঃ লোমানি ভূত্বা হৃৎ প্রাবিশন্ ; চন্দ্রমাঃ ( চন্দ্রঃ )  
মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ ; যতুঃ ( যমঃ ) অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ ;  
আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ । [ অত্র ইন্দ্রিয়ার্ধিনা দেবতানামনবস্থিতেঃ,  
ইন্দ্রিয়াণাং চ দেবতাভির্ধিনা কার্য্যকরণানুপপত্তেঃ দেবতেন্দ্রিয়রোঃ সহোন্মেথো  
দ্রষ্টব্যঃ ] ॥৮॥৪॥

মূলানুবাদ । পরমেশ্বরের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া,  
বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি মুখে প্রবেশ করিলেন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের  
দেবতা বায়ু প্রাণরূপে অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহযোগে নাসিকাদ্বয়ে  
প্রবেশ করিলেন ; চক্ষুর দেবতা আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে ( চোখের গর্তে )  
প্রবিষ্ট হইলেন ; শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ  
করিলেন ; স্পর্শেন্দ্রিয়ের দেবতা ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকের মধ্যে  
প্রবেশ করিলেন ; মনের দেবতা চন্দ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ;  
অপান-দেবতা যতু নাভিতে প্রবেশ করিলেন ; উপস্থের দেবতা  
অপ্ রেতঃসহযোগে শিশ্নমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৮॥৪॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তথাষ্টিতানুজ্ঞাং প্রতিলভ্য ঈশ্বরস্য নগর্য্যামিব  
বলাধিকৃতাদয়ঃ, অগ্নিঃ বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা স্বং ধোনিং মুখং প্রাবিশৎ ।  
তথোক্তার্থমন্তঃ । বায়ুর্নাসিকে, আদিত্যোহক্ষিণী, দিশঃ কর্ণে, ওষধিবনস্পত্যয়ঃ  
হৃৎ, চন্দ্রমা হৃদয়ম্, যতুঃ নাভিম্, আপঃ শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ । এইরূপে পরমেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, রাজ-

পুরুষগণ ষে রূপ রাজাজ্ঞায় নগরমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অগ্নি—বাগিল্লিয়ের দেবতা বাক্শ্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ বাগিল্লিয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বাকার্য (নিষ্কর উৎপত্তিস্থল) মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। অত্যাশ্চর্যের অর্থও এই প্রকারই। বায়ু নাসিকা-রন্ধ্র দুইটিতে, আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে; দিক্শমূহ উভয় কর্ণে; ওষধি ও বনস্পতিসমূহ হৃদয়ে; চন্দ্র হৃদয়ে, মৃত্যু নাভিতে এবং অগ্নিদেবতা শিশ্নে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রবেশ করিলেন ॥১১৪॥

তমশনায়া-পিপাসে অক্রতামাবাত্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অত্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাস্থ ভাগিত্বৌ করোমীতি। তস্মাদ্ধৃষ্টে কষ্টে চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিত্বাবেতাস্থাম-শনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥১১৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

সরলার্থঃ। [এবং দেবতাস্থ লক্ষ্যধিষ্ঠানাস্থ সত্যীযু] অশনায়া-পিপাসে তম্ (ঈশ্বরম্) অক্রতাম্ (উক্তবর্তো)—আবাত্যাম্ অভিপ্রজানীহি (আবয়োরধিষ্ঠানং চিন্তয় বিধৎস্ব বা) ইতি। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তে (অশনায়া-পিপাসে) অত্রবীৎ—এতাস্থ (অগ্নিপ্রভৃতিষু) দেবতাস্থ এব বাং (যুগাম্) আভজামি (বৃত্তিব্যবহারা অহুগৃহ্মামি); এতাস্থ এব ভাগিত্বৌ (এতাস্থ মধ্যে, যন্তা দেবতাস্থা যো হবির্ভাগঃ স্ত্যং, তন্ত্যঃ তেনৈব ভাগেন যুগামপি ভাগবর্তো) করোমি; ন পুনর্দুঃখোঃ পৃথগ্ভাগং বিদধামি ইতি ভাবঃ) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) ষ্টে কষ্টে চ দেবতায়ৈ হবিঃ (চরুপুরোডাশাদিকং) গৃহ্যতে (অর্প্যতে), অস্ত্যং (তন্ত্যং দেবতাস্থাং) অশনায়া-পিপাসে ভাগিত্বৌ (ভাগবর্তো) এব ভবতঃ, (ন পুনঃ পৃথগ্ভাগমর্হতঃ) ইত্যর্থঃ ॥১১৫॥

মূলানুবাদ। অতঃপর অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জ্ঞাত ও অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান) চিন্তা করুন। [তদন্তরে পরমেশ্বর] তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেই ভাগবৃত্ত করিতেছি—ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জ্ঞাত যে ভাগ নির্বাচিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগের অধিকারী হইবে; [তোমাদের জ্ঞাত আর পৃথক্ ভাগ বিধানের আবশ্যক নাই]। এই কারণেই, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাগ



অর্পিত হইয়া থাকে, অশনায়া-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা ॥২॥

শাকুরভাষ্যম্। এবং লক্ষ্যার্থানাম্ দেবতাস্থ নিরর্থকানে সত্যো  
অশনায়া-পিপাসে তমীশ্বরমজ্ঞতাম্ উক্তবত্যো—আবাভ্যামধিষ্ঠানম্ অভি-  
প্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বৈত্যর্থঃ। স ঈশ্বর এবমুক্তঃ তে অশনায়া-পিপাসে  
অত্রবীৎ, নহি যুবয়োর্ভাবরূপত্যাং চেতনাবদ্বন্দ্বনাশ্রিত্য অস্মাত্ত্বং সম্ভবতি।  
তস্যাং এতাস্থেবাগ্ন্যাচ্চাৎ বাৎ যুবাং দেবতাস্থ অধ্যাত্মাদিদেবতাস্থ আভিজামি  
বৃত্তিসংবিভাগেনাহুগ্ধামি। এতাস্থ ভাগিত্বো যদেবত্যা যো ভাগঃ হবিরাদি-  
লক্ষণঃ স্যাৎ, তস্মাত্তেনৈব ভাগেন ভাগিত্বো ভাগবত্যো বাৎ করোমীতি।  
সৃষ্টাধাবীশ্বর এবং ব্যবধাৎ বস্মাৎ, তস্মাদিহানীমপি বস্মৈ কস্মৈ চ দেবতায়ৈ  
দেবতায়্য অর্থায় হবির্গৃহ্মতে চক্-পুরোডাশাবিলক্ষণম্, ভাগিত্বো এব ভাগ-  
বত্যাংবাব অস্মাৎ দেবতায়্যম্ অশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। এইপ্রকারে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান)  
লাভ করিলে পর, অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা অধিষ্ঠানশূন্য থাকিয়া অর্থাৎ  
স্বতন্ত্র কোন আশ্রয় স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরমেশ্বরকে বলিল—  
আমাদের জন্য অধিষ্ঠান (ভোগস্থান) চিন্তা করুন—বিধান করুন। সেই  
পরমেশ্বরকে এই প্রকার বলা হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যখন  
ঊর্গাদির দ্বারা পরাশ্রিত সং-পদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে আশ্রয়  
না করিয়া অঙ্গভোগ তোমাদের সম্ভবপর হইবে না; অতএব অধ্যাত্ম ও  
অধিদৈবতভাবাপন্ন উক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতেই বৃত্তি-ব্যবস্থা করিয়া  
তোমাদিগকে বৃত্তিভাগী করিতেছি, অর্থাৎ অন্নগ্রহ করিতেছি; উক্ত দেবতাগণের  
মধ্যেই তোমাদিগকে ভাগী (অংশী) করিতেছি, অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে  
চক্, পুরোডাশ প্রভৃতি যে হবির্ভাগ কল্পিত হইবে (যজ্ঞের ভাগ ভোজন করার  
ব্যবস্থা হইবে), সেই দেবতার সেই ভাগ দ্বারাই তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন  
করিতেছি। যেহেতু পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,  
সেই হেতুই এখনও, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে চক্ ও পুরোডাশ প্রভৃতি  
হবিঃ দান করা হয়, ক্ষুধা-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া  
থাকে ॥৯॥৫॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

## তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চানমেভ্যঃ সৃজা  
ইতি ॥১০॥১৥

সরলার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত (চিন্তয়ামাস)—ইমে  
লোকাঃ (অন্তঃপ্রভৃতয়ঃ) চ লোকপালাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) চ [ময়া সৃষ্টাঃ]  
নু। এভ্যঃ (লোকপালেভ্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্]  
ইতি ॥১০॥১৥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর আবার চিন্তা করিলেন যে, আমি  
এই সমুদয় লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি; এখন ইহাদের জন্য  
অন্ন (ভোগ্য) সৃষ্টি করিব ॥১০॥১৥

শাক্তরভাষ্যম্। স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথম্? ইমে নু লোকাশ্চ  
লোকপালাশ্চ ময়া সৃষ্টাঃ; অশনান্না-পিপাসাভ্যাং চ সংযোজিতাঃ। অতো নৈবাৎ  
স্থিতিরঙ্গমন্তরেণ; তস্মাদন্নমেভ্যো লোকপালেভ্যঃ, সৃজৈ সৃজে ইতি। এবং হি  
লোকে ঈশ্বরান্নান্নগ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যং দৃষ্টং স্বেষু। তদ্ব্যবহেৎস্বরূপাণি  
সর্বেষ্বরূপাণি সর্বান্ প্রতি নিগ্রহে অহুগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যমেব ॥১০॥১৥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর আবার এইপ্রকার আলোচনা করিয়া-  
ছিলেন। কি প্রকার? না, এই সকল লোক ও লোকপালকে আমি সৃষ্টি  
করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে অশনান্না (ক্ষুধা) ও পিপাসাহুক্ত করিয়াছি। অন্ন  
ছাড়া ইহাদের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে; অতএব এই সকল লোকপালের জন্য  
অন্ন সৃষ্টি করিব। অগতঃ এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরগণ (প্রভুগণ)  
স্ববিষয়ে (নিজ জনগণের প্রতি) স্বেচ্ছামত নিগ্রহ বা অহুগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ  
স্বাধীন থাকেন; সেইরূপ পরমেশ্বরও যখন সকলের প্রভু, তখন তাঁহারও যে,  
সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অহুগ্রহ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, [ইহা  
স্বীকার করিতেই হইবে] ॥১০॥১৥

সোহপোহভ্যতপৎ তাভ্যোহভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত যা  
বৈ সা মূর্তিরজায়তামং বৈ তৎ ॥১১॥২৥

সরলার্থঃ। সঃ (অন্নং সিংহকুঃ পরমেশ্বরঃ) অপঃ (বস্তৃষ্টা অপঃ)

অভি (লক্ষ্যকৃত্য) অতপৎ (অচিন্ত্যৎ)। অভিতপ্তাভ্যঃ (চিন্তিতাভ্যঃ) তাভ্যঃ (অভ্যঃ) মূর্তিঃ (ঘনসংস্থানং চরাচরম্) অজায়ত (উৎপন্নম্)। যা বৈ সা মূর্তিঃ অজায়ত, তৎ বৈ (এব) অন্নম্ [অভূৎ] ॥১১॥২॥

মূলানুবাদ। সেই ঈশ্বর [অন্নসৃষ্টির ইচ্ছায়] পূর্বের সৃষ্ট অপেক্ষে লক্ষ্য করিয়া তপস্তা (চিন্তা) করিয়াছিলেন। সেই অভিতপ্ত (চিন্তার বিষয়ীভূত) অপ্ হইতে মূর্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্তি উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে পরিণত হইল ॥১১॥২॥

শাক্তরভাষ্যম্। স ঈশ্বরোহন্নং সিসৃক্ষুঃ তা এব পূর্বোক্তা অপঃ উদ্ভিগ্না অভ্যতপৎ। তাভ্য অভিতপ্তাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ মূর্তিঃ ঘনরূপং ধারণসমর্থং চরাচরলক্ষণম্ অজায়ত উৎপন্নম্। অন্নং বৈ তন্মূর্তিরূপং, যা বৈ সা মূর্তিরজায়ত ॥১১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর অন্নসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া সেই পূর্বকথিত অপেক্ষে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই জলরূপ উপাদান হইতে মূর্তি—ধারণসমর্থ ঘনীভূত স্থাবর-জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্তি হইল, তাহাই অন্ন ॥১১॥২॥

তদেনদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসং তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ, তন্না-  
শক্লোদ্বাচা গ্রহীতুম্ স যদ্বৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহত্য হৈবান্ন-  
মত্রপ্শ্যৎ ॥১২॥৩॥

সরলার্থঃ। তৎ এনং (এতৎ) অন্নম্ অভিসৃষ্টং (লোকপালান্নঘ্নে-  
নসৃষ্টং সৎ) পরাঙ (পরাক্ পশ্চাৎস্থং যথা তথা) অত্যজিঘাংসং (লোকপালান্  
অতীত্য গন্তুম্ ঐচ্ছৎ, পলায়িতুম্ ঐচ্ছৎ ইত্যর্থঃ)। [লোকপালসমষ্টিলক্ষণঃ  
পিণ্ডস্ত] বাচা (বাগিন্দ্রিরেণ বচনেনেত্যর্থঃ) অজিঘৃক্ষৎ (তৎ গ্রহীতুম্ ঐচ্ছৎ) ;  
[কিস্ত] বাচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্লোৎ (শক্তঃ ন বত্ব)। সঃ (প্রথমজঃ  
পুরুষঃ) যৎ (যশি) হ এনং (অন্নং) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহীতুং সমর্থঃ অভিব্যাহত্য),  
[তর্হি সর্কো লোকঃ] অন্নম্ অভিব্যাহত্য (অন্নশব্দমাত্রম্ উচ্চার্য) এব হ  
অত্রপ্শ্যৎ (তৃপ্তোভবিস্যৎ), [নতু তথা তৃপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ] ॥১২॥৩॥

মূলানুবাদ। [লোকপালদিগের ভক্ষণার্থ] সৃষ্ট সেই এই অন্ন  
পিছন দিকে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল

( অর্থাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ) । [ এই দেখিয়া আদিপুরুষ ] বাক্যদ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না । আদিপুরুষ যদি কেবল বচনমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্তী লোকেরাও কেবল বচনপ্রয়োগেই ( কথা দ্বারাই ) তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত ( অন্নভক্ষণের আবশ্যক হইত না ) ॥১২॥৩॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তদনং অন্নং লোক-লোকপালান্যর্থ্যভিমুখে সৃষ্টং সৎ, যথা মুখিকাধির্জ্যাজ্ঞানাদিগোচরে সন্, মম মৃত্যুরন্নাদ ইতি মত্বা, পরাগঙ্কতীতি পরাঙ্, পরাক্ সৎ অন্তঃ স্তূ অতীত্য অজিঘাংসং অতিগন্তুমৈচ্ছৎ, পলায়িতুং প্রারভতেত্যর্থঃ । তমন্নাভিপ্রাং মত্বা স লোকলোকপালসংঘাতকার্য্যকরণলক্ষণঃ পিণ্ডঃ প্রথমজ্ঞানাত্মাংস্চারাদানপশ্চন্, তৎ অন্নং বাচা বদনব্যাপারেণ অজিঘৃকং গ্রহীতুমৈচ্ছৎ । তৎ অন্নং নাশকোং ন সমর্থোহভবৎ বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুন্ উপাদাতুন্ । স প্রথমজঃ শরীরী যৎ বধি হ এনং বাচা অগ্রহৈষ্যৎ গৃহীতবান্ স্তাৎ অন্নম্, সর্কোহপি লোকস্তৎকার্য্যতৃত্বাদ্ অভিব্যাহৃত্য হৈবান্নম্, অত্রপশ্চৎ তৃপ্তোহভবিস্ত্যৎ ; ন চৈতদন্তি ; অতো নাশকোং বাচা গ্রহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ব্বজ্ঞোহপি । সমানমুত্তমং ॥১২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই এই অন্নভাবে ইচ্ছুক লোক ও লোকপালদিগের সম্মুখে অন্ন আনিয়া দিলে পর, বিড়াল প্রভৃতির সম্মুখে পতিত ইঁদুর প্রভৃতি যেরূপ —‘ইহার আমার ভক্ষক—মৃত্যুরূপ’ এইরূপ মনে করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে থাকে সেইরূপ সেই অন্নও পরাক্—পিছন দিকে ফিরিয়া ভক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অর্থাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । সমস্ত লোক ও লোকপালগণের সমষ্টিভূত সেই পিণ্ড ( আদিপুরুষ ), তিনি প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, তখন অত্র কোনও অন্নভোক্তা না দেখিয়া, নিজেই বাক্যদ্বারা—বাগিন্ত্রিয়েষ কার্য্য বচনের সাহায্যে সেই পলায়মান অন্নকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি কেবল বচন-দ্বারা অর্থাৎ কথামাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না । সেই প্রথমজ শরীরী বধি শুধু বচন দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল লোকই কেবল অন্ন-শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নেক্রপ হয় না । আমাদের মনে হয়, এই নিমিত্তই প্রথমজ

পুরুষও কেবল বচন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঋতিগুলির অর্থও এই প্রকার ॥১২॥৩॥

তৎ প্রাণেনাজিহ্বকৎ তন্নাশকোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্বৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্শ্যৎ ॥১৩॥৪॥

সরলার্থঃ। তথা, প্রাণেন (ব্রাণেন) তৎ অন্নম্ অজিহ্বকৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]; প্রাণেন তৎ গ্রহীতুং ন অশকোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) প্রাণেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্বো লোকঃ] অন্নম্ অভিপ্রাণ্য (অঙ্গে প্রাণব্যাপারং কৃত্বা) এব অত্রপ্শ্যৎ ॥১৩॥৪॥

মূলানুবাদ। আগের মত প্রাণব্যাপার দ্বারাও সেই অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি প্রাণের কার্য দ্বারাই অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল প্রাণব্যাপার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত ॥১৩॥৪॥

তচ্চক্ষুযাজিহ্বকৎ তন্নাশকোচ্চক্ষুযা গ্রহীতুম্। স যদ্বৈন-  
চ্চক্ষুযাগ্রহৈষ্যদৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্শ্যৎ ॥১৪॥৫॥

সরলার্থঃ। তৎ (অন্নং) চক্ষুযা অজিহ্বকৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ] চক্ষুযা তৎ (অন্নং) গ্রহীতুং নাশকোৎ। সঃ [প্রথমজঃ] যৎ (যদি) চক্ষুযা (চক্ষুরূপাভ্যাসমাত্রাৎ) এনৎ (অন্নম্) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্বো লোকঃ] অন্নং দৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্শ্যৎ।

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ আবার চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কেবল দর্শনমাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপর সকলেও কেবল অন্ন দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিত ॥১৪॥৫॥

তচ্ছোত্রোণাজিহ্বকৎ তন্নাশকোচ্ছোত্রোণ গ্রহীতুম্। স যদ্বৈনচ্ছোত্রোণাগ্রহৈষ্যচ্ছত্বা হৈবান্নমত্রপ্শ্যৎ ॥১৫॥৬॥

সরলার্থঃ। শ্রোত্রেণ (শ্রবণমাত্রেণ) তৎ (অন্নম্) অজিঘৃক্ষৎ শ্রোত্রেণ তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। [সঃ প্রথমজঃ পুরুষঃ] যৎ (যদি) শ্রোত্রেণ এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্কোহপি লোকঃ] অন্নং শ্রদ্ধা এব হ অত্রপ্ত্যৎ ॥১৫॥৬॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয়) দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রবণ দ্বারা সে অন্নগ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল শ্রবণমাত্রেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল শ্রবণ দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিত ॥১৫॥৬॥

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্ৰোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্বৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্ত্যৎ ॥১৬॥৭॥

সরলার্থঃ। তৎ (অন্নং) ত্বচা অজিঘৃক্ষৎ; ত্বচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) ত্বচা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্কো লোকঃ] অন্নং স্পৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্ত্যৎ ॥১৬॥৭॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ ত্বকের দ্বারা অর্থাৎ কেবল স্পর্শ দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ত্বকের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রথমজ পুরুষ যদি ত্বক্ দ্বারাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপর সকলেও অন্ন স্পর্শ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৬॥৭॥

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্ৰোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্বৈনৎ নন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্বা হৈবান্নমত্রপ্ত্যৎ ॥১৭॥৮॥

সরলার্থঃ। মনসা তৎ অজিঘৃক্ষৎ; মনসা (মনোব্যাপারমাত্রেণ) তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) মনসা এনৎ (অন্নম্) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্কো লোকঃ] অন্নং ধ্যাত্বা (চিন্তয়িত্বা) এব হ অত্রপ্ত্যৎ ॥১৭॥৮॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ মন দ্বারা অর্থাৎ মানসিক

সংকল্পের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মন দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই । প্রথমজ্ঞ পুরুষ যদি কেবল মন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপর সকল লোকও কেবল অন্ন চিন্তা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত (ভোজন করিবার আবশ্যক হইত না) ॥১৭॥৮॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশকোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্ । স যদ্বৈন-  
চ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্শ্যৎ ॥১৮॥৯॥

সরলার্থঃ । শিশ্নেন ( পুংশিচছেন ) তৎ অজিঘৃক্ষৎ ; শিশ্নেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্লোৎ । সঃ ( প্রথমজ্ঞঃ পুরুষঃ ) যৎ ( যদি ) শিশ্নেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [ তদা সর্কো লোকঃ ] অন্নং বিসৃজ্য ( বিসর্গং কৃত্বা ) এষ হ অত্রপ্শ্যৎ ॥১৮॥ঃ॥

মূলানুবাদ । প্রথমজ্ঞ পুরুষ তখন শিশ্নের দ্বারা ( জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা ) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না । প্রথমজ্ঞ পুরুষ যদি শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপর লোকও কেবল অন্ন বিসর্গ ( দান ) করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৮॥৯॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ । সৈম্বোহন্নস্ত গ্রহো যদ্বায়ু-  
রন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥১৯॥১০॥

সরলার্থঃ । তথা, অপানেন তৎ ( অন্নম্ ) অজিঘৃক্ষৎ ; তৎ ( অন্নম্ ) আবয়ৎ ( জগ্রাহ—অশিতবান্ ) ; [ তেন হেতুনা ] স এষঃ ( বক্ষ্যমাণঃ ) অন্নস্ত গ্রহঃ ( গ্রাহকঃ ), যৎ ( সঃ ) বায়ুঃ ( অপানঃ বায়ুঃ ) । যৎ ( যঃ ) বায়ুঃ ( অপানঃ ), এষঃ বৈ ( প্রসিদ্ধো ) অন্নায়ুঃ ( অন্নজীবনঃ অনোপ-  
জীবীত্যর্থঃ ) ॥১৯॥১০॥

মূলানুবাদ । [প্রথমজ্ঞ পুরুষ আবার] অপান দ্বারা (অপান বায়ুর কার্য্য অধঃকরণ দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; এবং তাহা দ্বারাই অন্ন গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভোজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এই যে অপান বায়ু, ইহাই অন্নের গ্রহ অর্থাৎ অন্নের গ্রহণ বা ভোজনকারী ; কারণ, এই যে বায়ু, ইহাই অন্নজীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১৯॥১০॥

শাক্করভাষ্যম্ । তৎ প্রাণেন তচ্চক্ষুষা তচ্ছ্রোত্রেণ তত্বচা তন্ননসা তচ্ছিন্নে-  
—তেন তেন করণব্যাপারেনাশ্রয়ং গ্রহীতুমশকুং পশ্চাদপানেন বায়ুনা মুখচ্ছিন্বেণ  
তদঙ্গমঙ্গিস্থকং, তদাবয়বং তদঙ্গমেবং অগ্রাহাশিতবান্ । তেন স এষঃ অপান-  
বায়ুরমশ্য গ্রহঃ অঙ্গগ্রাহক ইত্যেতৎ । যদ্বায়ুঃ যো বায়ুঃ অন্নায়ুঃ অন্নবন্ধনোহঙ্গ-  
জীবনঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ, স এষঃ, যো বায়ুঃ ॥১৩—১২৮—১০॥

ভাষ্যানুবাদ । এইরূপ প্রাণ ( ব্রাণ ), চক্ষু, শ্রোত্র ( কর্ণ ), ত্বক্, মন ও  
শিখরাদি—অধিক কি, কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারদ্বারাই সেই অঙ্গ গ্রহণ করিতে না  
পারিয়া, শেষে অপান বায়ুদ্বারা মুখরন্ধের ( মুখের গর্তের ) সাহায্যে সেই অঙ্গ  
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এই প্রকারে সেই অঙ্গ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । সেই কারণে  
এই অপানবায়ু ‘অঙ্গের গ্রহ’ অঙ্গের গ্রাহক ও অন্নায়ুঃ—অন্নবন্ধন বা অঙ্গজীবী  
বলিয়া যে বায়ু প্রসিদ্ধ, ইহাই সেই বায়ু ॥৪॥১০॥

স ঐক্ষত কথং ব্রিৎ মদৃতে স্মাদিতি ; স ঐক্ষত কতরেন  
প্রপঢ়া ইতি । স ঐক্ষত যদি বাচাভিব্যাহতং যদি প্রাণে-  
নাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা  
স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিন্বেন  
বিসৃষ্টমথ কোহহমিতি ॥২০॥১১॥

সরসার্থঃ । সঃ ( পরমেশ্বরঃ ) [ এবং লোকস্থিতিহেতুভূতম্ অঙ্গং সৃষ্টা ]  
ঐক্ষত—ইধং ( ময়া সৃষ্টং দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং কার্য্যং ) মৎ স্বতে ( মাং  
স্বামিনং বিনা ) কথং ( কেন প্রকারেণ ) স্মাৎ ( সার্থকং ভবেৎ ? ন হি  
ভোক্তারমন্তরেন ভোগ্যং বস্ত সার্থকং ভবতীতি ভাবঃ ) ইতি ; পুনঃ সঃ ঐক্ষত  
—যদি বাচা অভিব্যাহতং ( মামমুপাদায় কেবলং বাট্টেব বাগব্যবহারাদিকং  
সম্প্রদং ভবেৎ ; এবমুত্তরাদি ), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতং, যদি চক্ষুষা দৃষ্টং, যদি  
শ্রোত্রেণ শ্রুতং, যদি ত্বচা স্পৃষ্টং, যদি মনসা ধ্যাতং, যদি অপানেন অভ্যপানিতং,  
যদি শিন্বেন বিসৃষ্টম্, অথ ( তথা ) অহং ( পরমেশ্বরঃ ) কঃ ? ( দেহেন্দ্রিয়াদি-  
সংঘাতেন মম কিমান্ লব্ধঃ ) । [ অভঃ পুনরপি ] সঃ ঐক্ষত—কতরেন ( যসোঃ  
প্রবেশদ্বারসোঃ মুক্ত-পাদাশ্রয়স্বর্মেযো কেন দ্বারেন ) প্রপট্টৈ ( প্রবেশং কুর্য্যাম্ ) ?  
ইতি ॥২০॥১১॥



মূলানুবাদ । সেই পরমেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট না থাকিলে, আমার স্বর্গ এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে ? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে । বিশেষতঃ যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণ প্রাণন ( জীবন কার্য সম্পাদন ) করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় ( কর্ণই ) শ্রবণ কার্য করিল, যদি স্পর্শেন্দ্রিয় ( চর্মই ) স্পর্শন কার্য করিল, মনই যদি চিন্তা করিল, অপান যদি অধোনমন ( নিম্নদিকে চালনা ) করিল, এবং শিশ্নই যদি শুক্রত্যাগ করিল, তাহা হইলে, [ এই দেহে ] আমি কে ? অর্থাৎ দেহের সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ রহিল ? [ অতএব এই দেহে আমার প্রবেশ করা উচিত । এইরূপ স্থির করার পর ] তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, [ দেহমধ্যে প্রবেশের দুইটি পথ আছে—একটি মূর্ধা (মস্তকের উপরিভাগ), অপরটি চরণের অগ্রভাগ, এই দুই পথের কোন্ পথে আমি প্রবেশ করিব ? ॥২০॥১১॥

শাক্তরশ্মিহ্রাসম্ । স এবং লোকলোকপালগজ্যাতস্থিতিম্ অননিমিত্তাং কৃৎস্না পুরপোর-তৎপালয়িতৃস্থিতিসমাং স্বামীব ঈক্ষত—কথং হু কেন প্রকারেণ, হু ইতি বিতর্কনং, ইদং মৎ ঋতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনং ; যদিদং কার্য্যকরণগজ্যাতকার্য্যং বক্ষ্যমাণং, কথং হু খলু মামন্তরেণ স্মাৎ পরার্থং সৎ । যদি বাগাভিব্যাহৃতমিত্যাদি কেবলমেব বাগব্যবহরণাদি, তন্নিরর্থকং ন কথঞ্চন ভবেৎ বলিস্তত্যাদিবৎ ; পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুক্ত্যমানং স্বাম্যর্থং সৎ স্বামিনমন্তরেণ অসত্যেব স্বামিনি, তদ্বৎ । তস্মান্ময়া পরেণ স্বামিনাধিষ্ঠাত্রী কৃতাকৃতফলসাক্ষিভূতেন ভোক্তা ভবিতব্যং পুরশ্চৈব রাজা ।

যদি নানৈতৎ সংহতকার্য্যস্ত পরার্থত্বম্, পরার্থিনং মাং চেতনং ত্রাতারমন্তরেণ ভবেৎ, পুরপোরকার্য্যমিব তৎস্বামিনম্ । অথ কোহং কিংস্বরূপঃ কস্ত বা স্বামী ? যতঃ কার্য্যকরণগজ্যাতমুপ্রবিষ্ট বাগাভিব্যাহৃতাদিফলং নোপলভেৎ, রাজেব পুরমাবিষ্টাধিকৃতপুরুষ-কৃতাকৃতাদিলক্ষণং, ন কশ্চিন্দ্যম্ অয়ং সন্ এবংরূপশ্চেতি অধিগচ্ছেদ্বিচারয়েৎ । বিপর্য্যয়ে তু, ঘোহং বাগাভিব্যাহৃতাদি ইদমিতি

বেদ, স সন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্তব্যোহং স্যাম্, যদর্থমিদং সংহতানাং বাগাদীনাং ভিষ্যাহতাদি। যথা স্তম্ভকুড্যানীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবর্যৈরসংহত-পর্যায়ং তদ্বহিতি। এবমোক্ষিত্বা, অতঃ কতরেণ প্রপত্তা ইতি। প্রপদং চ মুক্তা চাত্ত সংঘাতস্ত প্রবেশমার্গেণী; অনয়োঃ কতরেণ মার্গেণেদং কার্য্যকরণং সংঘাতলক্ষণং পুরং প্রপত্তৌ প্রপত্তৌ ইতি ॥২০॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। নগরাধিপতি বৈরূপ নগর, নগরবাসী ও নগররক্ষকদিগের স্থিতির উপায় বিধান করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ বিভিন্ন লোক (স্থান) ও লোকপালদিগের শরীর রক্ষার জন্য অন্ন সৃষ্টি করিয়া (নগরাধিপতির স্থায়) বিচারপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—(হু শব্দটি বিতর্কবোধক); নগরাধিপতির মত আমার অভাবে ইহা (আমার সৃষ্ট দেহ) কিপ্রকারে থাকিবে? এই যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাত, ইহা যখন পরার্থ (১) তখন আমার অভাবে ইহা কি প্রকার হইবে? বাক্ প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা ত লোকপ্রসিদ্ধ পুণ্ড্রা ও স্তুতিপ্রভৃতির স্থায় উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনমতেই থাকিতে পারে না। অতিপ্রায় এই যে, নগরবাসী ও বনিপ্রভৃতির। যে প্রভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ করে ও উপহার প্রদান করে, তাহা বৈরূপ প্রভুর অভাবে বুধা হয়, দেহব্যবহারও ঠিক সেইরূপ বুধা হইবে। অতএব নগরস্বামীর স্থায় দেহস্বামী আমাকেও কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান করিয়া ভোক্তারূপে অবস্থান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সংঘাতময় (অবয়বসমষ্টি দ্বারা গঠিত) এই দেহ যখন নিশ্চয়ই পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই রচিত, তখন নগরের স্বামী অর্থাৎ অধিপতির উদ্দেশ্যে কৃত নগর ও

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জগতে দুই প্রকার পরার্থ আছে—এক চেতন, অপর জড়। শুদ্ধচেতন বস্তু স্বার্থ, আর অচেতন জড়বর্গ পরার্থ (চেতনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট)। চেতন বস্তু আত্মা নিত্য নির্ম্মলকার, সর্ব্বদা একইরূপে বর্তমান, হস্তরাং তাহার স্থিতি বা অস্তিত্ব পরাপেক্ষিত বা পরের জন্ত নহে—উহা স্বার্থ, কিন্তু অচেতনের স্থিতি সেরূপ নহে; কেননা, অচেতনমাত্রই বিকারশীল—অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; পরিণামের একটা উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যিক; অথচ অচেতন বস্তুমাত্রই যখন জড়—বোধনক্ষমহীন, তখন নিজের পরিণামের ফল সে কখনই ভোগ করিতে পারে না; যেমন গৃহ, শয্যা ও বৃক্ষ প্রভৃতি। গৃহ নির্ম্মিত হয় গৃহস্থের জন্ত, শয্যা প্রস্তুত হয় শয়নকর্তার জন্ত এবং বৃক্ষ ফল প্রদান করে পুরুষের ভোগের জন্ত; হস্তরাং এ সমস্তই পরার্থ,—পরের অর্থাৎ চেতন পুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্তই ইহাদের জন্ম ও স্থিতি; কাজেই এ সমস্তকে পরার্থ বলা হইয়া থাকে। এ সকল জড় বস্তু না থাকিলেও চেতন আত্মার স্থিতি অসম্ভব হইত না।

নগরবাসীদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য যেমন স্বামীর অভাবে বিফল হয়, তেমনি পরার্থে রচিত এই বেহু ও রক্ষা করিতে সমর্থ চেতন কর্তার অভাবে বিফল হইবে। তাহার পর এই দেখে আমিই বা কে ? আমি কাহার স্বামী ? রাজা যদি নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মচারিগণের কৃত ও অকৃত কর্ম্ম নিজ চোখে না দেখেন, তাহা হইলে, তাহার বেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ আমিও যদি বেহেল্লিয়সংঘাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাক্ প্রভৃতির কৃত শব্দাদি ব্যাপার উপলব্ধি না করি, তাহা হইলে, কেহই আমার স্বরূপ ও প্রভাব এই ভাবে জানিতে পারিবে না—আমার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবে না। ইহার বিপরীত হইলেই লোকে বৃদ্ধিতে পারিবে যে, যিনি বাক্ প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য ঠিকমত অনুভব করেন, তিনি সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ ; তাঁহার উদ্দেশ্যেই সংঘাতময় বাক্ প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। শুভ্র কুডু ( কুটীর ) প্রভৃতি অবয়ব-সমষ্টির সম্মেলনে নির্মিত প্রাসাদ প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট পর্বার্থসমূহ যেরূপ অসংহত অপর কোনও বস্তুর উপকারে লাগে, এই দেহসংঘাতও ঠিক সেইরূপ।

এই প্রকার আলোচনার পর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, এই দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার দুইটি—এক প্রপদ ( পারের অগ্রভাগ ), দ্বিতীয় মূর্দ্ধা ( মস্তকের উপরিভাগ ) ; অতএব আমি এই দুইটির মধ্যে কোন্ পথে ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতময় ( ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সমষ্টিস্বরূপ ) এই দেহ-পুরে প্রবেশ করিব ? ॥২০॥১১॥

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপ্যত । সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্মানন্দনম্ । তস্ম ত্রয় আবস্থাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবস্থোহয়মাবস্থোহয়মাবস্থ ইতি ॥২১॥১২॥

সরলার্থঃ। সঃ ( পরমেশ্বরঃ ), [ এবমীক্ষিত্বা ] এতৎ সীমানং ( মূর্দ্ধানং ) বিদার্য্য ( দ্বিধা কৃত্বা ), এতয়া দ্বারা ( মূর্দ্ধলক্ষণেন দ্বারেন ) প্রাপ্যত ( ইমং দেহং প্রবিবেশ ) । সা এষা ( মূর্দ্ধরূপা ) বিদৃতিঃ নাম ( বিদারণাং বিদৃতিনাম প্রসিদ্ধা ) দ্বাঃ ( দ্বারম্ ) ; তৎ এতৎ ( মূর্দ্ধাখ্যং দ্বারং ) নান্দনং ( নন্দতি অনেনেতি নন্দনং, নন্দনমেব নান্দনম্ ) ।

তস্ম ( মূর্দ্ধানং বিদার্য্য জীবভাবেন দেহং প্রবিষ্ট্য পরমেশ্বরস্ম ) ত্রয়ঃ আবস্থাঃ ( বাসস্থানানি—জাগরণকালে দক্ষিণঃ চক্ষুঃ স্বপ্ননাময়ে অন্তর্ম্মনঃ স্নবুপ্তিসময়ে চ হৃদয়াকাশঃ ; অথবা পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বশরীরক্ষেতি ), তথা ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ

(প্রসিদ্ধা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ)। অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ ইতি (পূর্বোক্তানামেবাবসথানাং অঙ্গুল্যা নির্দেশঃ) ॥২১॥১২॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর এই মূৰ্দ্ধদেশ বিদীর্ণ করিয়া সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারটি বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ; (কারণ, ইহা পরমেশ্বর কর্তৃক বিদারিত দ্বার)। সেই এই দ্বারটি নান্দন—আনন্দদায়ক। এইরূপ জীবভাবে দেহে প্রবিক্ত পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি—(১) জাগরণ-কালে দক্ষিণ চক্ষুঃ, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ—মনঃ, (৩) সুষুপ্তিসময়ে (গভীর নিদ্রাকালে) হৃদয়াকাশ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ ও নিজ দেহ, এই তিনটি। তাহার স্বপ্নও তিন প্রকার (১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। ইহা আবসথ, ইহা আবসথ, ইহা আবসথ বলিয়া উক্ত বাসস্থান তিনটিকেই পুনর্ববার নির্দেশ করা হইয়াছে ॥২১॥১২॥

শাক্তরভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা ন তাবদ্ মন্তৃত্যুশ্চ প্রাণশ্চ নম সৰ্কার্থাধিকৃতশ্চ প্রবেশমার্গেণ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপত্তে। কিং ত্বি, পারিশেষ্যাদশ্চ মূৰ্দ্ধানং বিদার্য্য প্রপত্তে ইতি লোক ইব দ্রুতকারী যঃ স্রষ্টেধ্বমঃ, স এতমেব মূৰ্দ্ধনীয়মানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্য্য ছিদ্ৰং কৃৎবা এতয়া দ্বারা মার্গেণ ইমং কার্য্যকরণসংঘাতং প্রাপত্তত প্রবিবেশ। ১

সেয়ং হি প্রসিদ্ধা দ্বাঃ, মূৰ্ধ্নি তৈলাদিধারণকালে অন্তস্তদ্রসাধিসংবেদনাৎ। সৈষা বিদৃতিঃ বিদারিতত্বাদ্ বিদৃতির্নাম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাপি তু শ্রোত্রাদিধারাবি ভৃত্যাদিস্থানীয়সাধারণমার্গত্বাৎ ন সমৃদ্ধীনানন্দহেতুনি। ইৎ তু দ্বারং পরমেশ্বরত্বৈব কেবলম্ভেতি। তদ্ব্যতঃ নান্দনং নন্দনমেব নান্দনমিতি, বৈধ্যং ছান্দসম্। নন্দত্যানেন দ্বারেণ গতা পরাশ্চিন্ ব্রহ্মণীতি। ২

তন্মৈবং সৃষ্টা প্রবিষ্টশ্চ অনেন জীবেনাত্মনা ব্রাহ্ম ইব পূরম্, ত্রয় আবসথাঃ—জাগরিতকালে ইন্দ্রিয়স্থানং দক্ষিণঃ চক্ষুঃ, স্বপ্নকালে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ইত্যেতে; বক্ষ্যমাণা বা ত্রয় আবসথাঃ—পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ং, স্বক শরীরমিতি। ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। নম্ জাগরিতং

প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবৎ, স্বপ্ন এব। কথম্? পরমার্থস্বাত্ম-  
প্রবোধাভাবাৎ স্বপ্নবদসদৃশদর্শনাচ্চ। অন্নমেবাবসথশ্চক্ষুর্দক্ষিণং প্রথমঃ।  
মনোহস্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশতৃতীয়ঃ। অন্নমাবসথ ইত্যুক্তানুকীৰ্ত্তনমেব।  
তেষু হৃদমাবসথেষু পর্যায়ৈণ্যভাবেন বর্তমানোহবিভক্তা দীর্ঘকালং গাঢ়ং  
প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা, ন প্রবৃত্ত্যন্তেহনেকশতসহস্রানর্থসরিপাতজ্জঃখ-মুদগরা-  
ভিঘাতানুভবৈরপি ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার আলোচনার পর পরমেশ্বর স্থির করিলেন  
যে, আমার সর্বকর্মে অধিকারপ্রাপ্ত ভূত্যাহীনীয় প্রাণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছে,  
সেই নিম্নে অবস্থিত চরণের অগ্রভাগ দ্বারা প্রবেশ করিব না; তবে কি?  
না, চরণের অগ্রভাগ ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মূর্দ্ধভাগ বিদারণ করিয়া (মস্তক  
ভেদ করিয়া) প্রবেশ করিব। অগতে বিবেচক পুরুষ যেরূপ করিয়া থাকেন,  
যিনি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর, তিনিও সেইরূপই চিন্তা করিয়া, এই মূর্দ্ধশীমা—যেখান  
হইতে কেশরাশি বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটি বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থানে ছিদ্র  
করিয়া, সেই দ্বারপথে এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে প্রবেশ করিলেন।১

সেই এই রক্তটি একটি প্রসিক্ত দ্বার; কেননা, মস্তকে তৈলাদি তরল দ্রব্য  
ধারণ করিলে, তাহা ঐ পথেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার আর  
এক নাম বিদূতি; ঈশ্বরকর্তৃক বিদারিত হইয়াছে বলিয়া এই দ্বারদেশ বিদূতি  
নামে প্রসিক্ত। ইহা ছাড়া কর্ণ প্রভৃতি দ্বারগুলি ভূত্যাহীনীয় সাধারণ দ্বার  
মাত্র; এই কারণে সে সমুদয় দ্বার আনন্দদায়ক নহে; এটি কিন্তু কেবল  
পরমেশ্বরেরই প্রবেশ-দ্বার; সুতরাং অসাধারণ; এই অন্তই নান্দন (নন্দন)  
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। বৈদিক ব্যাকরণের নিয়মে ‘নন্দন’ শব্দের অকার  
দীর্ঘ (‘নান্দন’) হইয়াছে। লোক যে পথে ব্রহ্ম লাভ করিয়া আনন্দিত হয়,  
তাহার নাম নান্দন।২

নগরাধিপতি রাজার ছায় এই প্রকারে জীবভাবে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের  
আবসথ—বাসস্থান তিনটি। (১) জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান দক্ষিণ চক্ষুঃ, (২)  
স্বপ্ন-সময়ে ভিতরে অবস্থিত মনঃ, (৩) সুষুপ্তি-সময়ে হৃদয়াকাশ, এই তিনটি;  
অথবা বক্ষ্যমাণ (পরে বাহ্যের কথা বলা হইবে, সেই) তিনটি আবসথ—  
(১) পিতৃশরীর (২) মাতৃগর্ভাশয় (৩) নিম্ন শরীর। তিনটি স্বপ্ন অর্থে—  
(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি (গভীর নিদ্রা) গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাগ্রদবস্থা যখন প্রবোধাত্মক (জ্ঞান স্বরূপ)

তখন উহা ত স্বপ্ন ( নিদ্রা ) হইতেই পারে না ? না, একরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না; উহা স্বপ্নই বটে। উহা স্বপ্ন কি প্রকারে ? [ উত্তর— ] যেহেতু উহাতে পরমার্থ-সত্য আত্মবিষয়ক বোধ থাকে না, এবং স্বপ্নের মত অসত্য পদার্থ ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনটি আবসথের মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই প্রথম, অন্তঃকরণ মনঃ দ্বিতীয়, এবং হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ। ঋতিতে যে, তিনবার ‘আবসথ’ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা কথিতেরই অনুবাদ ( পুনরুক্তি ) মাত্র। সেই এই পরমেশ্বর জীবভাবে উক্ত তিনটি স্থানে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক বা অনাদি অবিজ্ঞা দ্বারা দীর্ঘকাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, বহু শত সহস্র অনিষ্টপাতের ফলে দুঃখময় মুদগরের আবাত অনুভব করিয়া ও আগরিত ( আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ) হন না ॥২১॥১২॥

স জাতো ভূতান্ভিত্যৈখ্যং কিমিহাশ্রং বাবদিষদিতি । স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী ॥২২॥১৩॥

সরলার্থঃ । সঃ ( পরমেশ্বরঃ ) জাতঃ ( দেহপ্রবেশেন জীবভাবে গতঃ সন্ ) ভূতানি ( আকাশাদীনি ) অভিত্যৈখ্যং ( জ্ঞাতবান্, ‘মনুজ্যোহম্’ ইত্যাদি প্রকারেণ জ্ঞাতবান্ । ভূতানাম্ আকাশাদীনাম্ প্রাণিদেহানাং চ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্ চিন্তিতবান্ ) । সঃ ( জীবঃ ) ইহ ( শরীরে ) অশ্রং ( স্বব্যতিরিক্তং ) কিং বাবদিষং ( উক্তবান্, নাশ্রং কিমপীতি ভাবঃ ), ইতি ( এতস্মাৎ হেতোঃ, ভূতানি অভিত্যৈখ্যং ইতি সত্বকঃ ) । সঃ ( জীবঃ ) [ কদাচিৎ শাস্ত্রাচার্যোপদেশবশেন ] এতং ( প্রকৃতং সৃষ্টাদিকর্তারং ) পুরুষং ( পুন্নি হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ানং ) এব ততমং ( তততমং অতিশয়েন ব্যাপকং ) ব্রহ্ম ( ব্রহ্মস্বরূপং ) অপশ্রং ( প্রত্যবুধ্যত ) ইষং ( ব্রহ্ম ) অবর্শম্ ( দৃষ্টবান্ অস্মি ) ইত্যর্থঃ ॥২২॥১৩॥

মূলানুবাদ । সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে নিম্নস্বরূপে জানিয়াছিলেন, এবং আমি মনুষ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে উদ্ভিতও করিয়াছিলেন। এই শরীরে তিনি অশ্র কাহারই বা কথা বলিবেন ? তিনি [ জীবরূপে অবস্থান করিয়া ] সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণস্বরূপ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন— আমি আমার স্বরূপ ( ব্রহ্মভাব ) দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ ( জ্ঞান ) লাভ করিয়াছিলেন ॥২২॥১৩॥

শাক্তরত্নাশ্রম। স জাতঃ শরীরে প্রবিষ্টো জীবাশ্রনা ভূতানি অভিব্যেখ্যৎ  
ব্যাকরোৎ। স কবাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্য্যেণ আত্মজ্ঞানপ্রবোধকৃচ্ছনিকায়্যং  
বদাস্ত-মহাভেদ্য্যং তৎকর্ণমূলে তাড্যমানায়্যাম্, এতমেব সৃষ্টাদিকৰ্ত্ত্বেন প্রকৃতং  
পুরুষং পুৰি শয়নশায়ানং ব্রহ্ম—বৃহৎ ততমং—তকারেণৈকেন লুপ্তেন তততমং  
ব্যাপ্ততবং পরিপূর্ণাকাশবং প্রত্যবুধ্যত অপভ্রুৎ। কথম্? ইদং ব্রহ্ম মম  
আত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানস্মি। অহো ইতি। বিচারণার্থা। শ্লুতিঃ  
পূৰ্বম্ ॥২২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর হৃদয়গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাশ্রা-রূপে  
বেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূত-সমূহকে ( জীব সকলকে ) ব্যাকৃত করিয়াছিলেন,  
অর্থাৎ সমস্ত ভূতকে নিজের সহিত একাত্মক বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই জীব  
কোন সময় পরম দয়ালু আচার্য্য কর্ত্ত্বক—যাহার শব্দে আত্ম-জ্ঞান আগ্রিত হয়,  
সেই যেদাস্ত বাক্যরূপ মহাভেদী কানের কাছে বাজান হইতে থাকিলে, সেই জীব  
সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তারূপে বর্ণিত এই পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়-পুরে অবস্থিত আত্মাকে  
ততম ( তততম ) সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ‘ততমম’  
শব্দে একটি ‘ত’ লোপ হইয়াছে; বস্তুতঃ ‘তততমম’ বুঝিতে হইবে। তিনি  
কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ  
স্বরূপ, এই ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, [ এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়া-  
ছিলেন ]। জ্ঞানবিষয়ে বিচার প্রকাশের জন্য ‘ইতী’ শব্দে শ্লুতি তিনমাত্রার  
স্বর ব্যবহার হইয়াছে। [ অভিপ্রায় এই যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থ হইল কি না,  
এইরূপ বিচারের শেষে জ্ঞানের সত্যতা স্থির করিয়া আপনার কৃতার্থতা জানান  
হইয়াছে ] ॥২২॥১৩॥

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিদ্র  
ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ  
পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥২৩॥১৪॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥১॥৩॥

ইতৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ইতৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

সরলার্থঃ । তস্মাৎ ( যস্মাৎ ইদম্ ইত্যপরোক্ষতঃ প্রকৃৎ দৃষ্টবৎ । জীবরূপি  
ব্রহ্ম, তস্মাৎ হেতোঃ ), ইদম্ : ( ইদং পশুতীতি প্রত্যক্ষবর্ণিতাৎ পরমাত্মা ইদম্-  
শব্দবাচ্যঃ ) । ইদম্ : হ বৈ নাম ( ইত্যেতে নিপাতাঃ প্রসিদ্ধার্থাঃ ) । [ এবঞ্চ ]  
ইদম্ সন্তং ( ইদম্ভিন্নান্না প্রসিদ্ধমপি ) তং ( পরমাত্মানং ) পরোক্ষণ  
( পরোক্ষার্থাভিধায়কেন পদেন ) ইদ্র ইতি আচক্ষতে ( ব্যবহরন্তি ) [ ব্রহ্মবিধঃ ;  
পরমপূজনীয়স্ত প্রত্যক্ষনামগ্রহণশ্রুত্যাভ্যাসাদিতি ভাবঃ ] । হি ( যতঃ ) দেবাঃ  
( সুরাঃ ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব ( পরোক্ষনামগ্রহণে এব প্রীতাঃ ) [ ভবন্তি ; তস্মাদেবং  
ব্যাচক্ষতে ইতি ভাবঃ । দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ ] ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাদ্যায় তৃতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা ॥১৩॥

সমাপ্তা প্রথমাদ্যায়-ব্যাখ্যা ॥

মূলানুবাদ । সেই হেতু—( যে হেতু পরমাত্মা জীবভাবে দেহে  
প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ‘এই’ ( ইদম্ ) বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে দর্শন  
করিয়াছিলেন ; সেই হেতু ) তিনি ইদম্, ‘ইদম্ভিন্নান্ন’ নামে জগতে  
প্রসিদ্ধ । তিনি ইদম্ভিন্নান্ন হইলেও, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে  
( ভঙ্গিক্রমে ) ইদ্র নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন । কারণ, দেবগণ  
সাধারণতঃ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । [ অধ্যায়-  
সমাপ্তির জন্য শেষাংশের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ] ॥২৩॥১৪॥

শাক্তরভ্যায়ম্ । যস্মাদিবিধিত্যেব যং সাক্ষাৎপরোক্ষাদ্বক্ক সর্বান্তরমপশ্যৎ,  
ন পরোক্ষণ ; তস্মাদিবিৎ পশুতীতি ইদম্ভিন্নো নাম পরমাত্মা । ইদম্ভিন্নো হ বৈ  
নাম প্রসিদ্ধো লোকে জ্ঞেয়ঃ । তমেবং ইদম্ভিন্নম্ সন্তম্ ইদ্র ইতি পরোক্ষণ  
পরোক্ষাভিধানেনাচক্ষতে ব্রহ্মবিধঃ সংব্যবহারার্থম্, পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনাম-  
গ্রহণভয়াৎ । তথাহি পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষ-নামগ্রহণপ্রিয়া ইব এব হি  
যস্মাৎ দেবাঃ । কিমূত সর্বদেবানামপি দেবো মনোহরঃ । দ্বির্কেনং প্রকৃত্যধ্যায়-  
পরিণমাপ্ত্যর্থম্ ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাদ্যায় তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥১৩॥

ইতি ত্রীমংপরমহংসপরিব্রাজকাচার্ধ্যস্ত ত্রীঃগাবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্ত  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদায়ে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥



ভাষামুবাদ । যে হেতু ‘ইদম্’ (এই) ইত্যাকারে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই সকলের অন্তরে অবস্থিত, ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে নহে, সেই হেতু ‘ইদাকে দর্শন করেন’ এইরূপ অর্থে এই পরমাত্মা ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ । পরমেশ্বর স্বরূপে ইন্দ্রনামেই প্রসিদ্ধ । তিনি এই প্রকারে ইন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদগণ ব্যবহার কালে তাঁহাকে পরোক্ষবাচক ইন্দ্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; কারণ, তিনি পরম পুঙ্জনীয়, এইজন্যই তাঁহার সাক্ষাৎ নাম গ্রহণে ভয় আছে । দেবগণ যখন সাধারণতঃ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ নাম গ্রহণই ভালবাসেন, তখন সর্বদেবতার অধিপতি পরমেশ্বরের আর কথা কি ? আরক-অধ্যায়ের সমাপ্তি বুঝাইতে বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪॥

প্রথম অধ্যানে তৃতীয় খণ্ডের ভাষামুবাদ ॥১৪॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমঃ খণ্ডঃ

আভাসভাষ্যম্ । অগ্নিপ্রথ্যায়ে এষ বাব্যাথঃ—অগ্ন্যংপতিস্থিতিপ্রসন্ন-  
কৃদসংসারী সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তিঃ সৰ্ববিৎ সৰ্বমিদং জগৎ স্বতোহন্তঃস্বতঃস্বতঃ  
অনুপাদায়ৈব আকাশাদিক্রমেণ সৃষ্টী স্বাত্মপ্রবোধনার্থং সৰ্বাণি চ প্রাণাধি-  
মচ্ছরীরাণি স্বয়ং প্রবিবেশ । প্রবিষ্টা চ স্বমাত্মানং যথাভূতমিদং ব্রহ্মান্বীতি  
সাক্ষাৎ প্রত্যব্ধাত ; তস্মাৎ ন এব সৰ্বশরীরেষক এবাত্মা, নাত্ত ইতি ।  
অতোহপি “ন ম আত্মা—ব্রহ্মান্বীত্যেবং বিভাৎ” ইতি, “আত্মা বা ইদমেক  
এবাগ্র আসীৎ” “ব্রহ্ম ততমম্” ইতি চোক্তম্ । অতঃ চ সৰ্বগতস্ত সৰ্বাত্মনো  
বালাগ্রমাত্মমপ্যপ্রবিষ্টং নাস্তি ইতি কথং সীমানং বিচার্য প্রাপত্তত পিপীলিকৈব  
স্বধিরম্ ? ১

নমু অত্যল্পমিহ চোক্তম্ ; বহু চাত্ত চোদয়িতব্যম্,—‘অকরণঃ সন্নীকৃত ।’  
‘অনুপাদায় কিঞ্চিল্লোকানসৃজত ।’ ‘অন্ডাঃ পুরুষং সমুদ্ভূত্যা মুচ্ছয়ৎ ।’ ওষ্ঠাভি-  
ধানানুখাদি নির্ভিন্নম্, মুখাদিত্যশাখাদয়ো লোকপালাঃ ; তেষাঞ্চ অশনাদি-  
সংযোজনম্, তদায়তন-প্রার্থনম্, তদর্থং গবাদিপ্রদর্শনম্, তেষাঞ্চ যথায়তন-  
প্রবেশনম্, সৃষ্ট্যান্নস্ত পলায়নম্, বাগাদিভিত্তিজিঘৃক্ষা, এতৎ সৰ্বং সীমাবিদারণ-  
প্রবেশনমমেব ২২

অস্ত তর্হি সৰ্বমেবেদমনুগম্যম্ । ন, অত্মাববোধমাত্রস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ  
সর্বোহন্নমর্থবাদ ইত্যদোষঃ । মায়্যবিবদ্বা ;—মহামায়ান্দী দেবঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তিঃ  
সৰ্বমেতচ্চকার, স্খাববোধপ্রতিপত্ত্যর্থং লোকবদাধ্যাত্মিকাদিপ্রপঞ্চ ইতি যুক্ততঃ  
পঞ্চঃ । নহি সৃষ্ট্যাধ্যাত্মিকাদিপরিজ্ঞানাৎ কিঞ্চৎ ফলমিচ্ছতে । ঐক্যাব্যবরূপ-  
পরিজ্ঞানান্তু অমৃতত্বং ফলং সর্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধম্ । স্মৃতিষু চ গীতাগ্ভাষ—“সমং  
সর্বেষু তূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্” ইত্যাদি ৩৩

নমু ত্রয় আত্মানঃ, ভোক্তা কর্তা সংসারী জীব একঃ সৰ্বলোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ ।  
অনেকপ্রাণিকর্মফলোপভোগবোধ্যানেকাধিষ্ঠানবল্লোকদেহনির্মাণেন নিম্নেন  
যথাসাশ্রয়প্রদর্শিতেন—পুরপ্রাসাদাদিনির্মাণনিম্নেন তদ্বিবরকৌশলজ্ঞানবান্ তৎকর্তা  
তদ্বাদিশিব ঈশ্বরঃ সৰ্বজ্ঞো অগতঃ কর্তা দ্বিতীয়শ্চেতন আত্মা অবগম্যতে ।  
“স্বতো বাচো নিবর্তন্তে ।” “নেতি নেতি” ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঔপনিষৎ

পূর্ববৃত্তীঃ। এষমেতে ত্রয় আত্মানোহতোহন্তবিলক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এষাত্মা অদ্বিতীয়েহসংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে? তত্র জীব এব তাবৎ কথং জায়তে? নহেবং জায়তে শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টা আদেষ্টাঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতেতি ॥৪

নহু বিপ্রতিষিদ্ধং জায়তে—যঃ শ্রবণাদিকর্তৃত্বেন অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতেতি চ। তথা “ন মতেষ্মন্তারং মন্তীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজ্ঞানীয়াঃ” ইত্যাদি চ। সত্যং বিপ্রতিষিদ্ধম্, যদি প্রত্যক্ষেন জায়তে সুখাদিবৎ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানঞ্চ নিবার্যতে “ন মতেষ্মন্তারম্” ইত্যাদিনা। জায়তে তু শ্রবণাদিলিঙ্গেন; তত্র কুতো বিপ্রতিষেধঃ? ॥৫

নহু শ্রবণাদিলিঙ্গেনাপি কথং জায়তে, যাবতা যদা শৃণোতি আত্মা শ্রোতব্যাং শব্দম্, তদা তস্মৈ শ্রবণাদিক্রিয়ৈব বর্তমানত্বাৎ মনন-বিজ্ঞানক্রিয়ে ন সম্ভবত আত্মনি পরত্র বা। তথা অহুত্রাপি মননাদিক্রিয়াম্। শ্রবণাদিক্রিয়াম্চ অব্যবহায়েষ। নহি মন্তব্যাদহুত্র মন্তর্মননক্রিয়া সম্ভবতি ॥৬

নহু মননঃ সর্বমেব মন্তব্যম্। সত্যমেবম্; তথাপি সর্বমপি মন্তব্যং মন্তারমন্তরেণ ন মন্তুং শক্যম্। যথৈবং কিং জ্ঞাৎ? ইদমত্র জ্ঞাৎ—সর্বম্ যোহয়ং মন্তা, স মন্তেষেতি ন মন্তব্যঃ জ্ঞাৎ। ন চ দ্বিতীয়ে মন্তর্মনস্তান্তি। যদা স আত্মনৈব মন্তব্যঃ, তদা যেন চাত্মনা মন্তব্যঃ, যশ্চ মন্তব্য আত্মা, তৌ দৌ প্রসঙ্গেয়মাত্ম। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্তু-মন্তব্যাত্মেন বিশকলীভবেৎ। বংশাদিবৎ, উভয়থাপ্যনুপপত্তিরেব। যথা প্রদীপয়োঃ প্রকাশ-প্রকাশকত্বানুপপত্তিঃ, সমত্বাৎ, তদ্বৎ ॥৭

ন চ মন্তর্মনস্তব্ধে মননব্যাপারশূন্তঃ কালোহন্ত্যাশ্রয়মননায়। যদাপি লিঙ্গেনাত্মানং মনুতে মন্তা, তদাপি পূর্ববদেব লিঙ্গেন মন্তব্য আত্মা, যশ্চ তস্মৈ মন্তা, তৌ দৌ প্রসঙ্গেয়মাত্ম; এক এব বা দ্বিধেতি পূর্বোক্তো দোষঃ। ন প্রত্যক্ষেন, নাপ্যনুমানেন জায়তে চেৎ, কথমুচ্যতে “স ম আত্মেতি বিজ্ঞাৎ” ইতি? কথং বা শ্রোতা মন্তেষাদি? ॥৮

নহু শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মা, অশ্রোতৃত্বাদি চ প্রসিদ্ধমাত্মনঃ; কিমত্র বিষমং পশ্যসি? যতপি তব ন বিষমম্, যম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম্? যদাসৌ শ্রোতা, তদা ন মন্তা; যদা মন্তা, তদা ন শ্রোতা। তত্রৈবং সতি পক্ষে শ্রোতা মন্ত, পক্ষে ন শ্রোতা নাপি মন্তা। তথাত্মাপি চ। বদৈবম্, তদা শ্রোতৃত্বাদি-ধর্ম্মবানাত্মা অশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ বেতি সংশয়স্থানে কথং তব ন বৈষম্যম্?

যদা দেবদত্তো গচ্ছতি, তদা ন স্বাতা গন্তেব। যদা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্তা স্বাতৈব, তদাস্ত পক্ষ এব গন্তুং স্বাতৃৎক্ষ, ন নিত্যং গন্তুং স্বাতৃৎক্ষ বা, তদং ॥৯

তথৈবাত্র কাণাদাদয়ঃ পশুন্তি। পক্ষে প্রাপ্তেনৈব শ্রোতৃভাদিনা আত্মোচ্যতে শ্রোতা মন্তেত্যাধিবচনাৎ। সংযোগজ্জন্মযোগপত্ন্যক জ্ঞানশ্চ হ্যচক্ষতে। বর্ষশ্চি চ ‘অন্ত্রমনা অভুবৎ নাদর্শম্’ ইত্যাদি যুগপজ্জ্ঞানোৎপত্তির্মনসো লিঙ্গমিতি চ শ্রাব্যম্। ভবত্বেনং; কিং তব নষ্টম্ যত্ত্বেনং শ্রাৎ? অত্বেনং তবেষ্টং চেৎ; শ্রুত্যাশ্চ ন সম্ভবতি। কিং ন শ্রোতা মন্তেত্যাধিঃ শ্রুত্যাঃ? ন, ন শ্রোতা ন মন্তেত্যাধিবচনাৎ ॥১০

নহু পার্থক্যেন প্রত্যুক্তং ত্বয়া; ন, নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাভ্যুপগমাৎ; “ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতৈর্বিপরিলোপো বিত্ততে” ইত্যাদিশ্রুতঃ। এবং তর্হি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ্জ্ঞানোৎপত্তি-জ্ঞানোভাবশ্চাত্মনঃ কল্পিতঃ শ্রাৎ? তচ্চানিষ্টমিতি। নোভয়দোষোপপত্তিঃ, আত্মনঃ শ্রুত্যাশ্রিত্যাদিশ্রোতৃত্বাধি-ধর্মবস্তুশ্রুতঃ। অনিত্যানাং মূর্তানাঞ্চ চক্ষুরাদীনাং দৃষ্ট্যাভ্যনিত্যত্বমেব সংযোগবিরোধগর্হণীয়ম্। যথা অগ্নেজ্জলনং তৃণাদিসংযোগজ্জ্বাৎ, তদং। ন তু নিত্যশ্চামূর্তশ্চাসংযোগ-বিভাগগর্হণঃ সংযোগজ-দৃষ্ট্যাভ্যনিত্যত্বমেব সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ “ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্বিপরিলোপো বিত্ততে” ইত্যাপ্তা ॥১১

এবং তর্হি হে দৃষ্টী—চক্ষুঃ। অনিত্যা দৃষ্টিঃ, নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চ হে শ্রুতী—শ্রোত্রস্থানিত্যা, নিত্যা চাত্মস্বরূপশ্চ। তথা হে মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যবাহ্যে। এবং হেব চেয়ং শ্রুতিরূপপন্ন ভবতি—“দৃষ্টেদ্রষ্টী শ্রুতঃ শ্রোতা” ইত্যাপ্তা। লোকেহপি প্রসিদ্ধং চক্ষুঃশক্তিমিরাগমাপায়য়োঃ নষ্টা দৃষ্টির্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষুদৃষ্টেন্নিত্যত্বম্। তথাচ শ্রুতিমত্যাধীনামাদ্রষ্ট্যাধীনাস্থ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব লোকে। বদতি হি উক্ততচ্চক্ষুঃ স্বপ্নেহস্ত ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি। তথা অবগতবাধির্ধ্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্তোহন্তেত্যাধি। যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো নিত্যা দৃষ্টিত্বপ্রাশে নশ্চেত, তদা উক্ততচ্চক্ষুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্যৎ। “ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টে”-রিত্যাপ্তা চ শ্রুতিরূপপন্ন শ্রাৎ। “তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশুতি” ইত্যাপ্তা চ শ্রুতিঃ ॥১২

নিত্যা আত্মনো দৃষ্টিকর্তৃহানিত্যদৃষ্টেগ্রাহিকা। বাহ্যদৃষ্টেহ উপলব্ধিপারিত্য-নিত্যধর্মবস্তু গ্রাহিকায়। আত্মদৃষ্টেত্ত্বদবভাসদম্ অনিত্যত্বাদি প্রাপ্তি-নিমিত্তং

লোকশ্চেতি ব্রুতুম্ । যথা ভ্রমণাধিধর্মবদনাতাদিবস্তবিসয়দৃষ্টিরপি ভ্রমতীব, তৎ ।  
তথা চ শ্রুতিঃ “ধ্যায়তীব লেলায়তীবতি” । তস্মাদাশ্রদৃষ্টে নির্ভীত্যান্ন বৌগপত্তম-  
বৌগপত্তং বাস্তি । বাহানিত্যদৃষ্ট্যপাধিবশাত্ত্ব লোকশ্চ তাকিকাগাঞ্চ আগম-  
সম্প্রদায়বর্জিতত্বাৎ অনিত্যা আশ্রনো দৃষ্টিরিত্তি ভ্রান্তিরূপপন্নৈব । জীবেশ্বর-  
পরমাত্মভেদকল্পনা চৈতন্নিমিত্তৈব ॥১৩

তথা অস্তি নাস্তীত্যাত্মাঃ যাবস্তো বাস্মনসরোর্ভেদা যত্রৈকং ভবন্তি, তদ্বিস্মায়া  
নিত্যায়াদৃষ্টে নির্বিশেষায়াঃ । অস্তি নাস্তি, একং নানা, গুণবদগুণম্, জ্ঞানাত্তি  
ন জ্ঞানাত্তি, ক্রিয়াবদক্রিয়ম্, ফলবদফলম্, সর্বীজং নির্বীজম্, সূক্ষ্মং দ্রুতম্,  
মধ্যমমধ্যম্, শূন্যমশূন্যম্, পরোহহমন্তঃ, ইতি বা সর্ববাক্ প্রত্যয়গোচরে স্বরূপে  
যো বিকল্পয়িতুমিচ্ছতি, স নূনং ধমপি চর্মযদেষ্টয়িতুমিচ্ছতি সোপানমিব  
চ পস্ত্যামারোঢ়ুম্ ; জলে থে চ মীনানাং বয়সাং চ পৰং দৃঢ়তে ;  
“নেতি নেতি” “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, “কো অন্ধা বেদ”  
ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাং ॥১৪

কথং তর্হি তস্য স ম আশ্রোতি বেদনম্ ; ক্রহি কেন প্রকারেণ তমহং স ম  
আশ্রোতি বিদ্যাম্ । অত্রাধ্যায়িকানাচক্ষতে—কশ্চিৎ কিম মনুষ্যো মুঞ্চঃ কৈশ্চিদ্ধন্তঃ  
কস্মিংশ্চিৎপরাধে সতি, “ধিক্ ত্বাম্, নাসি মনুষ্যঃ” ইতি । স মুঞ্চতয়া আশ্রনো  
মনুষ্যত্বং প্রত্যায়িত্বং কক্ষিপেত্যাহ—ব্রবীতু ভবান্ কোহহমস্মীতি । স তস্য  
মুঞ্চতাং জ্ঞাত্বাহ—ক্রমেণ বোধয়িষ্যামীতি । স্থাবরাশ্রাভাবমপোহ ন  
অমমনুষ্য ইত্যুক্তা উপসরাম । স তং মুঞ্চং প্রত্যাহ—ভবান্ মাং বোধয়িত্বং  
প্রবৃত্তভূকীং বভূব, কিং ন বোধয়তীতি । তাদৃগেব তদ্বততো বচনম্ ।  
নাস্তমনুষ্যঃ ইত্যুক্তেহপি মনুষ্যত্বমাস্রনো ন প্রতিপত্ততে যঃ, স কথং  
মনুষ্যোহসীত্যুক্তেহপি মনুষ্যত্বমাস্রনঃ প্রতিপত্ততে । তস্মাৎ যথাশাস্ত্রোপদেশ  
এবাশ্রাববোধবিধিঃ, নাস্তঃ । নহি অগ্রেদাহং তৃণাদি অতেন কেনচিদ্ধিগু-  
ণক্যম্ ॥১৫

অতএব শাস্ত্রম্ আশ্রয়রূপং বোধয়িত্বং প্রবৃত্তং সৎ অমনুষ্যত্ব-প্রতিবেদেনেব  
“নেতি নেতি” ইত্যুক্তোপসরাম । তথা “অনন্তরমবাহম্” “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম  
সর্বমাহুঃ” ইত্যাহ্বাননম্ ; “তত্ত্বমসি” “যত্র সত্য সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং  
পশ্যেৎ” ইত্যেবমাত্মপি চ ॥১৬

যাবদরম্বেব যথোক্তমিমমাত্মানং ন বেত্তি, তাবদরং বাহানিত্যদৃষ্টিলক্ষণ -

মুপাধিমাশ্রয়েনোপেত্য অবিচ্ছিন্না উপাধিধর্ম্মানাত্মনো মত্তমানো ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্ধ্যন্তেষু  
স্থানেষু পুনঃ পুনরাবর্তমানঃ অবিচ্ছাদিকামকর্ম্মবশাৎ সংসরতি ॥১৭

ন এবং সংসরন্ উপাস্তদেহেজ্জিন্নসত্ত্বাতং ত্যজতি ; ত্যক্তা অত্মমুপাদিতে । পুনঃ  
পুনরেবমেব নদীপ্রোতোবজ্জগ্গমরণ-প্রবদ্ধাবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানঃ কাভিরবস্থাভির্বর্ত্ততে  
—ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ বৈরাগ্যাহেতোঃ—

আভাসভাষ্যের অনুবাদ । দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে, তাহার  
সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে প্রাপ্ত অর্থ এইরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-  
সংহারকারী অংশসারী সর্ববিদ্ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর নিজস্ব ভিন্ন অত্ম  
কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই আকাশাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তিনি  
নিজেই আপনাকে জানিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সমস্ত শরীরের  
মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং প্রবেশ করিয়া ( জীবভাবাপন্ন হইয়া )—‘ইৎ  
ব্রহ্ম অস্মি’ অর্থাৎ আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম স্বরূপ, এইরূপে নিজের আত্মাকে  
ঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণি-  
শরীরে তিনিই একমাত্র আত্মা, তাহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন আত্মা নাই । অত্ম  
স্থানেও বলা হইয়াছে যে, ‘আমি সর্বভূতে ( সকল জীব ) সমান—ব্রহ্মাত্মস্বরূপ  
এইরূপ জানিবে’ এবং ‘সৃষ্টির অগ্রে ইহা একমাত্র আত্মা-স্বরূপই ছিল’, ‘ব্রহ্ম  
সর্বব্যাপী’ । ভালকথা, অত্ম শ্রুতি হইতে যখন জানিতে পারা যাইতেছে যে,  
সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক ( সর্বময় ) আত্মার ক্ষুদ্র কেশাগ্রপরিমাণ অংশও কোথায়ও  
অপ্রবিষ্ট নাই, তখন পিপীলিকা ঘেরূপ গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও সেইরূপ  
মূর্ছগীমা অর্থাৎ মস্তকের উপরিভাগ বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিল  
কিরূপে (১) ? ॥১

হাঁ, ইহা অতি সামান্য আপত্তি ; এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তির বিষয়  
আছে—‘তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও দীক্ষণ করিলেন’, ‘কোন কিছু না লইয়াই  
লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন’ । ‘জন্ম হইতে পুরুষবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বদ্ধিত  
করিয়াছিলেন’ । তাহার সংকল্প হইতে পুরুষের মুখাদি অভিব্যক্ত অর্থাৎ উৎপন্ন

(১) তাৎপর্য্য—পূর্কোক্ত প্রবেশবোধক শ্রুতিদ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করা  
হইয়াছে ; কিন্তু ভাষাতে সন্দত হইতেছে না ; কারণ, পরমাত্মা অশরীরী ; হস্তরূপ শরীর না থাকায়  
সীমাবিধারণ করা ( ছিদ্র করা ) সম্ভব হয় না ; তাহার পর, পরমাত্মা সর্বব্যাপী অর্থাৎ সর্বত্রই  
তিনি আছেন ; হস্তরূপ তাহার পক্ষে প্রবেশ করাও সম্ভব হইতেছে না । অতএব প্রবেশবাক্য  
হইতে জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থিত হইতে পারে না ।

হইয়াছিল, এবং সুখাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; সেই লোকপালদিগের আবার অশনায়া (ক্ষুধা) প্রভৃতির সহিত যোগ এবং তাহাদের আয়তনের (বাসস্থানের) প্রার্থনা ; তদনুসারে গবাদির (গোক প্রভৃতি) বেহ প্রদর্শন ; তাহার পর লোকপালগণের বথাযোগ্য আয়তনে প্রবেশ ; সৃষ্ট অঙ্গের আবার ভয়ে পলায়ন ও বাগাদিকর্তৃক সেই পলায়মান অঙ্গকে ধরিবার চেষ্টা—এ সমস্তই ত লীলাবিদারণ ও প্রবেশের তুল্য ; [সুতরাং আপত্তির যোগ্য] ॥২

আচ্ছা, ভাল কথা, উপরে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, সে সমস্ত বিষয় অসম্ভবতই হউক ; ক্ষতি কি ? না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে আত্মবোধই শ্রুতির একমাত্র বক্তব্য ; সুতরাং তাহা ছাড়া সমস্ত কথাই অর্থবাদ—আত্মবোধের স্ততিবাক্য মাত্র ; কাষেই ইহাতে কোন দোষ নাই । অথবা মারাবীর দৃষ্টান্তেও ঐ আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে ; অর্থাৎ মহামায়াসম্পন্ন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন ; ইহা জানিলে তাঁহাকে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া লৌকিক রীতি অনুসারে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা (গল্প) বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত ঘটনা সত্য নহে) ; এই পক্ষ অর্থাৎ মত অধিকতর যুক্তিসম্মত হয় । কেন না, সৃষ্টিবিষয়ক আখ্যায়িকাদি জানিলে যে অল্প কোনও ফল হয়, ইহা ত শ্রুতির অভিমত নহে ; পরন্তু আত্মার একত্ব ও বথার্থ স্বরূপ জানিলে যে, মোক্ষ ফল লাভ হয়, ইহা সমস্ত উপনিষদে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রেও ‘সর্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই বলা হইয়াছে ॥৩

[আত্মার একত্বের বিরুদ্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছে।] ভাল ; তিনপ্রকার আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে—[এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর ও তৃতীয় পরব্রহ্ম।] তাহার মধ্যে কর্তা ভোক্তা ও সংসারী জীব বলিয়া প্রথম আত্মা সমস্ত লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। নগর ও প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণরূপ কার্য্য দেখিয়া সে বিষয়ে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন সুত্বয় (ছুতার) প্রভৃতি যেমন সেই নগরাদির নির্মাণকারী বলিয়া বোঝা যায়, তেমনি শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ প্রাণীর কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত নানাপ্রকার স্বর্গাদি লোক (ভুবন) ও দেহ ইত্যাদি নির্মাণরূপ হেতুদ্বারা, তাহার কর্তারূপে সর্বজ্ঞ চেতন পরমেশ্বরও আছেন বলিয়া বোঝা যায় ; তিনিই দ্বিতীয় আত্মা । তাহার

পর, 'বাক্যসমূহ যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' (যিনি বর্ণনার অতীত) ও 'নেতি নেতি' ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ যে পুরুষ (পরব্রহ্ম) যাহার বিষয় উপনিষদ হইতে জানা যায়; তিনি হইতেছেন তৃতীয়। এই প্রকার পরস্পর বিভিন্নস্বভাব তিনটি আত্মা [প্রমাণিত হইতেছে]। তবে কি প্রকারে বৃত্তিতে পারা যায় যে, অদ্বিতীয় অসংসারী আত্মা একই বটে? এবং তাহাতে জীবেরই বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি প্রকারে? [কেন?] জীবের অস্তিত্ব ত—জীব শ্রোতা মন্তা (চিন্তাকারী) দ্রষ্টা, আদেশকারী, বিধোষণকারী, বিজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাতা এই প্রকারেই জানা যাইতেছে ॥৪

হাঁ, জীববিষয়ক এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধ জ্ঞানই; কারণ, শ্রবণাদির কর্তারূপে, যে জীবকে জানা যায়, সেই জীবই আবার ঋতিতে 'অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা' বলিয়া কথিত হইয়াছে; [সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান ঋতিবিরুদ্ধই হইতেছে]। [জীব যে জ্ঞানের অতীত সে সম্বন্ধে] আরও আছে—'মতির (মনের) মননকারীকে চিন্তা করিও না, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিও না' ইত্যাদি। হাঁ, তাহা হইলেই উক্ত জ্ঞান বিরুদ্ধ হইত, যদি সুখদুঃখাদির মত আত্মাও প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত; তাহা ত হয় না; কেননা; "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদি ঋতি কেবল জীববিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই নিবারণ করিয়াছেন। আত্মা যখন শ্রবণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞাত বা অহ্মনিত; তখন আর বিরোধ কিসের? ॥৫

ভাল কথা, শ্রবণাদি উপায় দ্বারাই বা আত্ম-বিজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? কেননা, আত্মা যে সমস্ত শ্রোতব্য (চুনিবার যোগ্য) শব্দ শ্রবণ করে, সে সময়ে, আত্মা কেবল শ্রবণ-ক্রিয়া লইয়াই বর্তমান থাকে; সুতরাং সে সময়ে আপনাতে বা অন্তর কোথাও তাহার মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া সম্ভবপর হয় না; মননাদি ক্রিয়া-স্থলেও এইরূপই ব্যবস্থা। শ্রবণাদি ক্রিয়াগুলি নিষ্ক নিষ্ক বিষয়েই (শব্দাদি বিষয়েই) নিবদ্ধ; সুতরাং মননকর্তার যে মননক্রিয়া (চিন্তা), তাহা, কখনই সম্ভব্য (চিন্তাবোধ্য) বিষয় ভিন্ন অন্তর—আত্মাতে হয় না বা হইতে পারে না ॥৬

কেন, মনের ত সমস্ত বিষয়ই সম্ভব্য (চিন্তাবোধ্য)? হাঁ, এ কথা যদিও সত্য; তথাপি মননের কর্তা থাকা আবশ্যিক; কর্তা ছাড়া কোন সম্ভব্য বিষয়ই মনন করিতে পারা যায় না। এরূপ হইলেই বা কি হইবে? ইহাতে এই হইবে যে, এই যিনি সকলের মন্তা (মননের অর্থাৎ চিন্তার কর্তা), তিনি মন্তাই



থাকিবেন, কখনও মস্তব্য ( চিন্তার বিষয়বস্তু ) হইতে পারিবেন না; অথচ মস্তব্য মননকারী দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সেই মস্তব্য যদি নিজেই নিজের মস্তব্য ( চিন্তনীয় বস্তু ) হইত, তাহা হইলেই, যে আত্মা দ্বারা মনন করা হইত, এবং যে আত্মা মননের বিষয়ীভূত হইত, তাহাধের দ্বিত্ব বা ভেদ সম্ভবপর হইত; অথবা দুইভাগে বিভক্ত একই বংশধও প্রভৃতির দ্বারা, এক আত্মাই মননের কর্তা ও মননের বিষয়রূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িত; কিন্তু এই উভয় প্রকার বলানাই ত অসম্ভব হইতেছে; যেমন দুইটি প্রদীপের মধ্যে একটি অপরটির প্রকাশক হয় না; কারণ, উভয়ই সমান; ইহাও ঠিক সেইরূপ ॥৭

বিশেষত: আত্মা, যে সময় মস্তব্য বিষয় মনন করে, সে সময় উক্ত মনন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কপূত্র এমন একটুকু ক্ষুদ্র কালও নাই যে, যে কালে আত্মা তাহা আত্মার নিজের বিষয়েও মনন হইতে পারে; [ অথচ একই সময়ে দুইটি পৃথক্ জ্ঞান হওয়া যুক্তিবিমুদ্র ]। আর যদি ক্রিয়া প্রভৃতি কোনপ্রকার লিঙ্গ ( চিহ্নজাপক হেতু ) দ্বারা আত্মা আত্মার মনন করে বলিয়া অহুমান কর, তাহা হইলেও পূর্বের দ্বারা মস্ত্য ও মস্তব্যভেদে আত্মার দুইটি ভাগ হইয়া পড়ে, অথবা দুই ভাগে বিভক্ত বংশধগাধির দ্বারা এক আত্মারই দ্বিত্বপ্রাপ্তিরূপ পূর্বোক্ত দোষ হইতে পারে। ভাল, প্রত্যক্ষ বা অহুমান দ্বারাও যদি আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাহা হইলে কিরূপে বলা হয় যে, ‘তিনিই আমার আত্মা’ এইরূপে জানিবে এবং কিরূপেই বা ‘শ্রোতা মস্ত্য’ ইত্যাদি প্রকারের আত্মাকে বিশেষিত করা হয়? ॥৮

ভাল কথা, আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ( শোনা দেখা ইত্যাদি ) ধর্ম্য শ্রুতিতে কথিত আছে, এবং তাহার অশ্রোতৃত্বাদি স্বভাবও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ইহাতে তুমি কি অসম্মতি দেখিতেছ? হাঁ, যদিও তোমার নিকট বিষম বলিয়া মনে না হউক, তথাপি আমার নিকট কিন্তু ইহা বিষম বা অসম্মত বলিয়াই মনে হইতেছে। যদি বল কেন? [ বলিতেছি— ] এই আত্মা যে সময়ে শ্রোতা হয়, ঠিক সেই সময়েই মস্ত্য হয় না; আবার যে সময়ে মস্ত্য হয়, ঠিক সেই সময়েই শ্রোতা হয় না; [ কারণ, একই সময়ে দুই প্রকার জ্ঞান হয় না ]। এইরূপ হইলে এই দাঁড়াইল যে, আত্মা একপক্ষে শ্রোতাও বটে, মস্ত্যও বটে, আবার পক্ষান্তরে শ্রোতাও নহে, মস্ত্যও নহে। অত্যাশ্চর্য জ্ঞানসম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। যখন এইরূপ অবস্থা, তখন, আত্মা কি শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্যযুক্ত, অথবা শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্যরহিত? এই প্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা থাকার তোমার নিকটই বা বৈষম্য

(অসঙ্গতি) বোধ হইতেছে না কেন? কেননা, দেবদত্ত (কোন ব্যক্তি) যে সময় গমন করিতে থাকে, সে সময় সে স্থাতা (অবস্থানকারী, দাঁড়ান আছে এমন) হয় না, কিন্তু গম্ভাই (গমনকারীই) হয়; আবার যখন অবস্থান করে, তখনও গম্ভা হয় না, পরন্তু স্থাতাই (স্থিতিশীলই) হইয়া থাকে। সে সময় যেমন ইহার গম্ভ্য (গতি) ও স্থাত্য (স্থিতি), উভয়ই পার্থক্য, অর্থাৎ একটি হইলে অত্রটি হয় না, কোনটিই নিত্য নহে; ইহাও সেইরূপ ॥

কণাদমতাবলম্বী ও অত্রাণ্ড বার্ষনিক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। আত্মা পার্থক্য শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মেই বিশেষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার যে শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা তাহার স্বাভাবিক বা নিত্য-সিদ্ধ নহে, পরন্তু পার্থক্য অর্থাৎ সাময়িক, অনিত্য। সেই পার্থক্য শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা আত্মাকে ‘শ্রোতা’ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। কেননা, ঋতিতে ‘শ্রোতা ও মন্তা’ ইত্যাদি উক্তি রহিয়াছে। তাহার পর, তাঁহারা জ্ঞানকেও সংযোগ (তৎ ও মনের সংযোগ হইতে জাত) ও অযুগপদ্বাবী (যাহা একসঙ্গে একের বেশী হয় না) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে অগ্নিস্থিরের সহিত মনের সংযোগই জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, এবং একই সময়ে দুইটি জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। তাঁহারা একই সময়ে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপত্তির বিপক্ষে—‘আমার মন অত্র বিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাই নাই’ ইত্যাদি ব্যবহারকে হেতুরূপে দেখাইয়া থাকেন; এবং সেই সিদ্ধান্তকেই গ্রায্য বলিয়া বিবেচনা করেন (১)। [অতঃপর পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—যখন কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এইরূপ, তখন] এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে তোমার (সিদ্ধান্তবাদের) ক্ষতি বা

(১) তাৎপর্য—কণাদসম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞানমাত্রের প্রতিই তৎকের সহিত মনঃসংযোগ সাধারণ কারণ; অর্থাৎ অগ্নিস্থিরের সহিত মনের সংযোগ না হইলে কোন্প্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মন অতি হৃদয় পরমাণুসদৃশ; হস্তরং একই সময়ে দুইটি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইতে পারে না; সেই স্তম্ভই এক সময়ে দুইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ইহাট মনের অণুত্ব-সাক্ষ্য যুক্তি; এবং এই কারণেই জ্ঞানকে ‘নিত্য’ বলিতে পারা যায় না; উহা অনিত্য—পার্থক্য; কারণ, তৎ ও মনের সংযোগ হওয়ার জ্ঞানের উৎপত্তি, আর তাহার অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি। প্রবণাদিমাত্র এই অনিত্য জ্ঞান নইয়াই আত্মাকে ‘শ্রোতা মন্তা’ ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব আত্মা নিত্যজ্ঞানবতাব নহে, মনঃসংযোগের সাহায্যে জ্ঞানোদয় হয় বলিয়াই এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে, সেই সময়ে অস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান হয় না—তৎ মনঃসংযোগ যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ, ইহাই সে বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ ইত্যাদি।

আপত্তি কি ? [সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন] ; ভাল কথা, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার পক্ষে এইরূপই হউক ; শ্রুতির অর্থ কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কেন ? ‘শ্রোতা মন্তা’ ইত্যাদি কি শ্রুতির অর্থ নহে ? না, যে হেতু ‘শ্রোতা নহে, মন্তা নহে’ ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে ॥১০

ভাল কথা, তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) নিজেই ত শ্রোতৃবাদি ধর্মের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছ ? না, যে হেতু ‘শ্রোতার ( আত্মার ) যে শ্রুতি ( শ্রবণজ্ঞান ), তাহার কখনও বিলোপ হয় না’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যাদ্বারা—শ্রোতৃবাদি ধর্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে, আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ দুইটি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একই সময়ে দুইপ্রকার জ্ঞান উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে জ্ঞানের অভাব ; অথচ ইহা ত কাহারো অসম্ভব নহে। না—উক্ত দুইপ্রকার দোষ উপস্থিত হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতিবাক্যাদ্বারা শ্রুতির ( শ্রবণ ক্রিয়ার- ) শ্রোতা, মতের মন্তা, ইত্যাদি ধর্ম-সম্বন্ধে তাহাতে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কারণ, অনিত্য ও মূর্ত ( পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে দর্শনাদি ব্যাপার, সে সময় অনিত্যই বটে ; কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞান সংযোগ ও বিরোগ-বিশেষের ফল মাত্র। যেমন, তৃণাদি-সংযোগে অগ্নির জলন হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ ; কিন্তু সংযোগ-বিরোগশূন্য নিত্য অমূর্ত আত্মার পক্ষে সংযোগজাত অনিত্য দৃষ্টি প্রভৃতি ধর্মের সম্বন্ধে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেইরূপ শ্রুতিও আছে,—‘দ্রষ্টার ( আত্মার ) দৃষ্টির ( জ্ঞানের ) কখনও বিলোপ নাই’ ইত্যাদি ॥১১

ভাল, এরূপ হইলে ত নিত্য ও অনিত্য দুইটি দৃষ্টি হইয়া পড়ে ; চক্ষুর দৃষ্টি অনিত্য, আর আত্মার দৃষ্টি নিত্য ; এইরূপ শ্রুতিও দুইপ্রকার হয়—শ্রবণের শ্রুতি অনিত্য, আর আত্মার শ্রুতি নিত্য ; এই প্রকার বাহ্যিকের ও ভিতরের মতি ( চিন্তা ) ও বিজ্ঞাতির ( জ্ঞানের ) সম্বন্ধেও দুইপ্রকার ভাব সম্ভব হয়। ইহা, এরূপ হইলেই ‘দৃষ্টির দ্রষ্টা ও শ্রুতির শ্রোতা’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হইতে পারে ; অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং শ্রুতিই যখন দুইপ্রকার দৃষ্টিশ্রুতির কথা বলিতেছেন, তখন ঐরূপ দ্বিত্বস্বীকার করিলে তাহাতে অপ্রামাণ্য দোষ হইতে পারে না। লোকব্যবহারেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, চক্ষুতে ‘তিমির’ রোগ উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হইল, আবার সেই রোগ সারিলে দৃষ্টি জন্মিল ; এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া চোখের দৃষ্টির অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়। এইরূপে আত্মদৃষ্টি-প্রভৃতির ও শ্রুতি-মতি-প্রভৃতিরও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে।

তাহার পর, বাহার চক্ষু তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'আজ স্বপ্নে আমি ভাইকে দেখিয়াছি'। এইরূপ, যে লোকের বধিরতা জ্ঞান গিয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'আজ স্বপ্নে আমি অধিক যন্ত্রণা করিয়াছি' ইত্যাদি। আত্মার দৃষ্টি যদি চক্ষুঃসংযোগজনিতই হইত, এবং চক্ষুর বিনাশেই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে বাহার চক্ষু তুলিয়া ফেলা হইয়াছে সে লোক কখনই স্বপ্ন সময়ে নীল-পীতাদি রূপ দেখিতে পারিত না, এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিনুশ্চ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিও সঙ্গত হইত না; 'আর পুরুষের তাহাই চক্ষুঃ, বাহা দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও যুক্তিযুক্ত হইত না ॥১২

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি নিত্য; সেই নিত্য দৃষ্টিই ইন্দ্রিয়জনিত বাহ্যদৃষ্টির গ্রাহক ও প্রকাশক। জন্ম-মরণশীল বাহ্য দৃষ্টির অনিত্যত্ব-বশতঃ তাহার গ্রাহক নিত্য আত্ম-দৃষ্টিতেও লোকে ভ্রমবশে অনিত্যতা কল্পনা করিয়া থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। ভ্রাম্যমাণ অশ্রুত প্রভৃতি (ঘুরিতেছে এমন জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি) দেখিলে তাহাতে চক্ষুর দৃষ্টিও যেন ভ্রমণই করিতেছে বলিয়া বেরূপ মনে হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। এই প্রকার শ্রুতিও আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি। অতএব আত্মদৃষ্টির নিত্যতা হেতু জ্ঞানের যৌগপন্থ (একই সময়ে হওয়া) বা অধোগপন্থ (একই সময়ে না হওয়া) ভেদ নাই। বৈদিক-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া তাত্ত্বিকগণের ও সাধারণ লোকের যে, বাহ্য অনিত্য দৃষ্টিরূপ উপাধিহেতু আত্মদৃষ্টিতেও অনিত্যতা ভ্রম, তাহা হইতেই পারে। জীব, ঈশ্বর ও পরমাত্মার ভেদ-কল্পনাও এই প্রকার ভ্রান্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৩

উক্তপ্রকার ভ্রান্তির ফলেই—সমস্ত নাম-রূপবিভাগ যেখানে বাইরা এক হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য নির্বিশেষ দৃষ্টিগতই সৎ (অস্তি), অসৎ (নাস্তি) ইত্যাদি বিকল্প কল্পিত হইয়া থাকে। তাহার পর, যে লোক, সর্বপ্রকার বাক্য ও চিন্তার অগোচর স্বরূপভূত ব্রহ্মেতে—সৎ, অসৎ, এক, অনেক, সত্ত্ব, নিষ্ঠুর, জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, ক্রিয়াক্ষু, নিষ্ক্রিয়, ফলবান্ (ভোক্তা), অফল (অভোক্তা), সর্বাঙ্গ, নির্বীজ, স্রষ্টা, হৃৎ, মধ্য (অভ্যন্তর), অমধ্য (বাহ্য), শূন্য, অশূন্য, আমি, অন্ত—ইত্যাদি বিকল্প (ভেদ বা অনিত্যতা) কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে, সে লোক নিশ্চিতই আকাশকেও চর্ম্মের ভায় বেটন করিতে ইচ্ছা করে, এবং হুই পারের সাহায্যে আকাশেও সিঁড়ির দ্বারা আরোহণ করিতে ইচ্ছা

করে, এবং জলে মৎস্তের ও আকাশে পক্ষিগণের পদ (পদচিহ্ন) দর্শন করিতে ইচ্ছা করে (১)। কেন না, 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'বাক্যসমূহ বাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইনে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং মন্ত্রেও 'কে তাহাকে সম্যক্রূপে জানে' ইত্যাদি উল্লেখ রহিয়াছে ॥ ১৪

[ ভাল কথা, আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচরই হয়, ] তাহা হইলে 'তাহাই আমার আত্মা' এই প্রকারে আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় কি প্রকারে? অতএব বলিয়া হাও—কি প্রকারে আমি সেই আত্মাকে ইহাই আমার আত্মা এইরূপে জানিব? ইহার উত্তরে আচার্য্যগণ একটি আখ্যায়িকা (কাহিনী) বর্ণনা করিয়া থাকেন। [ তাহা এই— ] কোন এক মুঢ় মনুষ্য একটা অপরাধ করিয়াছিল; সে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল যে, তোমার দ্বিচ্ছ, তুমি মনুষ্যই নও। তিরস্কৃত ব্যক্তি নিজের মুঢ়তাহেতু নিজে যে মানুষ ইহা প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে অত্ৰ কোন ব্যক্তিকে বলিল—মহাশয়, আপনি বলুন যে, আমি কে হই, অর্থাৎ আমি মনুষ্য কি না? সেই ব্যক্তি ও যে মুঢ় ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে ক্রমে বুঝাইতেছি—স্বাবরাধিভাব পরিত্যাগ করিলে [ বলিতে হয় যে ] তুমি অমানুষ নও অর্থাৎ তুমি স্বাবরাধি স্বরূপ নও এবং মনুষ্য ভিন্নও নও। তিনি এই কথা বলিয়াই চূপ করিলেন। সেই মুঢ় মনুষ্য আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি আমাকে বুঝাইতে আশ্রিত করিয়াও চূপ করিয়া রহিলেন কেন, আমাকে বুঝাইতেছেন না কেন? [ এই মুঢ়ের কথা যে প্রকার, ] আপনার কথাও ঠিক সেই প্রকার; কারণ 'তুমি

---

(১) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকশ্রুতি আন্তিক দার্শনিকের মতে আত্মা 'অন্তি' (সৎ), নানা (অনেক), সত্ত্ব; জ্ঞানাত্মি, ন জ্ঞানাত্মি (স্বসৃষ্টি-সময়ে [ গভীর নিদ্রাকালে ] জ্ঞান থাকে না, অস্ত্র সময়ে থাকে), ক্রিয়াবান্, ফলবান্ (ইহলোকে বা পরলোকে স্বকৃত কর্ম-ফল-ভোক্তা), সর্বাঙ্গ (বীজ অর্থ—জ্ঞান ও কর্মের সংস্কার, তদ্ব্যুত আত্মা), 'স্ব' 'দ্রঃ' 'অশ্রুত অমধ্য' অর্থাৎ দেহের বাহিরেও বর্তমান এবং আমি-ও অপর পরস্পর ভিন্ন। আর লোকায়তিক চার্বাকের মতে—নাত্মি (অসৎ), অক্রিয় (পরলোকে গমনরূপ ক্রিয়া নাই, এখানেই দেহান্তর গ্রহণ করে)। নাত্মিক ও কণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে, অকল; কারণ, সে মতে পরলোকগামী হারী আত্মা নাই। ইহাদেরই মতে আত্মা নির্বীজ; কারণ, কর্ম-সংস্কারের আশ্রয়ীভূত নিত্য আত্মার অস্তাব। বিজ্ঞানবাদে আত্মা দ্রঃস্বরূপ। দিগম্বর বৌদ্ধমতে 'মধ্যম'; কারণ, আত্মা দেহপরিমিত; হতরাং বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইহা ছাড়া অন্তঃ অক্রিয়াদি কথাগুলি অদ্বৈতবাদেও সঙ্গত হয়।

অমমুশ্যই নহ', এই কথা বলিলেও যে লোক আপনাত্ত মমুশ্যত্ব বুদ্ধিতে পারে না, তুমি 'মমুশ্য' এ কথা বলিলেও সে লোক কি প্রকারে আপনাত্ত মমুশ্যত্ব ( নিষে যে মানুষ্য ইহা ) বুদ্ধিতে পারিবে? অতএব আত্মজ্ঞান লাভের উপায় শাস্ত্রের উপদেশই, অত কিছু নহে। কারণ, অগ্নি ভিন্ন অপর কেহই অগ্নির দাহ ( দহনযোগ্য ) তৃণ প্রভৃতিকে দাহ করিতে পারে না (১) ॥ ১৫

এই কারণেই উপনিষদ্ শাস্ত্র আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াও এই যে তুমি অমমুশ্য নও এইরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ কেবল "নেতি নেতি" বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ 'অন্তর্দর্শির্ভাবশূন্য' 'এই আত্মা সর্কামমুশ্যত্ব ব্রহ্মস্বরূপ' এবং 'তুমি তৎস্বরূপ' 'যে সময় এই সুসুক্ষ্ম সময়তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সে সময় কে কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' ইত্যাদি রূপেই উপদেশ করা হইয়াছে; [ কিন্তু বিধিযুগে কিছুই বলা হয় নাই, হইতেও পারে না। ] ॥ ১৬

এই পুরুষ এইরূপ আত্মাকে যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিক্রম উপাধিকে আত্মস্বরূপে অবলম্বন করিয়া অবিচার বশে উপাধির ধর্মসমূহকে আত্মার ধর্ম মনে করিয়া অবিজ্ঞা ও কাম-কর্মের বশে ব্রহ্মাদি শুদ্ধপর্য্যন্ত ( ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত ) নানা স্থানে সর্কদা ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ১৭

অবিজ্ঞা বশে ঐ জীৱ এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া পূর্ক-গৃহীত যেহে-

(১) তাৎপর্ধ্য—অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তু কেবলই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবোধের বিষয়, সে বস্তুকে কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান সম্ভব হয় না। যে লোক বয়ঃ মমুশ্য, তাহার মমুশ্যত্ব সর্বক্কে প্রত্যক্ষ বোধই হয়; তাহার মমুশ্যত্ব বুদ্ধিতে হইলে, উপদেশক কেবল তাহার অমমুশ্যত্ব-ভ্রম দূর করার জন্য বাহা বাহা বলিতে হয়, তাহাই বলিবেন। এইরূপ আত্মা যখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষগম্য, বাক্য ও মনের অগোচর; তখন বাক্য ও মন তাহার স্বরূপ প্রমাণিত করিবে কি প্রকারে? তৃণবাহ করিতে একমাত্র অগ্নিরই ক্ষমতা আছে; অন্তের নাই; হস্তায় তৃণনাহের জন্য হস্তায় অগ্নিরই প্রয়োগ যেমন নিশ্চয়; তেমনি আত্মা যখন একমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে বাক্য ও মন প্রভৃতি অশুদ্ধ হইলেও নিশ্চয়ই বিফল হইয়া পড়ে। এইরূপ শাস্ত্রসমূহও বিধিযুগে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনে চেষ্টা না করিয়া, 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপে নিবেদনযুগে প্রতিপাদন দ্বারাই কেবল অনাস্ত্র-ব্রাহ্মি 'দূর' করিতেছেন মাত্র। এরূপ হলে অসম্ভাবনা বুদ্ধি ও বিপরীত-বুদ্ধি দূর করাই শাস্ত্রের একমাত্র কর্তব্য; তদ্বর্ণন কেবল সাক্ষাৎকারেই বিষয়।

দ্বিরাধি-সংঘাতকে একবার পরিত্যাগ করে এবং ত্যাগ করিয়া আবার নূতন অন্ত  
বেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। নদীস্রোতের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর ধারা চলিতে থাকায়  
বারংবার এইভাবেই বৃত্তি (জন্ম) লাভ করিয়া নানা রকম অবস্থায় অবস্থান  
করিয়া থাকে, লোকের মনে বৈরাগ্য জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, ঋতি সেই বিষয়টি  
বুঝাইবার অন্ত বলিতেছেন—

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ । তদেতৎ  
সর্ব্বৈভ্যোহঙ্গৈভ্যন্তেজঃ সন্তুতমাত্মশ্চেবাত্মানং বিভর্তি তদুদা  
স্ত্রিয়াং সিদ্ধত্যৈনজ্জনয়তি, তদস্ম প্রথমং জন্ম ॥২৪॥১॥

সরলার্থঃ। অয়ং (অবিজ্ঞাদিদোষবান্ চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ পুরুষঃ)  
আবৃত্তঃ (প্রথমম্ অঙ্গরূপেণ) পুরুষে (পিতৃশরীরে) গর্ভঃ ভবতি।  
[কোহনৌ গর্ভঃ? ইত্যাহ—] যৎ এতৎ রেতঃ (শুক্রে, তস্মিন্ রেতসি  
অনিশ্চয়াণংয়া জীবন্ত প্রবিষ্টাৎ)। তৎ এতৎ (রেতঃ) সর্ব্বৈভ্যঃ অঙ্গৈভ্যঃ  
(বেদাভ্যবৈভ্যঃ) সন্তুতম্ (উৎপন্নং) তেজঃ (সারভূতম্)। [তৎ রেতোরূপম্]  
আত্মানম্ (আত্মসারম্) আত্মনি (শরীরে) এব বিভর্তি (ধারণতি) [পিতা]।  
যদা স্ত্রিয়াম্ (ঋতুমত্যাং ভাৰ্য্যায়) তৎ সিদ্ধতি (উপগচ্ছন্ তেজঃ আধতে  
পিতা), অথ (তদা) এনৎ (এতৎ রেতঃ) জনয়তি (শরীররূপেণ পরিণময়তি);  
অস্ম (সংসারিণঃ পুরুষস্ম) তৎ (স্ত্রিয়াং নিষেকরূপং) প্রথমং জন্ম (প্রথমাবস্থাভি-  
ব্যক্তিরিত্যুচ্যতে) ॥২৪॥১॥

মূলানুবাদ। [উক্ত অবিজ্ঞা ও কামকর্মাভিমানযুক্ত সংসারী  
পুরুষ কৰ্ম্মক্ষেত্রে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] প্রথমতঃ পুরুষ-  
শরীরে গর্ভরূপী হয়। [গর্ভ কি, তাহা বলিতেছেন—] বাহা এই প্রসিদ্ধ  
রেতঃ (শুক্রে), [তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে]। সেই  
এই রেতঃ পিতার শরীরের সমস্ত অবয়ব হইতে উৎপন্ন তেজঃ অর্থাৎ  
সারস্বরূপ। পুরুষ (পিতা) এই আত্মস্বরূপ রেতকে প্রথমে  
আপনাতেই ধারণ করে (পোষণ করে)। [স্ত্রী ঋতুমতী হইলে]  
যখন সেই স্ত্রীশরীরে ইহা নিষিক্ত করে; তখন এই রেতকে গর্ভরূপে  
উৎপাদন করে। ইহাই সংসারগামী পুরুষের প্রথম জন্ম বলিয়া  
কথিত হয় ॥২৪॥১॥

শাক্তরভাষ্যম্। অন্নমেবাবিভাকামকৰ্মাভিমানবান্ বজ্রাদি কৰ্ম কৃষা  
অম্মালোক্য ধূমাদিক্রমেণ চন্দ্রমসং প্রাপ্য ক্ষীণকৰ্মা বৃষ্টাদিক্রমেণ ইমং লোকং  
প্রাপ্য অন্নভূতঃ পুরুষায়ৌ হতঃ। তস্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী রসাদিক্রমেণ  
আদিতঃ প্রথমতঃ রেতোরূপেণ গৰ্ভো ভবতীতি এতদাহ—যদেতৎ পুরুষে রেতঃ,  
তেন রূপেণেতি।১

তচ্চৈতৎ রেতঃ অন্নময়শ্চ পিণ্ডশ্চ সর্বেভ্যঃ অন্নেভ্যঃ অবয়বেভ্যো রসাবি-  
লক্ষণেভ্যঃ তেজঃ সাররূপং শরীরশ্চ, সত্ত্বতং পরিনিপ্পন্নং, তৎ পুরুষশ্চ আত্মভূত-  
ত্বাদাত্মা। তমাত্মানং রেতোরূপেণ গৰ্ভীভূতম্ আত্মত্বেষ স্বশরীরে এব আত্মানং  
বিভক্তি ধারয়তি। তৎ রেতঃ স্নিগ্ধাং সিক্তিতি বধা, বধা বস্মিন্ কালে ভার্য্যা ঋতুমতী,  
তস্তাং ঘোষায়ৌ স্নিগ্ধাং সিক্তিতি উপগচ্ছন্, অথ তদা এনং এতস্মৈ আত্মনো  
গৰ্ভভূতং জনয়তি পিতা। তৎ অশ্চ পুরুষশ্চ স্থানান্নির্গমনং রেতঃসেককালে  
রেতোরূপেণাশ্চ সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাব্যক্তিঃ। তদেতদ্রূতং পুরস্তাৎ  
“অসাবাত্মা অসুমাআনম্” ইত্যাদিনা ॥ ২৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অবিভা, অজ্ঞান ও কামকৰ্ম্মজনিত অভিমানসম্পন্ন এই  
জীবই বজ্রাদি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর)  
ধূমাদি ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে; সেখানে নিজের কৰ্ম্মফল শেষ হইলে পর,  
বৃষ্টি প্রভৃতিক্রমে পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে  
আহুত হয় (১)। এই সংসারী জীব সেই পুরুষেই (পিতৃদেহেই) রসরক্ত  
ইত্যাদি ক্রমে রেতোরূপে ( শুক্ররূপে ) পরিণত হইয়া প্রথমতঃ গৰ্ভরূপ ধারণ

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সাধারণভাবে জীবের সংসারগতি বা জন্মপ্রণালী নির্দেশ  
করিতেছেন।—কন্মী পুরুষগণ বজ্র ইত্যাদি সংকৰ্ম্ম করিবার কলে, দেহত্যাগের পর ধূমাদিগণে  
( দক্ষিণায়নে ) চন্দ্রলোকে গমন করে এবং জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেখানে কৰ্ম্মফলের ভোগ শেষ  
করিয়া বধন বৃত্তিতে পারে যে, এখন আমার পতনে আর বিলম্ব নাই, তখন তাহাদের হৃদয়ে  
অত্যন্ত দুঃখ বা সন্তাপ উপস্থিত হয়, সেই সন্তাপের কলে তাহাদের জলময় দেহটি গলিয়া যায়,  
এবং প্রথমে দ্ব্যালোকে, পরে সেখান হইতে মেঘমণ্ডলে পড়িয়া মেঘের সঙ্গে মিশিয়া বৃষ্টরূপে  
পৃথিবীতে পড়ে; শেষে রসরূপে বৃষ্টি ইত্যাদিতে প্রবেশ করিয়া অন্ন বা ভক্ষ্য ত্রব্য রূপে পুরুষের  
দেহে প্রবেশ করে; সেই ভুক্ত অন্নই রস, রক্ত ইত্যাদি ক্রমে শুক্ররূপে পরিণত হয়। জীব সেই  
শুক্রমধ্যে নিহিত থাকে; সেই শুক্র আবার ঋতুকালে স্ত্রীবেহে নিষিক্ত হয়, এবং সেখানে হুণ  
বেহ ধারণ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাশিবিভা প্রকরণে ইহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত  
আছে।



করে ; ইহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—এই যে প্রসিদ্ধ রেতঃ ( শুক্র ), তদ্রূপে ( গর্ভ হয় ) । ১

সেই এই রেতঃ পদার্থটি অন্নময় দেহপিণ্ডের সমস্ত অবয়ব হইতে অর্থাৎ রস, রক্ত ইত্যাদি সমস্ত অংশ হইতে শরীরের সারস্বরূপ তেজোরূপে সত্ত্বত—পরিণীপ্ত ( পরিণত ) হয় । ইহা পুরুষের আত্মস্বরূপ ; এই কারণে আত্মা নামে কথিত হইয়াছে । রেতোরূপে গর্ভ অবস্থাপ্রাপ্ত সেই আত্মাকে পুরুষ আপনার শরীরেই প্রথমে ধারণ করিয়া থাকে । জী ঋতুমতী হইলে পর, পুরুষ সেই ঋতুমতী জীরূপ অগ্নিতে উপগত হইয়া, যখন লেক ( শুক্রত্যাগ ) করিয়া থাকে, তখন পিতা আপনার উক্ত শুক্রকেই গর্ভরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন । পিতার দেহস্থিত বাসস্থান হইতে যে শুক্রত্যাগ-কালে সংসারী পুরুষের শুক্ররূপে নির্গমন অর্থাৎ জীষেহে প্রবেশ, ইহাই তাহার প্রথম অন্ন—প্রাথমিক অবস্থার প্রকাশ । ইহার পূর্বে “অগ্নৌ আত্মা অধুন্ আত্মানম্” ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইয়াছে ॥২৪॥১॥

তৎ জিহ্বা আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বগঙ্গং তথা । তস্মাদেনাং  
ন হিনস্তি, সাষ্টৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥২৫॥২॥

সরলার্থঃ । স্বং ( স্বকীয়ম্ ) অন্নং ( শুনাদি ) যথা [ আত্মভূয়ং গচ্ছতি ]  
তথা ( তদ্বদেব ) তৎ ( রেতঃ ) জিহ্বাঃ ( যত্নাৎ জিহ্বাৎ নিষিক্তং তত্ভাঃ ) আত্মভূয়ং  
( আত্মভাবং, আত্মাব্যতিরেকতাং ) গচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) । তস্মাৎ ( জিহ্বা  
আত্মভাবোপগমনাৎ হেতোঃ ) এনাং ( আধারভূতাং জিহ্বাং ) ন হিনস্তি  
( অন্তঃপ্রবিষ্টং শল্যমিব ন গীড়য়তি ) । সা ( গর্ভিণী ) অত্র ( আত্মন উদরে )  
গতং ( প্রবিষ্টং ) অশ্ব ( তর্জুঃ ) এতন্ আত্মানং ভাবয়তি ( অশ্বকূলাশনাদিভিঃ  
বর্জয়তি ) ॥২৫॥২॥

মূলানুবাদ । নিজের স্তন ইত্যাদি অঙ্গ যেমন নিজের স্বরূপতা  
প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই নিষিক্ত শুক্রও সেই জীৱ আত্মভূত হইয়া  
যায়, অর্থাৎ গর্ভিণীর অঙ্গরূপে পরিণত হয় ; সেই কারণেই ঐ শুক্র  
ইহাকে ( গর্ভিণীকে ) গীড়া দেয় না । সেই গর্ভিণী আপনার উদরে  
প্রবিষ্ট স্বামীর এই শুক্ররূপী আত্মাকে যাহাতে অনিষ্ট না হয় এমন  
বাঁছাদি দ্বারা পরিবর্জিত করিয়া থাকে ॥২৫॥২॥

শাকরভাষ্যম্। তৎ য়েতঃ যন্তাং জিহ্বাং সিক্তং নং তন্তাঃ জিহ্বাঃ আত্মহরম্  
আত্মাব্যতিরেকতাং—যথা পিতুঃ এবং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি যথা স্বমদ্যং স্তনাদি,  
তথা তদ্বদেব। তস্মাক্কেতোঃ এনাং মাতরং ন গর্ভো ন হিনস্তি পিটকাদিৎ।  
যস্মাৎ স্তনাদি স্বাদবদাত্মত্বং গতম্ তস্মান্ হিনস্তি ন বাধতে ইত্যর্থঃ। সা  
অন্তর্কর্ষী এতৎ অস্ত ভর্তৃস্বাত্মানম্ অত্র আত্মান উদরে গতং প্রবিষ্টং বৃদ্ধা ভাবয়তি  
বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি গর্ভবিরুদ্ধাশনাদি-পরিহারম্ অমুকুলাশনাভ্যাপযোগং চ  
কুর্কসী ॥২৫॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই শুক্র যে জীতে নিবিক্ত (ত্যাগ করা) হয়, সেই জীৱ  
আত্মভাব অর্থাৎ পিতার দেহের জায় তাহার দেহের সহিতও অপৃথক্ ভাব অর্থাৎ  
একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন স্তন প্রভৃতি নিজের অঙ্গসমূহ [দেহের সহিত  
একীভূত হইয়া থাকে], ইহাও ঠিক তেমনি। এই কারণেই সেই গর্ভ অন্তরহ  
পিটক (গ্রন্থির মত একপ্রকার ত্রণ) প্রভৃতির জায় এই মাতাকে পীড়া দেয় না।  
যে হেতু সেই গর্ভট নিজের অঙ্গ স্তনাদির জায় আত্মভাব প্রাপ্ত, সেই হেতুই বাধা  
বা পীড়া দেয় না।

সেই গতিগী এখন বুঝিতে পারে যে, স্বামীর আত্মা আমার উদরে প্রবিষ্ট  
হইয়াছে, তখন সে গর্ভের অনিষ্টকর আহাৱাদির পরিবর্জন ও অমুকুল  
আহাৱাদির ব্যবহার করিয়া স্বামীর আত্মস্বরূপ সেই গর্ভকে ভাবিত—পরিবর্দ্ধিত  
করে, অর্থাৎ গর্ভ পোষণ করে ॥২৫॥২॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্য। ভবতি তং জী গর্ভং বিভর্তি,  
গোহগ্র এব কুমারং জন্মনোহগ্রেহৃধি ভাবয়তি। স যৎ  
কুমারং জন্মনোহগ্রেহৃধি ভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ন্তেষাং  
লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদশ্য দ্বিতীয়ং  
জন্ম ॥২৬॥৩॥

সরলার্থঃ। [যস্মাৎ] সা (গর্ভবতী জী) ভাবয়িত্রী (গর্ভভূত  
ভর্তৃস্বাত্মনো পোষয়িত্রী), [তস্মাৎ সাপি] ভাবয়িতব্য (ভর্তা বস্ত্রাপানাদিভিঃ  
পালয়িতব্য) ভবতি। জী (গর্ভবতী) তৎ (ভর্তৃস্বাত্মত্বং) গর্ভং বিভর্তি (বশ  
মাসান্ স্বোদরে ধারয়তি)। সঃ (পিতা) অগ্রে (প্রসবাৎ পূর্কম্) এব  
[পরিপালয়ং] কুমারং (বালং) অগ্রে (প্রথমমেব) জন্মনঃ অধি (প্রসবাৎ  
পরম্) ভাবয়তি (জাতকর্মাধিনা সংরক্ষণং কৰোতি)।

সঃ (পিতা) অগ্রে কুমারং যৎ জন্মনঃ অধি ভাবয়তি, তৎ আত্মানং এষ (পুল্কপেণ) ভাবয়তি। [কিমর্থমিত্যাহ—] এষাং (ভবিষ্যৎ-পুল্পৌত্রাদি-রূপাণাং) লোকানাং সন্ততৌ (অবিচ্ছেদ্য, বিস্তারঃ); হি (যতঃ) ইমে (পুত্রাদয়ঃ) লোকাঃ এষং (পুল্পৌত্রাদিবিবর্ণনা) সন্ততাঃ (অবিচ্ছিন্নাঃ) [ভবন্তি, অতথা বিচ্ছিন্নেরনিতি ভাঃ]। তৎ (প্রসূতং) অন্ত (গর্ভস্থ) দ্বিতীয়ং জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৬॥৩॥

মূলানুবাদ। সেই গর্ভবতী স্ত্রী যেহেতু, গর্ভভূত স্বামীর আত্মার পোষণ করেন, সেই হেতু তিনি [স্বামীরও অন্ন বস্তাদি দ্বারা] প্রতিপালনীয় হন। গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভভূত স্বামীকে পোষণ করিয়া থাকেন। প্রসবের পূর্বে পত্নীর উদরে স্থনিপন্ন কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে পর প্রথমেই স্বামী জাত-কর্মাদি দ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন। তিনি যে, পুত্রের সংস্কার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তিনি পুত্রপৌত্রাদিরূপে বংশবৃদ্ধির জ্ঞাত নিম্নেরই সংস্কার করেন। কারণ, এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই বংশ অবিচ্ছেদে বিস্তার লাভ করে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়াই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ॥২৬॥৩॥

শাক্তরভাষ্যম্। সা ভাবয়িত্রী বর্দ্ধয়িত্রী ভর্তৃহাঅনো গর্ভভূতশ্চ ভাবয়িতব্য্য বর্দ্ধয়িতব্য্য চ ভর্তা ভবতি। ন হু পকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে বস্তুচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপত্ততে। তৎ গর্ভং স্ত্রী যথোক্তেন গর্ভধারণবিধানেন বিভর্তি ধায়য়তি অগ্রে প্রাগজন্মনঃ। স পিতা অগ্রে এষ পূর্বমেব কুমারং জাতমাত্রং জন্মনঃ অধি উর্কং জন্মনঃ আতং কুমারং জাতকর্মাদিনা পিতা ভাবয়তি। স পিতা যৎ যস্মাৎ কুমারং জন্মনঃ অধি উর্কং অগ্রে জাতমাত্রমেব জাতকর্মাদিনা যৎ ভাবয়তি, তদাত্মানমেব ভাবয়তি; পিতুরাত্মৈব হি পুল্কপেণ জায়তে। তথা হু ক্তম্—“পতির্জার্যং প্রবিশতি” ইত্যাদি।

তৎ কিমর্থমাত্মানং পুল্কপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি? উচ্যতে—এষাং লোকানাং সন্ততৌ অবিচ্ছেদ্যেত্যর্থঃ। বিচ্ছিন্নেন হীমে লোকাঃ পুল্পৌত্রাদি যদি ন কুর্যুঃ। এবং পুল্পৌত্রাদিবিবর্ণনাবিচ্ছেদেনৈব সন্ততা প্রবন্ধরূপেণ বর্তন্তে হি যস্মাৎ ইমে লোকাঃ, তস্মাৎ ভববিচ্ছেদায় তৎ বর্ত্তব্যং, ন মোক্ষয়েত্যর্থঃ। তদন্ত সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ

মাতৃকর্যাৎ ষ্মিন্নিগমনম্, তদ্রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভি-  
ব্যক্তিঃ ॥২৬॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই যে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ স্বামীর আত্মবরূপ যেহেতু  
পোষণকারিণী স্ত্রী ; তিনিও আবার ভাবয়িতব্য অর্থাৎ উপযুক্ত অনবস্থা দ্বারা  
স্বামীর পোষণীয়া। কেননা, অগতে উপকার ও প্রত্যুপকার ভিন্ন কাহারো  
সহিত কাহারও সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। স্ত্রী প্রথমতঃ প্রসবের পূর্বে  
শাস্ত্রোক্ত গর্ভধারণ-বিধানক্রমে সেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্বে উৎপন্ন  
( গর্ভরূপে অবস্থিত ) কুমার জন্মগ্রহণ করিলেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, পিতা  
সেই কুমারকে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ভাবিত ( সংস্কারসম্পন্ন ) করেন। পিতা  
যে জাতকর্ম্মাদি দ্বারা জাতমাত্র ( ভূমিষ্ঠ হইবার পরই ) কুমারের সংস্কার সম্পাদন  
করিয়া থাকেন, [ বৃত্তিতে হইবে, ] তাহা তিনি নিশ্চয়ই সংস্কার করিয়া  
থাকেন ; কারণ, যেহেতু পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে।  
অন্ততঃ এই কথা উক্ত আছে—‘পতিই [ গর্ভরূপে ] পত্নীতে প্রবেশ করেন’  
ইত্যাদি।

ভাল, তিনি কিসের অস্ত্র পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার সংস্কার  
সম্পাদন করেন ? ইহা, বলিতেছি—এই সমুদয় লোকের ( বংশের ) সন্ততির অস্ত্র  
অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যে বিস্তারের অস্ত্র। লোকে যদি পুত্র উৎপাদন না করিত, তাহা  
হইলে এই সমস্ত লোক অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদির দ্বারায় ছেদ পড়িয়া যাইত। যেহেতু  
পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের অবিচ্ছেদ্যই সমস্ত লোক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে  
বর্তমান আছে, সেই হেতুই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্তির অস্ত্র ( অর্থাৎ বংশের দ্বারায়  
বাহাতে ছেদ না পড়ে সে অস্ত্র ) ঐরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু যুক্তির অস্ত্র নহে  
অর্থাৎ পুত্র উৎপাদন রূপ কর্ম্ম না থামিয়া একনাগাড়ে চলিতেছে বলিয়াই,  
সংসারে লোকের দ্বারা চলিয়া আসিতেছে। এই সংসারী পুরুষের যে, পুত্ররূপে  
মাতৃ-ঈর্ষ্য হইতে নির্গমন, তাহা পূর্ব্বেই কথিত শুক্রাবস্থা হইতে দ্বিতীয় জন্ম,  
অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকাশ ॥২৬॥৩॥

সোহস্মায়মাত্মা পুণ্যোভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীষতে।  
অধাস্মায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ  
প্রয়মেব পুনর্জন্মায়তে, তদস্ম তৃতীয়ং জন্ম ॥২৭॥৪॥

সরলার্থঃ। [জনকং প্রতি পুত্রকৃতদুঃখযোগং বর্ষয়তি—‘সোহস্যাম্’ ইত্যাদিনা]। অশ্ব (পিতৃঃ) সঃ অশ্বং (পুত্ররূপঃ) আত্মা (দেহঃ) পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ (শাস্ত্রোক্ত-পুণ্যকর্মনিষ্পাদনার্থং) প্রতিদীয়তে (পিত্রা স্বপ্রতিনিধিরূপেণ গৃহে স্থাপ্যতে)। অথ (অনন্তরম্) অশ্ব (পিতৃঃ) বয়োগতঃ (বার্দ্ধক্যামগ্নঃ) ইতরঃ আত্মা (দেহঃ) কৃতকৃত্যঃ (এতজ্জন্মপ্রযুক্তানি কর্মানি কৃতানি যেন, তাদৃশঃ সন্) প্রৈতি (ত্রিষতে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (অশ্বাৎ দেহাৎ) প্রবন্ (নির্গচ্ছন্) এষ পুনঃ জায়তে (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গে, নরকে, পৃথিব্যাং বা লুপ্তপত্ততে। অশ্বিনু বেহে স্থিত এব স্বকর্ম্মানুরূপং দেহান্তরং মনসা স্বীকৃত্য পশ্চাৎ স্বদেহং ত্যজ্যতীতি ভাবঃ)। অশ্ব (গর্ভীভূতস্ত পুরুষস্ত) তৎ তৃতীয়ং জন্ম (তৃতীয়াবস্থাব্যাক্রিরিতার্থঃ) ॥২৭॥৪॥

মূলানুবাদ। [পিতার প্রতি পুত্রের উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন]—[পিতার দুইটি আত্মা—এক নিজস্ব, দ্বিতীয় পুত্রদেহ ; তন্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুত্ররূপী দেহটি পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য নিজের প্রতিনিধিরূপে গৃহে স্থাপিত হয়। তাহার পর বার্কক্য দশা উপস্থিত হইলে, ইহার অপর আত্মাটি অর্থাৎ তিনি নিজে কৃতকৃত্য হইয়া অর্থাৎ সব কর্তব্যকর্ম্ম শেষ করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রস্থানের সময়েই [কর্ম্মানুসারে] পুনর্ব্বার [স্বর্গাদি স্থানে] জন্ম লাভ করেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় জন্ম ॥২৭॥৪॥

শাক্তরভাষ্যম্। অশ্ব পিতৃঃ সোহস্যং পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিদীয়তে পিতৃঃ স্থানে, পিত্রা যৎ কর্তব্যম্, তৎকরণায় প্রতিনিদীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্প্রতিবিজ্ঞায়াজসনেয়কে—“পিত্রানুশিষ্টৌহং ব্রহ্মাহং ধৃত্যঃ” ইত্যাদি প্রতিপত্ততে ইতি। ১

অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্যামনো ভায়ম্ অশ্ব পুত্রস্ত ইতরোহস্যং যঃ পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যঃ, কর্তব্যাদৃগত্রয়াদিশূক্তঃ কৃতকর্তব্য ইত্যর্থঃ, বয়োগতঃ গতবয়া জীর্ণঃ সন্ প্রৈতি ত্রিষতে। স ইতঃ অশ্বাৎ প্রবমেব শরীরং পরিত্যজনেব তৃণব্রক্ষৌকাবৎ দেহান্তরদুঃখদানঃ কর্ম্মচিন্তং পুনর্জায়তে। তদশ্ব মৃদা প্রতিপত্তব্যং যৎ, তৎ তৃতীয়ং জন্ম। ২

ননু সংসরতঃ পিতৃঃ সকাশাভ্রোতোরূপেণ প্রথমং জন্ম ; তশ্চৈব কুমাররূপেণ মাতৃদ্বিতীয়ং জন্মোক্তম্ ; তশ্চৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তব্যো, প্রযতন্তশ্চ পিতৃর্জন্ম,

তৃতীয়মিতি কথমুচ্যতে? নৈব বোধঃ, পিতাপুত্ররোরেকাভ্যন্ত দিব্যকিতাৎ।  
সোহপি পুত্রঃ স্বপুত্রে ভায়ং নিধায় ইতঃ প্রয়ত্রেব পুনর্জায়তে, যথা পিতা।  
তদন্ত্রোক্তমিতরত্রাপুত্রমেব ভবতীতি মন্ততে শ্রুতিঃ। পিতা-  
পুত্ররোরেকাভ্যন্তাৎ ॥২৭॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এই পিতার সেই পুত্ররূপী আত্মাটি শাস্ত্রোক্ত পুণ্য  
কর্মের জন্ত অর্থাৎ পুণ্যজনক কার্য সম্পাদনের জন্ত, পিতার স্থানে প্রতিবিহিত  
হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার কর্তব্য কর্ম করণের জন্ত প্রতিনিধি হইয়া থাকে।  
বৃহদারণ্যকোপনিষদে সম্প্রসিদ্ধ নামক বিজ্ঞান প্রকরণে (১) এইরূপ কথিত আছে  
—পিতার উপদেশপ্রাপ্ত পুত্র 'আমি (পুত্র) ব্রহ্ম এবং আমি যজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে  
চিন্তা করিয়া থাকে। ১

অতঃপর পুত্রে আপনায় কর্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া, এই পুত্রের যে, পিতৃস্বরূপ  
অপর আত্মাটি, তাহা কৃতকৃত্য অর্থাৎ পরিশোধন করিবার তিন প্রকার ধ্বং (২)  
হইতে মুক্ত ও বয়োগত অর্থাৎ বাহার বয়স চলিয়া গিয়াছে এরূপ বৃদ্ধ হইয়া প্রয়াণ  
করে অর্থাৎ দেহত্যাগ করে। সেই পিতৃ-আত্মা এখান হইতে নির্গমন-সময়েই—  
দেহত্যাগের সময়েই তৃণ-জলোকা (ধোঁক) প্রভৃতির দ্বায় কর্ম দ্বারা অর্জিত  
অপর দেহ গ্রহণ করিয়া আবার জন্মলাভ করে। মৃত্যুর পর, এই যে তাহার  
দেহান্তর গ্রহণ, তাহাই তাহার তৃতীয় জন্ম। ২

ভাল কথা, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সংসারী জীবের পিতার নিকট হইতে  
শুক্লরূপে প্রাপ্ত জন্ম; সেই জীবেরই আবার কুসাররূপে মাতার নিকট হইতে

(১) ভাষণার্থ—বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ১৭শ শ্রুতিতে মন্ত্রিত বিচার কথা  
বিবৃত আছে।—সম্প্রতি অর্থ মরণাগত ব্যক্তির মরণকালের কর্তব্য-চিন্তা। সুমুখ ব্যক্তি যখন  
বুঝিতে পারেন যে, আমার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই, তখন তিনি নিম্ন পুত্রকে সমুখে আনয়ন  
করিয়া নিম্নের ভাবে যে সমস্ত কর্ম করণীয় ছিল, অধচ করা হয় নাই, সেই সমস্ত কর্মের উল্লেখ  
করিয়া বলিবেন—“অমুক অমুক কর্ম আমার করণীয় ছিল, কিন্তু করা হয় নাই”, ইহা তিনি  
শিক্ষিত পুত্র বলিবেন—আমি সেই সকল কর্ম সম্পন্ন করিব, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই কথিত  
হইয়াছে যে, “যঃ ব্রহ্ম, যঃ যজ্ঞঃ” অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ তুমিই যজ্ঞস্বরূপ। উত্তরে পুত্র বলিবেন,  
‘হী, আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ, ইত্যাদি।

(২) ভাষণার্থ—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, “জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণমিতি বর্ণনং জায়তে।”  
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়েই দেববর্ণ, ঋষিবর্ণ ও পিতৃবর্ণ এই তিন প্রকার বর্ণ গইয়া জন্মগ্রহণ  
করে। অনন্তর যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া দেববর্ণ, ঋষিবর্ণ দ্বারা বর্ণিবর্ণ, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা  
পিতৃবর্ণ পরিশোধ করিয়া কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করে।

দ্বিতীয়বার জন্ম হয় ; এখন তৃতীয় জন্ম কি তাহা বলিবার সময় তাহার প্রায়-  
কারী অর্থাৎ পরলোকে যাত্রা করিয়াছে এমন পিতার যে অভিয্যৎ জন্ম, তাহাই  
তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে কিরূপে ? না, ইহা যোশের নহে ;  
কারণ এখানে পিতা ও পুত্রের একাত্মতাব অর্থাৎ পিতা ও পুত্র একই, একথা  
প্রতিপাদনই প্রতির উদ্দেশ্য । প্রতির অভিপ্রায় এই যে, পিতার দ্বারা সেই  
পুত্রও বার্কক্যে নিজ পুত্রে আপনায় কর্তব্যতায় সমর্পণ করিয়া এখন হইতে  
প্রস্থান করিতে করিতেই আবার জন্ম লাভ করিবে । ইহা যখন একের গতি  
বলা হইল, তখন অপরের ( পুত্রের ) গতিও বলা হইল সুকিতে হইবে ; কারণ,  
পিতা ও পুত্রের আত্মা স্বরূপতঃ এক, অস্মিন্ন ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

তদুক্তমুখিণা—

গর্ভে নু সমশ্বেষামাবেদমহং দেবানাং জনমানি দিবা । শতং  
মা পুর আয়সীরক্ষমঃ শ্বেনো ভবমা নিরদীপমিতি গর্ভে  
এবৈতচ্ছয়ানো বাগদেব এবমুবাচ ॥২৮॥৫॥

সরলার্থঃ । ঋষিণা ( মহতৃষ্ণা ) তৎ ( এবং সংসারিণো জন্মমহং )  
প্রবাহপাতজং ৫ঃখং, তৎজানন্ত চ ত্যজেনবস্ব ) উক্তম্—

অহং ( বামবেদনামা ঋষিঃ ) গর্ভে নু ( নিবসন্ ) হু ( এবং ) এবং  
দেবানাং ( অগ্নিবাগ্নুভূতীনাং ) দিবা ( দিবাণি, সূর্য্যাদি ) জনমানি ( জন্মানি )  
অমবেদং ( বিজ্ঞাতবান্ অস্মি ) । শতং ( অনেকাঃ ) আয়সীঃ ( লৌহন্যা ইব  
হুর্ভক্তাঃ ) পুরঃ ( পূর্বা ইব শতীরাণি ) বা ( বাস্ ) অঃ ( সংসার-পাশবিশৃঙ্খলঃ  
প্রাক্ ) অরক্ষন্ ( রক্ষিতবত্যাঃ—সুক্ষিপ্তবিশেষঃ কৃতবত্যাঃ ) । [ অনন্তরক্ ]  
শ্বেনঃ ( পক্ষিবিশেষ ইব ) ভবমা ( ভবতা ) নিরদীপং ( অন্ধকারপ্রায়ম্ )  
পাশং নির্ভিক্ত নির্গতোহস্মি ) ইতি । বাগদেবঃ ( মহাশা ঋষিঃ ) গর্ভে  
শয়ান এব ( গর্ভহ এব ) এতৎ ( পূর্কাতং মহাবস্ব ) এবম্ উবাচ  
( উক্তবান্ ) ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ । ঋষিও তাহা [ সংসারী জীবের উক্তপ্রকার  
জন্মের পর মরণ, আবার জন্ম আবার মরণ এইরূপ চলিতে থাকার  
জন্ম যে ক্লেশ ও তাহা দূর করিবার উপায়দ্বয় যে উপায়  
তাহার বিষয় ] বলিয়াছেন—আনি ( বান্বেদ ) গর্ভে থাকিবার সময়ই

এই সমস্ত দেবতার ( অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ) বহুসংখ্যক জন্ম ঠিকমত জানিয়াছি। তবজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক আয়সী ( লৌহময়ী ) পুরী ( শরীর ) আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে তবজ্ঞানের প্রভাবে আমি শেখ ( বাজ ) পক্ষীর হায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া বাহির হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে থাকিয়াই এই কথা বলিয়া-  
ছিলেন ॥২৮॥৫॥

শাক্তরভ্যাস্ম। এবং সংসারনু অবস্থাভিষক্তিরূপে জন্মমরণ-প্রবন্ধাক্রম-  
সর্বো লোকঃ সংসার-সমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিৎ যথা ঐত্ম্যাক্তমাত্মানং বিজ্ঞানাত্তি  
—যত্যাং কস্তাঞ্চিবহস্যাম্, তদৈব মুক্তসৰ্ম্মসংসারবন্ধনঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যেতদ্  
বস্তু, তদন্তমুখিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্তমিত্যাহ—

গর্ভে হু মাতুর্গর্ভাশয়ে এব সন্, স্থিতি বিতর্কে। অনেকজন্মান্তরভাবনা-  
পরিপাকবশাৎ এষাং দেবানাং বাগশ্রাদ্ধীনাং জন্মানি জন্মানি বিখা বিখানি  
সৰ্ম্মাণি অববেদম্ অহম্—অহম্ অনুবুদ্ধবানস্মীত্যর্থঃ। শতম্ অনেকাঃ বহ্বাঃ শা  
মাং পুং: আয়সী: আয়স্তু: লৌহময্য ইবাভেজানি শরীরানীত্যভিপ্রাঃ। অরক্ষন্  
রক্ষিতবত্যা: সংসার-পাশনির্গমনাং অধঃ। অথ শ্বেন ইব জালং ভিত্বা অবসা  
আত্মজ্ঞানকৃতসামর্থ্যেন নিরদীপ্তং নির্গতোহস্মি। অহো গর্ভ এব শয়ানো বামদেব  
ঋষিরেবমুবাটৈচৎ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সংসার-সাগরে নিমগ্ন সমস্ত জীবলোক পূর্ব্বোক্ত তিন  
প্রকার জন্মরূপ অবস্থায় প্রকাশে জন্ম-মরণপ্রবাহ ভোগ করত, যে কোন অবস্থায়  
হউক, যখন কোনপ্রকারে ঐতিকথিত আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারে,  
তখনই সৰ্ম্মপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। এই  
বিষয়টি মন্ত্রেও বলা হইয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ঐতির ‘হু’ শব্দটি  
বিতর্কবোধক। আমি গর্ভে—মাতৃগর্ভে থাকিয়াই বহু জন্মে সঞ্চিত স্মৃতিস্তার  
ফলে, এই বাক অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সমস্ত জন্ম ( জন্মবৃত্তান্ত ) জানিয়া-  
ছিলাম, অর্থাৎ বড় আনন্দের কথা যে, তখনই অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।  
আমি এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে লৌহময়ী পুরীর হায় হুর্ভক্ত  
বহুসংখ্যক শরীর আমাকে বন্ধ করিয়াছিল, অর্থাৎ আবদ্ধ রাখিয়াছিল।  
অনন্তর শ্বেন পক্ষী ( বাজ পাখী ) হেৰূপ বন্ধন-জাল ছেদন করিয়া বাহির হয়,  
তদ্রূপ আমিও আত্ম-জ্ঞান হইতে জ্ঞান শক্তি দ্বারা [ সেই সংসার-বন্ধন হইতে ]



বাহিয় হইয়াছি। বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে বামদেব ঋষি গর্ভে শরান (অবস্থিত) থাকিয়াই এই বিষয়টি উক্তপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদুর্দ্ধ উৎক্রম্যামুগ্নিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্তামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥২৯॥৬॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥২॥১॥

ইত্যেতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২॥

আরণ্যকক্রমেণ তু পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

সরলার্থঃ। এবং (যথোক্তপ্রকারম্ আত্মানং) বিদ্বান্ (জ্ঞানন্) সঃ (বামদেব ঋষিঃ) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (শরীর-বিনাশাৎ, শরীরবিশেষাদ্বা) উর্দ্ধঃ (উন্নতঃ—পরমার্থভূতঃ সন্) উৎক্রম্য (সংসাররূপাদধোভাবাভ্রতিমাপত্ত) অমুগ্নিন্ (ইন্দ্রিয়াগোচরে) স্বর্গে (স্বপ্রকাশে) লোকে (পরমাত্মভাবে) [অবস্থিতঃ সন্] সর্বান্ কামান্ আপ্তা (লব্ধা) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ, বিমুক্তঃ) সমভবৎ। অধ্যায়সমাপ্তার্থা দ্বিরুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানিয়া বর্তমান দেহ নাশের পর উর্দ্ধলোকে উৎক্রমণপূর্বক (গিয়া) ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করত (চক্ষুঃকর্ণ ইত্যাদির অগোচর নিজ জ্যোতিতে প্রকাশিত যে পরমাত্মা তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) সর্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ দৈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন। [অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ 'সমভবৎ' পদটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে] ॥২৯॥৬॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম-খণ্ড-ব্যাখ্যা ॥২॥১॥

শাক্তরভাস্ময়ম্। সঃ বামদেব ঋষিঃ যথোক্তমাত্মানম্ এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ছরীরভেদাৎ শরীরত্যাগবিজ্ঞাপনিকল্পিতস্য আরম্ভবধিনির্ভেদস্য জনন-মরণাত্মনেকানর্থশতাবিষ্টশরীরপ্রবদ্ধস্য পরমাত্মজ্ঞানাগুতোপযোগজনিত-বীৰ্যাকৃত-ভেদাৎ শরীরোৎপত্তিবীজাবিচ্ছাদিনিমিত্তোপমর্দহেতোঃ শরীরবিনাশাধিত্যর্থঃ। উর্দ্ধঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ অধোভাবাৎ সংসারাৎ উৎক্রম্য জ্ঞানাবস্থোতিতামল-

সৰ্ব্বাশ্রভাৰমাপন্নঃ সন্ অমৃগ্নিন্ যথোক্তে অজরহমৃতত্বেভ্যম্ সৰ্ব্বজ্ঞেহপূৰ্বেহন-  
পরেহনস্তেহবাহে প্রজ্ঞানামৃতকরসে স্বৰ্গে লোকে স্বশ্মিন্নাশ্রনি শ্বে স্বরূপে  
অমৃতঃ সমভবৎ আশ্রজ্ঞানেন পূৰ্ব্বমাপ্তকামতয়া জীবয়েৎ সৰ্বান্ কামানাপ্তা  
ইত্যর্থঃ । দিৰ্ঘচনং সফলম্ সোদাহরণশ্রাশ্রজ্ঞানম্ পরিসমাপ্তিপ্ৰদৰ্শনার্থম্ ॥২২॥৬॥  
ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যশ্চ

শ্রীমচ্ছন্দরভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্বাশ্চৈ

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাস্যানুবাদ । সেই বাসদেব নামক ঋষি উক্ত আশ্রাকে যথোক্ত-  
প্রকারে জানিয়া এই শরীর-ভেদের পর অর্থাৎ পৌরুষের ভায় দুর্ভেদ এবং অম-  
মরণাদি বহুবিধ অনর্থশাসিসময়িত এই অবিভাকল্পিত ( অজ্ঞান বা মায়ার দ্বারা  
সৃষ্ট ) শরীর-প্রবন্ধের যে, পরমাত্মজ্ঞানরূপ অমৃতরসাস্বাদজনিত শক্তি দ্বারা তেজ-  
শরীরোৎপত্তির কারণরূপ অবিভাদি ঘোষ-নিরুত্তির ফলে যে শরীরের বিনাশ  
বা পতন, তাহার ফলে উৰ্দ্ধ অর্থাৎ পরমাত্মরূপ হইয়া, সংসাররূপ অধোভাব  
( নিকৃষ্ট অবস্থা ) হইতে উৎক্রমণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আলোকিত বিমল  
সৰ্ব্বাশ্রভাৰ লাভ করত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অজর অমর অমৃত অভয় সৰ্ব্বজ্ঞ এবং  
পূৰ্ব ও পর, অন্তর ও বাহির বজ্জিত একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বৰ্গলোকে নিজ  
আশ্রাতে অর্থাৎ স্ব স্বরূপে [ অবস্থানপূৰ্ব্বক ] অমৃত হইয়াছিলেন । এখানে  
বুঝিতে হইবে যে, সেই আশ্রজ্ঞ পুরুষ সৰ্ব্বাশ্রভাৰ লাভ করায় জীবিত অবস্থাতেই  
সমস্ত কাম্যবিষয় লাভ করিয়াছিলেন ; এই জন্তই বলা হইল যে, সমস্ত কাম্য  
বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূৰ্বকাম হইয়া । এখানে যে ফল ও উদাহরণের সঙ্গে  
আশ্রজ্ঞানের কথা শেষ করা হইল, তাহা বুঝাইবার জন্য ‘সমভবৎ’ কথাটির  
বিস্তৃতি করা হইয়াছে ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাস্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের অন্ত্যবধি সমাপ্ত ॥ ২ ॥

## ভূতীয়েহ্ম্যারঃ

প্রথমঃ ধণ্ডঃ

আভাস-ভাষ্যম্। ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনকৃত-সৰ্ব্বাশ্রয়ভাবফলাবাপ্তিং বামদেবাত্মা-  
চার্য্যপরম্পরয়া ঐশ্বর্য্যবতোত্তমানিঃ ব্রহ্মবিৎপরিষত্ত্যন্তপ্রসিদ্ধাম্ উপলভমানা  
মুহুর্তবো ব্রাহ্মণা অধুনাতনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ অনিত্যাং সাধ্যসাধনলক্ষণাং সংসারাং  
আ জীবতাবাদ্যাবিবৃৎসবো বিচারয়ন্তঃ অতোত্তং পৃচ্ছন্তি। কথম্?—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। বামদেব প্রভৃতি আচার্য্য-পরম্পর্য্য ক্রমে  
পারম্পর্য্যবোধক ঐতিহ্যে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মজ্ঞানী সমাজেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ  
যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান-সাধন দ্বারা সৰ্ব্বাশ্রয়ভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা জানিয়া, এখনকার  
মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ব্রাহ্মগণগণও সাধনাত্মক বা হেতুফলভাবাপন্ন  
অনিত্য সংসার ও জীবতার হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিচার করিয়া পরম্পরের  
প্রতি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কি প্রকার? [প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা  
বর্ণিতহেঁচেন]।—

কোহ্ময়মাশ্বেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা  
রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজি-  
হ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্মাদু চাস্মাদু চ  
বিজানাতি ॥৩০॥১॥

সরলার্থঃ। [আত্মোপাসকঃ ব্রাহ্মণা বিচারয়ন্তঃ পরম্পরং পৃচ্ছন্তি। ৩০-  
প্রশ্নপ্রকারমাহ] ‘কোহ্ময়মাশ্বেতি’ ইতি। বয়ং [যং] ‘অয়ম্ আত্মা’ ইতি উপাস্মহে,  
[সঃ] কঃ? [ইতি স্বরূপতঃ প্রশ্নঃ]। [ঐতি তু সোপাধিকো নিরূপাধিকশ্চ ধৌ  
আত্মানৌ ক্রুরতে, তস্মৈর্বাধ্যো] সঃ (অস্মদ্ব্যাপ্তঃ) আত্মা কতরঃ (সোপা-  
ধিকো নিরূপাধিকো বা)? [ইদানীং সংশয়প্রকারো বিবিচ্যতে—] যেন  
(চক্ষুর্ভূতেন) বা রূপং পশ্যতি, যেন বা (শ্রোত্রভূতেন) শব্দং শৃণোতি, যেন বা

(ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟରୂପେ) ଗନ୍ଧାନ୍ ଆଦିପ୍ରତି, ସେନ ବା (ବାଗ୍‌ଭୂତେନ) ବାଞ୍ଚ ବ୍ୟାକରୋତି, ସେନ ବା (ସମ୍ଭବାରୂପେ) ସ୍ଵାହ ଚ ଅସ୍ଵାହ ଚ ବିଜ୍ଞାନାତି ॥ ୩୦ ॥ ୧ ॥

ମୂଳାନ୍ତରାଦ । ଆତ୍ମାର ଉପାସନା ନିରତ ଯୁକ୍ତିକାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ବିଚାର କରିବା ପରସ୍ପରକେ ଶିକ୍ଷାସା କରିତେହେନ ସେ,—ଆମରା ସେ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା କରିତେହି, ତାହାର ସ୍ଵରୂପ କି, ଏବଂ [ଶ୍ରୁତିକଥିତ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟେ] ସେହି ଆତ୍ମାଟି କେ ?—ସେ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରୂପେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ଥାକେ, କର୍ମରୂପେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଥାକେ, ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟରୂପେ ଗନ୍ଧଗ୍ରହଣ କରିବା ଥାକେ, ବାସିନ୍ଦ୍ରିୟରୂପେ (ଜିହ୍ଵା ଓଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପେ) ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଥାକେ, ଏବଂ ଜିହ୍ଵାରୂପେ ସ୍ଵାହ ଓ ଅସ୍ଵାହ ବସ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଥାକେ,—॥୩୦॥୧॥

ଶାନ୍ତରାଭାସ୍ୟମ୍ । ସମାନ୍ତ୍ରାନ୍ତରାଭାସ୍ୟମ୍ ନାମ୍ନାଂ ସମ୍ଭବାରୂପେ, କଃ ନ ଆସ୍ୟତି । ସଂ ଚ ଆତ୍ମାନ୍ତରାଭାସ୍ୟମ୍ ନାମ୍ନାଂପାନୀନୋ ବାମଦେବଃ ଅସ୍ମତଃ ସମଭବଂ ; ତମେବ ସମ୍ଭବାରୂପେ ; କୋ ହ ଧନୁଃ ନ ଆସ୍ୟତି ? ଏବଂ ଶିକ୍ଷାସାପୂର୍ବମନ୍ତୋହତ୍ୟୁ ପୃଷ୍ଠତାମ୍ ଅତିକ୍ରାନ୍ତବିଶେଷବିଷୟଶ୍ରୁତିସଂସ୍କାରଜନିତା ସ୍ମୃତିରଜ୍ଞାତ—“ତଂ ପ୍ରାପଦାତ୍ୟାପ୍ରାପଦତ ବ୍ରହ୍ମେନ ପୁରୁଷମ୍” “ନ ଏତମେବ ନୀମାନ୍ତ ବିଧାର୍ଯ୍ୟା ତସ୍ମା ହାରା ପ୍ରାପଦତ” ଏତମେବ ପୁରୁଷମ୍ ସେ ବ୍ରହ୍ମଣି ଇତନ୍ନେତର-ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟେନ ପ୍ରାତିପନ୍ନେ—ଇତି । ତେ ଚାନ୍ତ ପିଂଶୁଭାସ୍ୟତେ ; ତନ୍ନେତର-ଆତ୍ମୋପାନ୍ତୋ ଭବିତୁମର୍ହିତି । ସୋହତ୍ରୋପାନ୍ତଃ, କତରୋ ହ ନ ଆସ୍ୟତି ବିଶେଷନିର୍ଦ୍ଧାରଣାର୍ଥଂ ପୁନରନ୍ତୋହତ୍ୟୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନିଚାରୟତଃ । ୧

ପୁନର୍ଭାବ୍ୟାଂ ବିଚାରୟତାଂ ବିଶେଷବିଚାରଣାମ୍ପରିବିଷୟା ମତିରଭ୍ୟୁ । କଥମ୍ ? ସେ ବସ୍ତୁନୀ ଅସ୍ମିନ୍ ପିଂଶୁ ଉପଲଭ୍ୟତେ—ଅନେକଭେଦଭିନ୍ନେନ କରଣେନ ସେନୋପଲଭତେ, ସଂଶ୍ଳେଷ ଉପଲଭତେ, କରଣାନ୍ତରୋପାନ୍ତାବିଷୟସ୍ମୃତି-ପ୍ରାତିପନ୍ନାନାଂ । ତତ୍ର ନ ତାବଦ୍ ସେନୋପଲଭତେ, ନ ଆତ୍ମା ଭବିତୁମର୍ହିତି । କେନ ପୁନର୍ଭାବ୍ୟତାଂ ଇତି ; ଉଚ୍ୟତେ—ସେନ ବା ଚକ୍ରଭୂତେନ ରୂପଂ ପଞ୍ଚତି, ସେନ ବା ଶୃଙ୍ଗୋତି ଶ୍ରୋତ୍ରଭୂତେନ ଶବ୍ଦମ୍, ସେନ ବା ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟରୂପେ ଗନ୍ଧାନ୍ ଆଦିପ୍ରତି, ସେନ ବା ବାକ୍-କରଣଭୂତେନ ବାଞ୍ଚ ନାମାଦିକାଂ ବ୍ୟାକରୋତି—ଗୌରବ ଇତ୍ୟେବଶାନ୍ତାମ୍, ନାଧସାନ୍ନିତି ଚ, ସେନ ବା ଜିହ୍ଵାଭୂତେନ ସ୍ଵାହ ଚାନ୍ତାହ ଚ ବିଜ୍ଞାନାତୀତି ॥ ୩୧ ॥ ୧ ॥

ଭାସ୍ୟାନ୍ତରାଦ ।—ଆମରା ବାହାକେ ‘ଅସ୍ମନ୍ ଆତ୍ମା’ (ଏହି ଆତ୍ମା) ବାରିବା ନାମ୍ନାଂ ନ ହେ ଉପାସନା କରିବା ଥାକି, ସେହି ଆତ୍ମାଟି କେ ? ବାମଦେବ

যে আত্মাকে ‘অন্নম্ আত্মা’ বলিয়া সাফাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; আমরা তাহারই উপাসনা করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই আত্মাটি কে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসাপূর্বক (জানিবার ইচ্ছায়) পরম্পর প্রশ্নকারীদিগের হৃদয়ে, ইহার পূর্বে ঋতিহে আত্মবিষয়ে যে সকল বিশেষ বিবরণের উপদেশ করিয়াছেন, সে সকলের অভ্যাসজাত সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল—‘ব্রহ্মচরণের অগ্রভাগ দ্বারা এই পুরুষে (পুরুষাকার দেহে) প্রবেশ করিয়াছিলেন’, ‘তিনি এই সীমাকে (ব্রহ্মচর) বিদীর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই এই পুরুষদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানে পরম্পর ভিন্নস্বভাব দুইটি ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। উক্ত উভয়টিই এই বেদপিণ্ডের আত্মস্বরূপ। সেই উভয়ের মধ্যে একটি আত্মাই উপাস্ত হইবার যোগ্য। এই উভয়ের মধ্যে, যে আত্মাটির উপাসনা করিতে হইবে, সেইটি কোন্ আত্মা?—এইরূপে উপাস্তবিষয়ক বিশেষত্ব স্থির করিবার অল্প আবার পুনর্বার তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরম্পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন—।১

এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত সেই মুক্তিকামীদিগের হৃদয়ে উদ্ভিত বিচারযোগ্য বিশেষ বস্তুবিষয়ে স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার? না, এই দেহমধ্যে দুইটি বস্তু বোধগম্য হইয়া থাকে (১); ওদ্বয়ে একটি হইতেছে বিভিন্নপ্রকার চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্বরূপ, যাহা দ্বারা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে, এবং আর একটি হইতেছে, যিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অমুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি এক; (করণভেদেও তাহার ভেদ হয় না); যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অমুভূত বিষয়ও গ্রহণ করিয়া থাকেন; [ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন হইলে, তাহার আর এইরূপ গ্রহণ করা সম্ভব হইত না]।

(১) তাৎপর্য—এই দেহমধ্যে দুইপ্রকার আত্মা আছে বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, একটি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে, অপরটি সেই অমুভবের কর্তারূপে। অল্প ঋতিতে বলা হইয়াছে যে, “পশুং চক্ষুঃ, শূন্যং শ্রোত্রং, মদানো মনঃ” ইত্যাদি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখনই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় অনুভব করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই অবিবিক্ত বা এক বলিয়া মনে হইয়া থাকে; এইজন্যই এখানে আত্মাকে করণাত্মক (ইন্দ্রিয় স্বরূপ) বলা হইয়াছে। ইহা হাড়া—আলাদাভাবেও আত্মা যে অমুভবের কর্তা তাহা বোঝা যায়; নচেৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অমুভূত বিষয় যখন অপর ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ অমুভূত বিষয় সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত নয়, এরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উক্ত হুইটির মধ্যে, বাহাধারা বোধ হইয়া থাকে, তাহা কখনও আত্ম হইতে পারে না। ভাল, সেই বোধ বা উপলব্ধিই কাহার দ্বারা হইয়া থাকে? হাঁ, বলিতেছি—চক্ষুর সহিত একীভূত বাহার দ্বারা রূপ দেখিয়া থাকে, কর্ণভাবাপন্ন বাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত বাহা দ্বারা গন্ধ আশ্রয় করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে বাহা দ্বারা 'গো, অশ্ব' ইত্যাদি নামাত্মক, এবং উত্তম অধম বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে বাহা দ্বারা স্বাদ ও অস্বাদ বস্তু অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ । সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং  
প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিধৃতিশ্চিহ্নতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ  
ক্রতুরশুঃ কাসো বশ ইতি । সৰ্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানশ্চ  
নামধেয়ানি ভবন্তি ॥৩১॥২॥

সরলার্থঃ । [ তদেবং বাহেন্দ্রিয়াভিব্যক্তচৈতন্ত্রে স্বাত্মাবশম্ভয়ং  
প্রদর্শ্য, ইধানীমন্তঃকরণ-তদ্বৃতিবিশেষাভিব্যক্তচৈতন্ত্রে স্বাত্মাবশম্ভয়শ্চি-  
ত্রেত্যাহ—“যদেতৎ হৃদয়ং” ইত্যাদি ] । যদেতৎ হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ),  
মনঃ চ (মনো বা, একমেব হি অন্তঃকরণং নিশ্চয়বৃত্ত্যা বুদ্ধিঃ, সংশয়বৃত্ত্যা চ  
মন উচ্যতে ইত্যর্থঃ) । এতৎ (উক্তং অন্তঃকরণমেব বৃত্তিভেদেন) সংজ্ঞানং  
(চৈতন্যভাবঃ), আজ্ঞানং (আজ্ঞা—প্রভৃৎ), বিজ্ঞানং (কলাবিজ্ঞানং)  
প্রজ্ঞানং (গ্রন্থার্থার্থো বুৎকলমেবঃ), মেধা (গ্রন্থার্থধারণসামর্থ্যম্),  
দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়সং জ্ঞানং), ধৃতিঃ (বৈধ্যম্—ব্যবসায়বচনম্), মতিঃ  
(মননং কার্য্যালোচনম্), মনীষা (তজ্জ স্বাতন্ত্র্যম্), জুতিঃ (যোগাদিজনিত-  
হৃৎষিভম্), স্মৃতিঃ (স্মরণম্), সঙ্কল্পঃ (নীলপীতাদিবিষয়বিকল্পনম্), ক্রতুঃ  
(অধ্যবসায়ঃ), অশুঃ (প্রাণনাদি-জীবনব্যাপারঃ), কাসো (অসম্মিহিতবিষয়ে-  
হস্তিলাবঃ), বশঃ (ভোগ্যবস্তু-বিষয়কোহস্তিলাবঃ), এতানি (যথোক্তাঃ  
সংজ্ঞানাজ্ঞা বৃত্তয়ঃ) সৰ্ব্বাণি এব প্রজ্ঞানশ্চ (প্রজ্ঞানমাত্রস্ত শুদ্ধস্ত ব্রহ্মণঃ)—  
নামধেয়ানি (নামানি—তত্ত্বহুপাধিগত-বৃত্তিভেদজনিতানি, নতু সাক্ষাৎ)  
ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ । [ প্রথমতঃ বহিষ্মিন্দ্রিয়ে প্রকাশিত চৈতন্ত্রে

আত্মভাবসম্বন্ধে সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ে প্রকাশিত চৈতন্যেও আত্মভাবসম্বন্ধে সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন— ]।

এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম—অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটি নাম মাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব ( চেতনা ) অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি ; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চৌষষ্টি কলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থের অর্থ মনে ধরিয়া রাখার ক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস ইত্যাদির বোধ, ধৃতি অর্থ—ধৈর্য, মতি—মনন, কর্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জুতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সংকল্প—শ্বেতপীতাদি বিষয়ক বিতর্ক বা বিচার, ক্রতু—অধ্যবসায় ( নিশ্চিন্তাত্মক জ্ঞান ), অহু—খাস প্রাণাদি নির্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—আকাঙ্ক্ষা, বশ—ভোগ্য বস্তুর স্পর্শাদি কামনা, এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এ সমস্তই ব্রহ্মের ঔপাধিক ( বিশেষ বিশেষ কার্য্যবোধক ) নামবিশেষ মাত্র ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাস্যম্। কিং পুনস্তদেকমনেকখা ভিন্নং করণমিতি ; উচ্যতে, যজুঃ পুরতাং প্রজানাং রেতো হৃদয়ম্, হৃদয়স্ত রেতো মনঃ, মনসা সৃষ্টা আপচ বরুণচ, হৃদয়ান্ননো মনশ্চক্ষমাঃ, তথৈবৈতদ্ হৃদয়ং মনশ্চ, একমেব তদনেকখা। এতেনাস্তঃকরণেনৈকেন চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি, ঘ্রাণভূতেন ঘ্রিষ্মতি, বাগ্ভূতেন বদতি, দ্বিহ্নাভূতেন রসয়তি, খেনৈব বিকল্পমাক্রপেণ মনসা বিকল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবস্মতি। তস্যাং সর্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিহং করণং সর্বোপলক্ষ্যার্থমূলকঃ। তথা চ কৌষীতকীনাং “প্রজয়া বাচ্য সমাক্রহ বাচ্য সর্বাণি নামাত্মাপ্রোতি, প্রজয়া চক্ষুঃ সমাক্রহ চক্ষুবা সর্বাণি রূপাণ্যাপ্রোতি” ইত্যাদি। বাজলনয়কে চ “মনসা হেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন হি রূপাণি বিজানাতি” ইত্যাদি। ওশ্বাঙ্কনয়নোবাচাস্ত সর্বোপলক্ষিকরণস্য প্রসিদ্ধম্। তদ্ব্যকচ্চ প্রাণঃ “যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজা, বা বৈ প্রজা, ন প্রাণঃ” ইতি হি ব্রাহ্মণম্। করণসংহতিক্রপচ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদো। ১

তস্যাং ২৭ পস্ত্যং প্রাপত্তত তৎ ব্রহ্ম তদুপলব্ধ রূপলক্ষিকরণেণ শুণ্ণভূতদ্বায়ৈষ

তদন্ত ব্রহ্মোপাশ্রয় আত্মা ভবিতুমর্হতি। পারিশেষত্বাদ্ বস্তোপলব্ধরূপলক্ষ্যার্থা এতন্ত  
হৃদয়মনোরূপন্ত করণন্ত বৃত্তয়ো বক্ষ্যমাণাঃ, স উপলব্ধা উপাশ্রয় আত্মা  
নোহ্মাকং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ। তদন্তঃকরণোপাধিস্থতোপলব্ধঃ  
প্রজ্ঞানরূপন্ত ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যার্থা বা অন্তঃকরণবৃত্তয়ো বাহ্যাস্তর্কসিদ্ধিবিষয়বিষয়াঃ, তা  
ইমা উচ্যন্তে—। ২

সংজ্ঞানং সংজ্ঞাপ্তিঃ চেতনভাবঃ; আজ্ঞানং আজ্ঞাপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ; বিজ্ঞানং  
কলাদিপরিজ্ঞানম্; প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞাপ্তিঃ প্রজ্ঞতা; মেধা গ্রহধারণসামর্থ্যম্;  
দৃষ্টিঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্কবিষয়োপলব্ধিঃ; ধৃতিঃ ধারণম্, অবসরানান্ শরীরেন্দ্রিয়গণাং  
যয়োত্তমত্বং ভবতি; “ধৃত্যা শরীরধূত্বহন্তি” ইতি হি বদন্তি। মতিঃ মন-  
নম্; মনীষা তত্র স্বাতন্ত্র্যম্; জুতিঃ চেতনো রূপাধিভূতভাবঃ; স্মৃতিঃ  
স্মরণম্; সঙ্কল্পঃ শুক্লকৃষ্ণাদিভাবেন সঙ্কল্পনং রূপাদিনাম্; ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ;  
অমুঃ প্রাণনাড়িছীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ; কামঃ অসম্মিহিতবিষয়াকাঙ্ক্ষা;  
বশঃ শ্রীযাতিকরাত্তিভাষাঃ; ইত্যেবমাত্মা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ উপলব্ধরূপ-  
লক্ষ্যার্থাং শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপন্ত ব্রহ্মণ উপাধিভূতাঃ, তদুপাধিভূত-গুণনাম-  
ধেয়ানি সংজ্ঞাদানি সর্কারণোৎপত্তানি প্রজ্ঞাপ্তিমাত্রন্ত প্রজ্ঞানন্ত নামধেয়ানি  
ভবন্তি, ন স্বতঃ সাক্ষাৎ। তথাচোক্তম্ “প্রাণেনৈব প্রাণো নাম ভবতি”  
ইত্যাদি। ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্বে যে, একই বস্তু বা জ্ঞানসাধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে  
অনেক-প্রকারে বিভিন্ন বলা হইয়াছে, সেই করণটি কে? হাঁ, বলা হইতেছে।  
পূর্বে ক্রটিতে বলা হইয়াছে যে, হৃদয়ই প্রাণিগণের সার—হৃদয়ের সার মন; অর্থাৎ  
ও তাহার অধিদেবতা বস্তু মনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; এবং হৃদয় হইতে মন,  
মন হইতে চক্ষুহা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই এই হৃদয়ই মনও বটে; অর্থাৎ  
একই অন্তঃকরণ উভয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই একই অন্তঃকরণ দ্বারা  
চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করে, কর্ণরূপে শব্দ শ্রবণ করে, ভ্রাণেন্দ্রিয়রূপে গন্ধ  
গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দ উচ্চারণ করে, স্পর্শরূপে স্পর্শসাধন করে, এবং  
নিশ্চয় বিকল্পাত্মক মনোরূপে বিকল্পনা করে, ও বুদ্ধিরূপে অধ্যবসায় বা  
নিশ্চয় করে। অতএব এই এক অন্তঃকরণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বিষয়ে  
ব্যাপার নির্বাহ করত উপলব্ধিকারী আত্মা সর্কপ্রকার উপলব্ধ সাধন (উপায়)  
হইয়া থাকে। দেখ, কোষাত্তী ব্রাহ্মণে কথিত আছে ‘প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ে  
আয়োজন করিয়া বাক্য দ্বারা সমস্ত নাম (শব্দ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ



করিয়া থাকে, প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুতে আরোহণ করিয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করিয়া থাকে’ ইত্যাদি। বাৎসন্যের ক ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—‘মনঃ দ্বারাই শ্রবণ করে, এবং হৃদয় ( মনঃ ) দ্বারাই সমস্ত বিষয় অনুভব করে’ ইত্যাদি। এই কারণেই হৃদয় ( বুদ্ধি ) ও মনঃ-শব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সর্বপ্রকার জ্ঞানসাধনতা অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বারাই সকল প্রকার জ্ঞান জন্মে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রাণও তদাত্মক ( অন্তঃকরণ স্বরূপ ) অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, ব্রাহ্মণে ( উপনিষদে ) কথিত আছে যে, ‘বাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আবার বাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ’। প্রাণ যে, অন্তঃকরণসমষ্টি-স্বরূপ, একথা আমরা ‘প্রাণ-সংবাদ’ প্রভৃতি প্রকরণে বলিয়াছি ( ১ )। ১

অতএব, বাহা দুইটি পায়ের সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও ব্রহ্মই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা উপলব্ধিকারী আত্মার উপলব্ধিকরণ অর্থাৎ অনুভবের উপায় মাত্র; সূত্ররূপে প্রধান বা মুখ্য নহে; অপ্রধান বলিয়াই সেই গৌণ ব্রহ্ম কখনই উপাস্ত আত্মা হইতে পারে না। অতএব পারিশেষ্য নিয়মানুসারে ( ২ )

(১) তাৎপর্য—একই প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচপ্রকার নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রাণ স্বরূপতঃ বায়ুর পরিণতি-বিশেষ। ভাষ্যকার এখানে বলিলেন যে, উক্ত প্রাণ পদার্থটী প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের সমষ্টি বা সংঘাতস্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন—“সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাত্মা বায়বঃ পক”। অর্থাৎ প্রাণাদি যে পাঁচটি বায়ু, তাহারা বায়ুর পরিণতি নহে, পরন্তু অন্তঃকরণত্বের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার মাত্র। যেমন একটি পত্রমধ্যে কতকগুলি পক্ষী থাকিলে, তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে পত্রটী স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সেই পত্রটী নাড়িবার জন্য কেহই পৃথক কোনরূপ ক্রিয়া করে না, তেমনি বুদ্ধি, অহংকার ও মন, এই তিনটি অন্তঃকরণ বথাক্রমে নিশ্চয়, অভিমান ও সংকল্প করিয়া থাকে, তাহাতেই যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেই স্পন্দনের ফল—প্রাণ।

(২) তাৎপর্য—‘পারিশেষ্য নিয়ম’ এই প্রকার—যেখানে আপাততঃ অনেকের সম্বন্ধে কোন একটি ধর্ম বা গুণাদির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অপর সকলের প্রতিবেশের দ্বারা একটীতে সেই ধর্মটির ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়; অথচ তাহার জন্য আর কোন সম্ভ্রমযোগের আবশ্যকতা হয় না; ফলে ফলেই তাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে ‘পারিশেষ্য নিয়ম’ বলা হয়। যেমন—পক ভূতের মধ্যে একটি ভূতে গন্ধ আছে, এই কথা বলিলে—আপাততঃ পকভূতেই গন্ধ থাকার আশঙ্কা হয়। কিন্তু বৃত্তিদ্বারা পৃথিবী ভিন্ন অপর চারিভূতেই গন্ধ থাকা সম্ভব বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে, ফলতঃ পৃথিবীতেই যে, গন্ধ আছে, তাহা না বলিলেও সিদ্ধ হইয়া যায়।

ହୁଏ ବାସ୍ତବେ, ଯେ ଉପଲବ୍ଧିକର୍ତ୍ତା (ଆତ୍ମା) ଉପଲବ୍ଧିର ଉପାୟରୂପେ ଏହି  
ହୃଦୟ ଓ ମନଃସଦ୍‌ବାଚ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ପଞ୍ଚାଂଶୁକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ୍ର ଉପମା ହେଉଅ  
ଥାଏ, ସେହି ଉପଲବ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାହି ଆମାତ୍ମର ଉପାନ୍ତ ହେବାର ସାଧ୍ୟ;—ପୂର୍ବକ୍ଷିତ  
ବିଜ୍ଞାନସ୍ତମ୍ଭ ଏହିପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦାୟନ କରିଆଛନ୍ତି । ସେହି ଅନ୍ତଃକରଣେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଆ  
ଉପଲବ୍ଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମର ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ବଭାବ ବାହ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାନ୍ତରୀଣ ( ଭିତରର )  
ବିଷୟେ, ସେ ନବ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣବୁଦ୍ଧିର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଏ, ଏହା ସେହି ବୁଦ୍ଧିଶୃଙ୍ଖଳର ବିଷୟ କ୍ରମେ  
ବଳା ହେଉଛି— । ୨

ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ—ଜ୍ଞାତ୍ରୀ—ସାହା ହାତୀ ଚେତନ ବଳିଆ ନିରୂପିତ ହୁଏ; ଆଜ୍ଞାନ  
ଅର୍ଥ—ଆଜ୍ଞା—ଅବୃତ୍ତାବ; ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ—ବୃତ୍ତାଗୀତାଦି କଳାବିଷୟେ ଜ୍ଞାନ; ପ୍ରଜ୍ଞାନ  
ଅର୍ଥ—ପ୍ରଜ୍ଞତା ଅର୍ଥାତ୍ ନୟନୋଚିତ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକାଶ—ପ୍ରତିଭା; ମେଧା ଅର୍ଥ—  
ଐହାର୍ଥଧାରଣେ ( ମନେ ରାଧାର ) କ୍ଷମତା; ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ—ହିନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାତୀ ଗର୍ଭବିଷୟର  
ଉପଲବ୍ଧି; ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥ—ଧାରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସାରପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ହିନ୍ଦ୍ରୀୟମନ୍ତ୍ରର ସାହା  
ହାତୀ ଉତ୍ତମନ ବା ଉତ୍ତେଜନା ହୁଏ; କାରଣ, ‘ପଞ୍ଚିତଗଣ ବଳିଆ ଥାଏନେ ସେ, ସ୍ମୃତି  
ହାତୀହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଆ ବହନ କରା ହୁଏ’; ମତି ଅର୍ଥ—ମନନ ବା ଚିନ୍ତା;  
ମନୀଷା ଅର୍ଥ—ସେହି ମନନକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନତା; ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ—ରୋଗାଦିଜ୍ଞାନିତ ମନେ  
ହୁଏ; ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥ—ସ୍ମରଣ; ନବ୍ୟ ଅର୍ଥ—ରୂପାଦିବିଷୟେ ଶୁଦ୍ଧବ୍ୟାପିତାବେ ବିତର୍କ;  
କ୍ରତୁ ଅର୍ଥ—ଅଧ୍ୟବସାର; ଅସୁ ଅର୍ଥ—ଜୀବନର ସେତୁ ସ୍ବରୂପ ପ୍ରାଣନାଦି ( ନିଃସାନ୍-  
ପ୍ରାଣାନ୍ତରାନ୍ତର ) ସାଧାରଣ କାମ ଅର୍ଥ—ସୁସ୍ବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟେ ଅଭିଳାଷ ବା ତୃଷ୍ଣା; ବଳ  
ଅର୍ଥ—ଜ୍ଞାନସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିଳାଷ, ଏହି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ବୁଦ୍ଧିଶୃଙ୍ଖଳ  
ନାଧାରଣତଃ ଉପଲବ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଏ; ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏହି  
ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାଧି ସ୍ବରୂପ ଶୁଣ ଅନୁସାରେ ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍  
ସଂଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଭୃତି ନବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିହି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାଧିଜ୍ଞାନିତ ନାମ  
ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାମାତ୍ମକ ନାମ ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ ଏହି କଥାହି ବଳା ହେଉଛି ସେ, ‘ବ୍ରହ୍ମ  
ପ୍ରାଣନ କରେନ ବଳିଆହି ପ୍ରାଣ ନାମେ ପରିଚିତ ହୁଏ’ ଇତି ॥ ୩ । ୨ ।

ଏସ ବ୍ରହ୍ମେଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଏସ ପ୍ରଜ୍ଞାପତିରେତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଦେବା ଇମାନି ଚ  
ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତାନି ପୃଥିବୀ ବାୟୁରାକାଶ ଆପୋ ଜ୍ୟୋତୀଃସ୍ବୀତ୍ୟେତାନା-  
ମାନି ଚ କ୍ଷୁଦ୍ରସିନ୍ଧୁଗାବି । ବୌଦ୍ଧାନୀତରାଣି ଚେତରାଣି ଚାଞ୍ଚୁଜ୍ଞାନି ଚ  
ଆରୁଜ୍ଞାନି ଚ ସ୍ବେଦଜ୍ଞାନି ଚୋଦ୍ଧିଜ୍ଞାନି ଚାନ୍ଧା ଗାବଃ ପୁରୁଷା ହସ୍ତିନୋ

যৎ কিঞ্চিদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্ । সৰ্বং তৎ  
প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা  
প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

সরলার্থঃ । এষঃ (যথোক্তঃ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা) [এব] ব্রহ্ম (অপরং  
ব্রহ্ম) এষঃ ইন্দ্রঃ (স্বতঃ প্রকাশশীলঃ হিরণ্যগর্ভঃ, দেবরাজো বা), এষঃ  
প্রজ্ঞাপতিঃ (প্রথমশরীরী), এষঃ এতে সৰ্ব্বে দেবাঃ (অগ্নাদয়ঃ), [এষঃ]  
ইমানি পঞ্চ মহাবৃত্তানি—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ, জ্যোতীঃবি  
(তেজঃ), ইমানি ক্ষুদ্রমিশ্রাণি (ক্ষুদ্রৈঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি—সমেনানি—  
সর্পাদীনি), কিঞ্চ, [এব এব] ইমানি ইতরাণি বীজানি (কারণ-ভূতানি)  
চ; ইতরাণি চ (কার্যরূপাণি অপি), অণুজানি (পক্ষিসর্পাদীনি) চ, অাক্রজানি  
(অরায়ুভ্যো জাতানি মহুজাদীনি) চ, শ্বেদজানি (বৃক্ষাদীনি) চ, উদ্ভিজ্জানি  
(ভূমিস্থিত্ত্ব জাতানি তরুগুপ্তাদীনি) চ, অশ্বাঃ, গাভাঃ, পুরুষাঃ, হস্তিনাঃ,  
[প্রাণ্ডক্তানামেব উদাহরণরূপেণ অশ্বাদীনামুল্লেখো মন্তব্যঃ] । [কিং বহুনা]  
যৎ কিঞ্চ (যৎ বিষয়ি) ইষং জঙ্গমং চ পতত্রি (পক্ষযুক্তং) চ প্রাণি, যৎ চ  
(যদপি) স্থাবরং (স্থিতিশীলং), তৎ সৰ্বং প্রজ্ঞানেত্রং—প্রজ্ঞানে (নিরূপাধিকে  
চৈতন্ত্রে) প্রতিষ্ঠিতং (রজ্জৌ সর্প ইব অধ্যস্তম্), লোকঃ (প্রাণিসংঘঃ) প্রজ্ঞা-  
নেত্রঃ (প্রজ্ঞা—জ্ঞানং নেত্রং—ব্যবহারহেতুভূতং যন্ত, নঃ), তথা প্রজ্ঞা (চৈতন্ত্রং)  
প্রতিষ্ঠা—(গরুহানং) [সর্বস্ত লোকস্ত ইতি শেষঃ] । [এভিঃ পদৈঃ  
চৈতন্ত্রস্ত সৃষ্টিস্থিতিহেতুস্বয়ং] । তস্মাৎ ] প্রজ্ঞানম্ [এব] ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ এব  
সৃষ্টিস্থিতিহেতুব্যবধারণাৎ) ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ । উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র,  
ইনিই প্রজ্ঞাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চভূত,—  
পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-  
দেহের সহিত সমস্ত বীজ (কারণস্বরূপ) ও তন্নিম্ন (অকারণস্বরূপ  
নিখিল দেহ), সমস্ত অণুজ (সর্প প্রভৃতি), অরায়ুজ (মানুষ প্রভৃতি),  
শ্বেদজ (উকুন প্রভৃতি), উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষলতা প্রভৃতি), অশ্ব, গো,  
পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, এই মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতি যাহা কিছু জঙ্গম ও  
স্থাবর (চলিতে সমর্থ বা অসমর্থ), সেই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ

নিরুপাধিক ব্রহ্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে উৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে অবস্থিত, এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লক্ষ্যস্থান ; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

শাক্তরশ্মাশ্রম। স এষ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্ম অপৰং, সৰ্ব্বশরীরস্থঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। অন্তঃকরণোপাধিষতুপ্রবিষ্টো জলভেদগতস্বরূপপ্রতিবিম্ববৎ হিরণ্যগৰ্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এষ ইন্দ্রঃ শুণাৎ, শ্বেবন্নাজো বা। এষঃ প্রজ্ঞাপতিঃ, যঃ প্রথমজঃ শরীরো, যতো মুখাধিনির্ভেদদ্বারেনাগ্রাদ্যাদয়ো লোকপালা জাতাঃ, স প্রজ্ঞাপতিরেষ এষ। শ্বেহপ্যোতে অগ্ন্যাদয়ঃ সৰ্ব্বে দেবা এষ এষ। ইমানি চ সৰ্ব্বশরীরোপাধানভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাধীনি মহাভূতানি অন্নান্নাদ্ব-  
লক্ষণানি এতানি। কিঞ্চ, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিভ্রাণি ক্ষুদ্রৈরন্নকৈর্গ্নিশ্রাণি, ইব-  
শব্দোহনর্থকঃ, সর্পাদীনি। ১

বীজানি কারণানি, ইত্যেতানি চেতয়ামি চ বৈরাগ্যভেদেন নির্দিষ্টমানানি।  
কানি তানি? উচ্যন্তে—অণুজানি পক্ষ্যাদীনি, আকৃজানি অন্নায়ুজানি  
মহুজাদীনি, শ্বেবজানি যুজাদীনি, উস্তিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। অশ্বাঃ গাবঃ  
পুরুষাঃ হস্তিনঃ অন্তচর বৎ কিঞ্চিদং প্রাণি। কিং তৎ? অজমং যচ্চলতি পশ্যাৎ  
গচ্ছতি, যচ্চ পতন্তি আকাশেন পতনশীলম্; যচ্চ স্থাবরম্ অচলম্; সৰ্ব্বং  
তদ্বশেষতঃ প্রজ্ঞানেতম্; প্রজ্ঞাপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রহ্মৈব, নীর্যতে (সন্তা প্রাপ্যতে)।  
অনেনেতি নেত্রম্, প্রজ্ঞা নেত্রং যন্ত, তদ্বিদং প্রজ্ঞানেতম্; প্রজ্ঞানে ব্রহ্মগুণপ্তি-  
স্থিতিসরকালেমু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাপ্রমিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্বো লোকঃ, পূর্ব্ববৎ; প্রজ্ঞা-  
চক্ষুরী সৰ্ব্ব এষ লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সৰ্ব্বস্থ জগতঃ। তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ২

তদেতৎ প্রত্যন্তমিতসর্কোপাধিবিষেবং সৎ নিরঞ্জনং নির্মলং নিষ্কিঞ্চ  
শাস্ত্রমেকমদ্বয়ং “নেতি নেতি” ইতি সৰ্ব্ববিশেষাপোহসংবেদ্যং সৰ্ব্বশব্দপ্রত্যয়-  
গোচরং তদ্ব্যত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিষদ্বেন সৰ্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সৰ্ব্বসাধারণাব্যাকৃত-  
জগদ্বীজপ্রবর্তকং নিরন্ত্ৰা দ্বাদশগুণিঃ সৎ জ্ঞং ভবতি, তেষেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূত-  
বুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণং হিরণ্যগৰ্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবাস্তরগোদভূত-প্রথম-  
শরীরোপাধিষদ্বিষাট্ প্রজ্ঞাপতিসংজ্ঞং ভবতি। তদ্বদ্ব্যত্যাগ্যোপাধিষদেবতা-  
সংজ্ঞং ভবতি। তথা বিশেষশরীরোপাধিষপি ব্রহ্মাধিস্থত্বপৰ্য্যন্তেব তত্ত্বসংলক্ষণ-  
লাভো ব্রহ্মণঃ। তদেবৈকং সর্কোপাধিষেবভিন্নং সৰ্ব্বৈঃ প্রাণিভিত্তিকৈকৈকং সৰ্ব্ব-  
প্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্যতে চানেকথা। “এতমেকং বসন্তাগ্নিঃ সমুদন্তে প্রজ্ঞাপতিম্।  
ইন্দ্রমেকং পরে প্রাণবগ্নয়ে ব্রহ্ম শাস্ত্রম্” ইত্যাত্মা স্মৃতিঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মারই অপর ব্রহ্ম (উপাধিস্বক্ক  
ব্রহ্ম); ইহাই সর্বশরীরস্থিত প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এবং বিভিন্ন জলপাত্রে পতিত  
জল সূর্য্যপ্রতিবিম্বের তায় ইহাও অন্তঃকরণরূপ উপাধিসমধ্যে প্রবেশ করিয়া  
হিরণ্যগৰ্ভ প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইন্দ্রশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় অনুসারে হিরণ্যগৰ্ভ  
কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই প্রজ্ঞাপতি,  
যিনি প্রথমোৎপন্ন শরীরধারী পুরুষ; বাহার মুখছিদ্র ইত্যাদি প্রকাশের  
ফলে লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাপতিও ইনিই।  
এবং এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ, তাঁহারাও ইনিই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই  
বটে। আর এই যে, সমস্ত শরীরের উপাদানরূপে এবং অন্ন ও অন্নভোজনকারী-  
রূপে পরিণত কৃতি (মাটি) প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, ইহারা, এবং মশক প্রভৃতি  
ক্ষুদ্র প্রাণীদের সহিত সর্ব প্রভৃতি। ১

বীজ ও অবীজ, বীজ অর্থ কারণ—কার্য্যোৎপাদক; বাহা হইতে কার্য্য  
অর্থাৎ ফল উৎপন্ন হয়; অবীজ অর্থ—কার্য্যের অমুৎপাদক, এই দুই ভাগে  
বিভক্ত যে সমুদয় প্রাণী (ইতরাণি চ ইতরাণি চ বলিয়া বাহাদের নির্দেশ করা  
হইয়াছে) সেই সমুদয় প্রাণী কাহারো? বলা হইতেছে—অণ্ডজ—পক্ষি প্রভৃতি,  
জারাজ—জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি, স্বেদজ—উকুন প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষলতা  
প্রভৃতি। অশ্ব, গো, পুরুষ ও হস্তি প্রভৃতি, আরও যে কিছু প্রাণী। তাহা  
কি কি? না, অজম—বাহারা পারের দ্বারা গমন করিয়া থাকে; আর পতত্রি,  
বাহারা আকাশপথে উড়িয়া থাকে; বাহা স্থাবর অর্থাৎ চলিতে পারে না;  
সে সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞা অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্মস্বরূপ;  
নেত্র অর্থ—বাহা দ্বারা নীত হয় (সন্তালাভ হয়)। সেই প্রজ্ঞা বাহার নেত্র,  
তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র; উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই তিন সময়েই বাহা  
প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে আশ্রিত; [এই অত্ৰই উহার  
প্রজ্ঞানেত্র]। লোক অর্থাৎ ভূঃ প্রভৃতি লোকও প্রজ্ঞানেত্র; অথবা প্রজ্ঞাই  
সমস্ত অগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির মূল; সেই কারণে উহার প্রজ্ঞান  
ব্রহ্মস্বরূপ। ২

সেই যে, এই সকল উপাধিসূত্র নিত্য নিরঞ্জন (মলিনতাশূন্য) নির্মল ও  
নিষ্ক্রিয়; [অতএব] শাস্ত্র এক অদ্বিতীয়; “নেতি নেতি” প্রণালীক্রমে সমস্ত  
বিশেষণ-পরিত্যক্তরূপে বিজ্ঞেয় (বাহার কোন বিশেষণ নাই বলিয়া জানা যায়)  
এবং শব্দজাত সর্বপ্রকার জ্ঞানের অগোচর ব্রহ্ম, তাহাই আবার অত্যন্ত বিশুদ্ধ

বুদ্ধিদ্বয়রূপ উপাধিসম্পর্ক বশতঃ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরভাবে সর্বজীবভোগ্য সমস্ত অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) জগতের প্রদর্শক বা আবির্ভাবের কারণ এবং সর্ববস্তুর নিয়ন্ত্রণকারীরূপে অন্তর্যামী বলিয়া কথিত হন। তিনিই আবার যখন ব্যক্ত (প্রকাশিত) জগতের বীজস্বরূপ (অঙ্কুরাবস্থা) বুদ্ধি ও আত্মারূপ উপাধি (বিশিষ্টভাবে) গ্রহণ করেন, তখন হিরণ্যগর্ভ নাম লাভ করেন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রথম উৎপন্ন শরীররূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া বিরাট ও প্রজাপতি নাম লাভ করিয়া থাকেন। তিনিই আবার প্রকাশিত অগ্নিপ্রভৃতি উপাধি বিশেষযোগে দেবতানামে কথিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীরসম্বন্ধ-বশতঃ সেই ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ নাম লাভ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন প্রকার সেই ব্রহ্মকেই সমস্ত প্রাণী ও তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন প্রকারে জানিয়া থাকেন এবং নানাকারে তাঁহার কল্পনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যতি বলিয়াছেন—‘একশ্রেণীয় লোকেরা ইহাকে অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করেন; অপর প্রজাপতি মনু বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ ইন্দ্র বলেন; কেহ বা প্রাণ বলেন; কেহ আবার শাক্ত (নিত্য) ব্রহ্ম বলিয়া জানেন’ ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুগ্নিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্তামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥৩৩॥৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৩৩॥১॥

ইতৈত্যতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩৩॥

ইতৈত্যতরেয়দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠীহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

সরলার্থঃ। [অথ তৎপ্রজ্ঞানকলমুপসংহরতি ‘স এতেন’ ইত্যাদিনা।] [যঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিবেক] সঃ (বামদেবঃ) এতেন (যথোক্তেন) প্রজ্ঞেন (চৈতন্ত্যস্বরূপেন) আত্মনা (স্বয়মাবির্ভূতচৈতন্ত্যবতাবঃ সন্ ইত্যর্থঃ), অস্মাং লোকাং উৎক্রম্য (বর্তমানং বেহং পরিত্যাগ্য) অমুগ্নিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামান্ আপ্তা। (লব্ধ্বা, পূর্ণকামো ভূষা ইত্যর্থঃ) অমৃতঃ (কৈবল্যং প্রাপ্তঃ) সমভবৎ। দ্বিকৃতিরখ্যায়দমাণ্যার্থা ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [এখন ওষজ্ঞানের কলোপসংহার করিতেছেন], যিনি [‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিয়াছিলেন], সেই বামদেব উক্ত

চৈতন্যাত্মস্বরূপে ইহলোক হইতে উৎক্রমণের অর্থাৎ দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে সমস্ত কামকল প্রাপ্ত হইয়া চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ।  
অধ্যায়সমাপ্তিসূচনার্থ 'সমভবৎ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৩॥৪॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।

ত্রীদুর্গাচরণশাস্তা সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ৈ প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥৩৩॥১॥

ইত্যেতরেন্নোপনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩৩॥

শাক্তরভাস্যম্ । ন বামদেবোহন্তো বা এবং যথোক্তং ব্রহ্ম বেদ, প্রজ্ঞেনাত্মনা, নৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা পূর্বে বিদ্যাংসোহমৃতা অভূবন্, তথা অন্নমপি বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা অশ্বাল্লোকাৎ উৎক্রম্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ । অশ্বাল্লোকাহুৎক্রম্যামুগ্নিন্ স্বর্গে লোকে সর্কান্ কামান্ আপ্তা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবদিত্যোমিতি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রীমৎপরমহৎসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেন্নোপনিষদাশ্চে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৩ ॥

ঐতরেন্নোপনিষদ্ভাষ্য সমাপ্তম্ ॥

॥ ৩ ৩ ৩ ৩ ॥

ভাস্যামুবাদ । সেই বামদেব কিংবা অন্ত যে কেহ উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে প্রজ্ঞা আত্মরূপে—চৈতন্যাত্মস্বরূপে জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ববর্তী জ্ঞানিগণ, যে প্রজ্ঞাত্মজ্ঞানবলে বেক্রমে অমৃত হইয়াছিলেন, এই বিদ্বান্ পুরুষও ঠিক সেইরূপেই এই প্রজ্ঞা আত্মস্বরূপে, এই বর্তমান লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া (বেহ ত্যাগ করিয়া)—ইত্যাদি বাক্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কাম অর্থাৎ কাম্য বস্তু ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ৈ প্রথমখণ্ডের ভাস্যামুবাদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ইতি ত্রীমৎপরমহৎসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজনীয় শ্রীগোবিন্দের শ্রেষ্ঠশিষ্য শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত ঐতরেন্নোপনিষদের ভাস্যামুবাদ সমাপ্ত ॥৩৩॥

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-  
মাবিরাবীর্ম এধি । বেদশ্চ ম আগী স্বঃ স্রুতং মে মা প্রহাসীঃ ।

অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধায়াতং বদিষ্যামি । সত্যং  
বদিষ্যামি । তন্মামবতু । তদ্বক্তারমবতু । অবতু মামবতু বক্তার-  
মবতু বক্তারম ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁ ॥

[ অথোত্তরাশান্তিঃ— ]

ওঁ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে । তমহমাত্মনি দধে । অনু মাত্মৈ-  
ষ্বিন্দ্রিয়ম্ ময়ি শ্রীর্ময়ি যশঃ সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ । উত্তিষ্ঠামানু  
মা শ্রীঃ । উত্তিষ্ঠত্বনু মায়স্তু দেবতাঃ । অদকং চক্ষুরিষিতং মনঃ ।  
সূর্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ । তচ্চক্ষুর্দেবহিতং  
শুক্ৰমুচ্চরৎ । পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্ । ত্বমগ্নে  
ব্রতপা অসি । দেব আ মর্ত্যোষা । ত্বং যজ্ঞেঋষীভ্যঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতৈত্তরেয়োপনিষদ্ সমাপ্তা ॥০॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥